জীবনকুমার।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে দ্রাবিড় দেশের অন্তঃপাতী শান্তিনিবাস-নগরে বিশ্ববন্ধু নামে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার বিবিধ সদ্‌গুণে এরূপ বাধ্য ছিল যে, সকলেই তদীয় যশোগান ও মঙ্গলকামনা করাকে নিত্যকর্ম্ম বলিয়া বোধ করিত! তাঁহার রাজত্বসময়ে রাজ্যে কোন প্রকার অশান্তিই স্থান পাইত না। রাজ্য এইরূপ শান্তিময় হইলেও 'অপুত্রক' বলিয়া মহারাজ বিশ্ববন্ধু আপনাকে অতীব হতভাগ্য মনে করিতেন।

রাজা পুত্রকামনায় বহুবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ক্রমশঃ প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার অপত্য-বদন-সন্দর্শনের আশা পূর্ণ হইল না। তখন তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও রাজকার্য্য-পরিদর্শন-বিষয়ে একপ্রকার উদাসীন হইলেন। সুবিবেচক পারিষদ্ ও অমাত্যবর্গ এবং জ্ঞানবান্ পণ্ডিতসমূহ নানাপ্রকার উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ব্যক্তিই কোনপ্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রাজার এইরূপ মানসিক অবস্থা দেখিয়া রাজবৎসল প্রজাকুলও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্না পতিপরায়ণা রাজমহিষী মঙ্গলবতী এতাবৎকাল ধীরভাবে রাজাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে

ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে স্বামীর এতাদৃশ অচিন্ত্যপূর্ব্ব অবস্থান্তর দর্শনে নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন ; তথাপি রাজার ন্যায় তাঁহার একবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল না। স্বামী অন্তঃপুরে আসিলেই মঙ্গলবতী কৌশলক্রমে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতেন। রাজাও রাজ্ঞীর অকৃত্রিম ভক্তি, শুশ্রূষা ও প্রীতিপূর্ণ উপদেশে অনেক সময় কিয়ৎপরিমাণে শান্তিলাভ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পুত্রাভাবজনিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ও তল্লাভবাসনায় উপাস্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে কোন কালেই বিরত থাকিতেন না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, একদা প্রত্যূষসময়ে রাজতোরণে সুমধুর মঙ্গলবাদ্য-ধ্বনি এবং নিদ্রাভঙ্গ-করণ-সূচক বৈতালিকগণের সঙ্গীত শ্রবণে মহারাজ বিশ্ববন্ধু চকিতভাবে গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক যেন কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিলেন,—"ভগবন্! মোহান্ধ অজ্ঞ মানব তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার পরমশুভপ্রদ উদ্দেশ্য কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে? আহা! তুমি যে কোন্ মঙ্গলকামনায় আমাকে এতদিন সন্তানলাভ-সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছিলে, দীনবন্ধো! তুমি ভিন্ন তাহা আর কে বলিতে পারে?"

এই কথা বলিয়াই রাজা ধীরে ধীরে পার্শ্বশয়িতা মহিষী মঙ্গলবতীর গাত্রসঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন.— "রাজ্ঞি! অদ্য আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। তুমি অদ্য অন্ধ খঞ্জ দরিদ্রাদি সকল লোককেই তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী ধন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি মুক্তহস্তে বিতরণ কর।"

সহসা রাজার প্রফুল্ল বদন দর্শন ও ঈদৃশ আনন্দসূচক বচন শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"মহারাজ! কি নিমিত্ত অদ্য আপনাকে এ প্রকার প্রফুল্লভাবাপন্ন দেখিতেছি, তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।"

রাজ্ঞীর এতাদৃশ আগ্রহাতিশয্য দর্শনে মহারাজ বিশ্ববন্ধু আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন,—"মহিষি! আমি অদ্য নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিতপূর্ব্বে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, অমিততেজঃসম্পন্ন, অনির্ব্বচনীয়রূপধারী এক মহাপুরুষ শূন্যপ্রদেশ হইতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন,—'বৎস! পুত্ররূপ বন্ধনে সম্বদ্ধ না হওয়াই তোমার উচিত ছিল; কিন্তু ভ্রান্তিবশে পুত্রলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছ দেখিয়া, আমি তোমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিতেছি যে, তুমি অদ্য হইতে নবমমাসের শেষ-প্রত্যূষ-সময়ে তোমার সাধ্বী মহিষী মঙ্গলবতীর রত্নগর্ভে রমণীয় যমজ পুত্র-কন্যা লাভ করিবে।' এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন; আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতএব মহিষি! অদ্য আমাদের অতীব আনন্দের দিন; তুমি অন্তঃপুর মধ্যে শীঘ্রই মঙ্গলোৎসবের আয়োজন কর; আমিও সভায় গিয়া, অদ্য হইতে দিবসত্রয় রাজ্যমধ্যে সকলেই যেন অনন্যকর্ম্মা হইয়া আনন্দোৎসব করে, এইরূপ ঘোষণা করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীকে আদেশ করি।"

স্বামীর এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব প্রীতিজনক বচন শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মঙ্গলবতীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পুত্রলাভ-বার্ত্তা শ্রবণাপেক্ষা, স্বামীর প্রফুল্লভাব দর্শনে রাজ্ঞীর অধিকতর আনন্দ-বর্দ্ধন হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি রাজাজ্ঞা

শিরোধার্য্য করিয়া বিনয়মধুরবচনে কহিলেন,—"মহারাজ! করুণানিধান ভগবানের অনুকম্পায় স্বপ্নযোগে আপনি যে শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু নাথ! আপনার নিকট দাসীর ভিক্ষা এই যে, রাজ্যবাসী প্রজাবর্গের আনন্দোৎসবের নিমিত্ত রাজকোষ হইতেই যেন অর্থ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী প্রদত্ত হয়। তাহা হইলে প্রজাকুল আনন্দোৎসবে বস্তুতঃই আনন্দ লাভ করিবে।"

রাজা দয়ার্দ্রহৃদয়া মহিষীর এই শুভসঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন,—"প্রিয়তমে! অনির্ব্বচনীয় সদ্‌গুণপাশ এবং অকৃত্রিম ভক্তি-শৃঙ্খল দ্বারা আমি তোমার নিকট চিরসম্বদ্ধ আছি। প্রিয়ে! বলিতে কি, তুমি আমার পত্নী হইলেও, আমি তোমাকে শিক্ষকের ন্যায় উপদেষ্টা মনে করি। সাধ্বি! তুমি আমার সংসারের লক্ষ্মী, বিপদের বন্ধু এবং বিষাদের সান্ত্বনা; সুতরাং আমার যথাসর্ব্বস্ব ত তোমারই অধিকৃত! অতএব তোমার এই শুভ ইচ্ছা কি কখনও অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে?"

রাজার এই অনুকূলবচন শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তিনি বিনয়াবনতমস্তকে ও সানুরাগমধুর বচনে কহিলেন,—"মহারাজ! আশ্রিত জনের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা আপনার ন্যায় মহাত্মগণের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তথাপি এই দাসীর প্রতি আপনার যেরূপ অনুগ্রহ, তাহা ইহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন সুকৃতিফলেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নাথ! অন্য কথা দূরে থাকুক, আমার এই শরীর মন সমস্তই যখন আপনারই অধিকৃত, তখন আপনার নিকট ভিক্ষা ব্যতীত এ দাসীর ত আর কোন বিষয়েরই কর্ত্তৃত্ব নাই!" এই

বলিয়া রাজমহিষী প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে প্রণাম ও স্বামীর চরণ-রেণু মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিলেন; রাজাও রাজ্ঞীর অসাধারণ পতিভক্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনতিবিলম্বেই শয়ন-পরিত্যাগানন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদনপূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে সভামণ্ডপাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিবিড়-নীরধরাবৃত পূর্ণচন্দ্রের পুনঃ-প্রকাশ সন্দর্শন করিলে পিপাসিত চকোরের যেমন আনন্দ হয়,—অসহনীয় শীত-যাতনা-নিবারক মলয়সমীরণ সঞ্চালিত হইলে মৃতকল্প কোকিলের যেমন আনন্দ হয়,—শ্মশান-মন্দির-সমাশ্রিত মুমূর্ষু পতিকে পুনর্জীবন লাভ করিতে দেখিলে পতিনিরতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর যেমন আনন্দ হয়,—যামিনীযোগে নিদ্রিতাবস্থায় অসংখ্য বহুমূল্য রত্নাদি লাভ করিলে অসহনীয় অভাব-ক্লেশ-প্রপীড়িত দরিদ্রের যেমন আনন্দ হয়;—সুন্দর-বেশভূষা-সুসজ্জিত অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সানন্দ-বদন মহারাজ বিশ্ববন্ধুকে সভামধ্যে সমাগত দেখিয়া সভাসদ্ ব্যক্তিমাত্রেরই সেইরূপ আনন্দোদয় হইল। এমন কি, আনন্দে সকলেই এরূপ বিহ্বল হইলেন যে, কিছুকাল কোন ব্যক্তিই বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, মহারাজ স্বয়ং প্রীতিপ্রফুল্লবদনে ও মধুর গম্ভীরস্বরে সভাসদ্ সকল ব্যক্তিকেই সম্বোধন করিয়া বিগত যামিনীর অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন; এবং গুণনিধান-নামা প্রধান সচিবকে সম্বোধনপূর্ব্বক

কহিলেন, "মন্ত্রিন্! অদ্য আমাদের অতীব আনন্দের দিন! অতএব তুমি রাজ্যমধ্যে অবিলম্বেই এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমার রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই যেন এই উপলক্ষে অনন্যকর্ম্মা হইয়া অদ্য হইতে দিবসত্রয় আনন্দোৎসব করে; এবং যাঁহার অনুকম্পায় আমাদের এই আনন্দলাভ হইয়াছে, সেই করুণানিধান ভগবানের গুণকীর্ত্তনে মগ্ন থাকে। তজ্জন্য অর্থাদি আবশ্যক বস্তুসমূহ প্রজাগণ রাজকোষ হইতেই প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত অদ্য হইতে দিবসত্রয় রাজপুরীতে যে ব্যক্তি যে বস্তুর প্রার্থী হইয়া আসিবে, অসঙ্গত ও অপ্রাপ্য না হইলে, মুক্তহস্তে তাহাকে সেই প্রার্থিতবস্তু প্রদান কর। দেবালয়সমূহে দেবসেবার অধিকতর সুশৃঙ্খলা করিয়া দাও, এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ যাহাতে সন্তুষ্ট ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করেন তাহারও সুব্যবস্থা কর। অদ্য হইতে তিন দিবস বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত রাজসভায় বৈষয়িক কোন কার্য্যই হইবে না; কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, উদাসীন, দণ্ডী প্রভৃতি সাধুগণের সদালাপ ও ভগবদ্গুণগান, এবং অতিথি অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষুকগণের প্রার্থনাপূরণ দ্বারা আনন্দেরই উৎসব হইবে। আর ইহাও ঘোষণা করিয়া দাও যে, অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি কোন প্রার্থী অসামর্থ্যবশতঃ যদি শান্তিনিবাস পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, তবে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রার্থিত বস্তুও যত্নপূর্ব্বক প্রেরিত হইবে। কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া শান্তিনিবাসের শান্তিবর্দ্ধন করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।"

রাজার নিকট হইতে এই অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত এবং তদীয় উদার-হৃদয়োৎপন্ন আদেশবচন শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও সভাসদ্বর্গ সকলেরই আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। অনতিবিলম্বেই

রাজ্যমধ্যে এই শুভসংবাদ পরিব্যাপ্ত হওয়ায় দেশদেশান্তরস্থ সর্ব্বস্থান হইতেই মহান্ আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। অন্ধ, খঞ্জ, কাণ, বধির, দরিদ্র, ধনবান্ প্রভৃতি সকলেরই মুক্তকণ্ঠ-বিনিঃসৃত "জয় মহারাজ বিশ্ববন্ধু" শব্দে অনন্ত গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাজা ও রাজ্ঞী তনয়-বদন-সন্দর্শন না করিয়াও আনন্দোৎসব-দর্শনে অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন।

নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ হইলে উৎসব-কোলাহল প্রশমিত হওয়ায় রাজ-সভায় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কার্য্যারম্ভ হইল। এবার রাজা স্বয়ং প্রশান্তচিত্তে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। রাজার মান-সিক বিকার তিরোহিত হওয়ায় প্রবল ঝটিকাবসানে স্থিরভাবাপন্ন জলধির ন্যায় শান্তিনিবাসে পুনর্ব্বার শান্তির আবির্ভাব হইল।

কিয়ৎকাল পরে রাজমহিষী মঙ্গলবতীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। তাঁহার সহচরীবৃন্দ, শুভলক্ষণাক্রান্ত সুন্দর সন্তান প্রসূত হইলে পর, আপনাদের মনোমত যেরূপ পারিতোষিক লইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার বন্দোবস্ত সুদৃঢ় করিয়া লইতে লাগিল; রাজ্ঞীও অপরিজ্ঞাত প্রসব-যাতনা চিন্তা করিয়া কখন শঙ্কিতা, আবার কখনও বা চিরাভিলষিত সন্তান-বদন-সন্দর্শনাশায় আনন্দিতা, হইতে লাগিলেন। আহ্লাদের সময় তিনি সখীগণের সহিত এইরূপ কথোপকথন ও সঙ্কল্প করিতেন যে, আমার যে দুইটী সন্তান হইবে; তাহার মধ্যে আমি পুত্রটী রাজাকে অর্পণ করিব। কারণ, সে পরিণামে রাজা হইবে; সুতরাং সর্ব্বদা রাজার নিকটেই তাহার থাকা উচিত। কিন্তু কন্যাটী সর্ব্বদা আমার নিকটেই থাকিবে। আমি তাহাকে সমস্ত গৃহকার্য্য ও পতিভক্তি শিখাইব, এবং পরিচারিকা, প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনী সকলের প্রতি যথাবিহিত

প্রীতি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেও শিক্ষা দিব; বলিতে কি, আমি তাহাকে সকল সদ্‌গুণ-ভূষণেই অলঙ্কৃতা করিব। তাহা হইলে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে সে নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিবে। এবম্প্রকার নানাবিধ কথোপকথনে এবং সখীগণের সহিত ঐ সকল বিষয়ের তর্ক বিতর্কাদিতে দিনপাত করিতেন।

এইরূপে শনৈঃ শনৈঃ এক দুই করিয়া গর্ভধারণের নবম মাস উপস্থিত হইল, অনন্তর শুভদিনে সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণাদি সংস্কার ও লোকাচার সকল সুসম্পন্ন হইলে, পূর্ণ নবম মাসের শেষ দিবস শুভপ্রত্যুষসময়ে রাজমহিষী মঙ্গলবতী নির্ব্বিঘ্নে দুইটী মনোরম সন্তানরত্ন প্রসব করিলেন।

মঙ্গল-শঙ্খনিনাদে রাজপুরী প্রতিধ্বনিত হইল। সমীরণ অল্প-কালমধ্যেই সানন্দে শান্তিনিবাসনগরে শঙ্খযোগে এই শুভসংবাদ প্রচার করিয়া দিল। সুতরাং প্রভাতে অসংখ্য বাদ্যকর আসিয়া রাজভবনকে আনন্দভবন করিয়া তুলিল। মহারাজ বিশ্ববন্ধু অলোকসামান্য লাবণ্যময় যুগলসন্তান-বদন-সন্দর্শনপূর্ব্বক ধরাতলেই যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে আবার পূর্ব্ববৎ আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল।

রাজমহিষী মঙ্গলবতীর শঙ্করী নাম্নী একজন বাল্যপরিচারিকা স্নেহপরতন্ত্রতানিবন্ধন বিবাহের পর উঁহার সহিত শান্তিনিবাসে আসিয়াছিল। সে প্রায় সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই মহিষীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। শঙ্করী অতীব সচ্চরিত্রা, প্রভু-পরায়ণা, মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষিণী ও মধুরভাষিণী পরিচারিণী ছিল। এই জন্য রাজাও তাহাকে কখন অযত্ন করিতেন না। সুতরাং শঙ্করী, দাসী হইলেও অন্যান্য দাসীমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্রী ছিল।

সে যাহা হউক, রাজমহিষীর প্রসবের পর, শঙ্করী, অন্যান্য পরিচারিকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাক্রমে সূতিকাগৃহে তাঁহার রক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকা হইল। রাজ্ঞীর শুশ্রূষা ও নবপ্রসূত শিশুদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাহার অনুমতিক্রমে সম্পাদিত হইত। অধিক কি, রাজ্ঞী যেমন প্রায় সর্ব্বদাই সূতিকা-গৃহে বাস করিতেন, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা শঙ্করীও তদ্রূপ সেই গৃহে তাঁহারই পার্শ্বে অবস্থিতি করিত।

এইরূপে নব-কুমার-কুমারী-লাভ-জনিত আনন্দে পঞ্চ দিবস অতিবাহিত হইলে, ষষ্ঠ দিবস যামিনীযোগে মহাসমারোহে সূতিকা-পূজাও সম্পাদিত হইল। রাজা ঐ দিবস নিজ-পুত্র-কন্যাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন। অনেক রাত্রির পর সূতিকাগৃহের জনতা বিদূরিত হইলে, রাজ্ঞী, দুইটী সন্তান, দুইজন পরিচারিকা এবং শঙ্করীর সহিত নিদ্রিতা হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্তিম-সময়ে স্থবির ব্যক্তির দেহ হইতে প্রাণবায়ু যেমন নিঃশব্দে স্থানান্তরিত হয়,—সূতিকাগৃহশায়ী ব্যক্তিগণের নিদ্রাযোগে যামিনীও সেইরূপ নিঃশব্দে শেষ যামে উপস্থিত হইলেন। এই সময় সহসা রাজপরিচারিণী শঙ্করীর একবার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল। কিন্তু হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের কোন কারণ লক্ষিত না হওয়ায় সে কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াই পুনর্ব্বার নিদ্রিতা

হইল। এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই সে স্বপ্নযোগে যে অলৌকিক দৃশ্য দর্শন ও অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে অনেকেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে পারে।

সূতিকাগৃহস্থিত সকল ব্যক্তিই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় শূন্যপ্রদেশ হইতে সহসা যেন এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া ঐ গৃহ আলোকময় করিয়া তুলিল। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্মধ্যহইতে পলিতকেশশ্মশ্রুসম্পন্ন প্রশান্ত-বদন শ্বেতকৌশেয়পরিধায়ী এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হইয়া সস্নেহমধুরবচনে কহিলেন,—"শঙ্করি! তুমি অনেক দিবস হইতে এই রাজসংসারে প্রতিপালিতা হইতেছ, এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহা পরিত্যাগ করিবে না, এইরূপ স্থিরও করিয়াছ। সেইজন্যই আমি তোমাকে এই রাজপরিবারের পরমমঙ্গলকর, কিন্তু অতীব গোপনীয়, একটী বিষয়ের কিয়দংশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তুমি এই বিষয় কখনই রাজা, রাজ্ঞী, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিও না। প্রকাশে বিশেষ অনর্থপাত, এমন কি, তোমার প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইতে পারে।"

শঙ্করী স্বপ্নযোগে অদৃষ্টপূর্ব্ব দেবপুরুষের এই কৌতূহলোদ্দীপক বচন শ্রবণ করিয়া, উহাঁর বক্তব্য বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"দেখ শঙ্করি! এই যে পুত্র-কন্যা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নহেন; ইহাঁরা দেবলোকনিবাসী উচ্চশ্রেণীস্থ বিশুদ্ধচিত্ত দম্পতী। ভোগাভিলাষবশতঃ কর্ত্তব্যবিস্মৃত হওয়ায়, স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া একত্র অবস্থিতির অভিপ্রায়ে যমজভাবে

মহিষী মঙ্গলবতীর গর্ভ হইতে ধরণীতলে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু সাংসারিক নিয়মানুসারে এই দম্পতীর ভ্রাতৃ-ভগিনী-সম্বন্ধ হওয়াতে পরিণামে পরিণয়ের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, এই রাজকন্যা অদ্য যামিনীশেষে সকলেরই অলক্ষিত ভাবে সশরীরে দেবলোকে প্রতিনিবৃত্তা হইবেন; এবং অল্পকাল পরেই পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে মহারাজ সত্যপ্রিয়ের মহিষী শিবসুন্দরীর গর্ভে কমলানাম্নী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। অনন্তর কালসহকারে অদ্ভুত নিয়তিক্রমে ইহাঁরা পরস্পর দাম্পত্য-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সংসারবাসের নির্দ্দিষ্টকাল অতিবাহিত হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে প্রস্থান করিবেন।

সে যাহা হউক, মহারাজ বিশ্ববন্ধু এবং রাজমহিষী মঙ্গলবতী সহসা তনয়ার অভাবনীয় অন্তর্দ্ধান দর্শন করিয়া ব্যাকুল হইলে তুমি তাঁহাদিগকে "পুনর্ব্বার কন্যাকে প্রাপ্ত হইবেন" এই আশ্বাস প্রদান করিয়া শান্ত করিও; এবং আমিও তাঁহাদের কন্যা-বিরহ-শান্তির নিমিত্ত তোমাকে সাহায্য করিব। ক্রমশঃ পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সহিত রাজা ও রাজ্ঞী কন্যার অভাবজনিত সমস্ত ক্লেশই বিস্মৃত হইবেন। কিন্তু এই রাজকুমার জন্মদিবস হইতে পূর্ণ ঊনবিংশতি বৎসরের পরদিবস সূর্য্যোদয়কালে তাঁহার পার্থিবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবলোকে যাত্রা করিবেন। অতএব রাজা ও রাজ্ঞী যদি ইতিমধ্যে সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল; নতুবা পুত্রশোকে আকুল হইয়া তাঁহারা এতাবৎকালীন সৎকর্ম্ম-জাত পুণ্যরাশি নষ্ট করিবেন।" এই বলিয়াই সেই দেবপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন; শঙ্করীও নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিল, নিশা অবসান হইয়াছে। তখন সে, রাজমহিষীর

পার্শ্বদেশে চাহিয়া গৃহপ্রবিষ্ট সূর্য্যালোক-সাহায্যে দেখিল, কেবল রাজকুমার মাত্র মাতৃপার্শ্বে নিদ্রিত রহিয়াছেন, কিন্তু রাজকুমারীর শয়ন-স্থান শূন্য।

তখন শঙ্করী স্বপ্নঘটনাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। কিন্তু এই হৃদয়বিদারণ অভাবনীয় ঘটনার, এবং রাজপুত্রের অকাল মৃত্যুর, বিষয় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সে এমন হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া পড়িল যে, বহুক্ষণ আর তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না।

এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই সূতিকাগৃহস্থিতা পরিচারিণী-দ্বয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহারা সহসা নবপ্রসূতা রাজনন্দিনীর শয়ন-স্থান শূন্য দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময়াপন্না হইল। কিন্তু গৃহের সমস্ত দ্বারাদি অর্গলবদ্ধ দর্শনে তাহারা, "আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অনবধানতা প্রযুক্ত, কোন উপদেবতাদি দ্বারা রাজকুমারী অপহৃতা হইয়াছেন" এই সিদ্ধান্ত করিয়া, প্রাণদণ্ড-ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রোদনধ্বনিশ্রবণে রাজমহিষীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে, তিনিও এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া শোকভরে অবিরাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই অন্তঃপুর-ললনাগণের ক্রন্দনধ্বনিতে আনন্দপূর্ণ সূতিকাগার শোকাগাররূপে পরিণত হইল।

দেখিতে দেখিতে এই রোদননিনাদ রাজার শয়নমন্দিরপর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। শ্রবণমাত্র রাজা শয্যা-পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্যগ্রভাবে সূতিকাগৃহাভিমুখে গমন করিলেন; এবং এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি অন্য সকলের ন্যায় বিচলিত বা শোকাভিভূত না হইয়া, বরং

উপদেশাদি দ্বারা সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে শান্ত করিলেন। পরে এই ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত অবিলম্বে মন্ত্রণা-মণ্ডপে গমনানন্তর প্রধান মন্ত্রী গুণনিধানকে আহ্বানার্থ দূত প্রেরণ করিলেন।

মন্ত্রিবর, অসময়ে রাজা-কর্ত্তৃক আহূত হইবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিলেও, অবশ্যই কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, অবিলম্বেই রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক যথাবিহিত অভিবাদন করিলেন। রাজাও মন্ত্রীকে আসনগ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া বর্ত্তমান আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক, তনয়ার অনুসন্ধানের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজমন্ত্রী গুণনিধান অতীব কার্য্যদক্ষ, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার সদাচার ও কার্য্যশৃঙ্খলা দেখিয়া রাজ্যস্থ সকলেই তাঁহাকে 'গুণনিধান' নামের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া প্রশংসা করিতেন; এবং তিনি মহারাজ বিশ্ববন্ধুর অতীব বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন।

যাহা হউক, মন্ত্রী রাজার মুখে এই শোকাবহ দৈবঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিনয়মধুরবচনে কহিলেন,—"মহারাজ! এই ঘটনা যেরূপ অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় কোন দৈবজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদ্ পুরুষের সাহায্য ব্যতীত ইহার অনুসন্ধানের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব যদি অনুমতি হয়, তবে ঐ প্রকার দৈবজ্ঞপুরুষকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক রাজসভায় আনয়নের নিমিত্ত অবিলম্বেই উপযুক্ত লোকসকল নিযুক্ত করি।" মন্ত্রীর এই প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়ায় রাজা তাহাতেই

অনুমোদন করিলেন; অবিলম্বেই চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত লোকসকল প্রেরিত হইল।

সৌভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই সুদীর্ঘ-রুক্ষ-কেশ-শ্মশ্রু-সম্পন্ন সানন্দ-প্রশান্তবদন ছিন্ন-মলিন-গৈরিক-বসন-পরিধায়ী উদাসীনসদৃশ এক দৈবজ্ঞপুরুষ সভাস্থলে আনীত হইলেন। তাঁহার ঐরূপ আকৃতি দর্শনে সভাসদ্বর্গমধ্যে অনেকেই তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রধান মন্ত্রি-কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া কেহই তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই।

যখন দৈবজ্ঞ আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা অন্তঃপুরে ছিলেন। তিনি তাঁহার আগমন-সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র সভামধ্যে আগমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ভক্তিভাবে তদীয় চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। রাজার তৎকালীন ভাব অবলোকন করিয়া দর্শকমাত্রই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন অভাবনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়াই যেন ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়াছেন।

দৈবজ্ঞপুরুষ এতক্ষণ সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে রাজা সভাসদ্গণের উপবেশনস্থান হইতে এক স্বতন্ত্র স্থানে তাঁহার উপবেশনের নিমিত্ত স্বহস্তে এক পবিত্র আসন প্রদান করিলেন। দৈবজ্ঞপুরুষ উপবিষ্ট হইলে রাজা সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহারই পার্শ্বদেশে অপর এক আসনে উপবেশন করিলেন। সভামণ্ডপ অভিনব আকার ধারণ করাতে সভাসদ্বর্গেরও আন্তরিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। যাহা হউক, দৈবজ্ঞ জ্ঞাতব্য বিষয় নির্দ্ধারণের নিমিত্ত অবিলম্বে ধ্যানস্থ হইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই দৈবজ্ঞপুরুষ ধ্যানপ্রভাবে জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণ করিয়া প্রশান্ত-গম্ভীর-বচনে কহিলেন,—"মহারাজ!

আপনার কন্যারূপিণী শক্তি কোন দস্যু, তস্কর অথবা দানব পিশাচাদি দ্বারা অপহৃতা হন নাই। তিনি বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অলৌকিক বিধানের বশবর্ত্তিনী হইয়া আপনার আশ্রয়-পরিহারপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য নিজস্থানে প্রতিগমন করিয়াছেন। আপনি তাঁহার নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। বর্ত্তমান সময় হইতে ঊনবিংশতি বৎসরান্তে, অর্থাৎ বিংশ-বর্ষারম্ভের সপ্তাহমধ্যে, পৃথক্ শরীরে এবং পৃথক্ ভাবে* আপনার কন্যাকে পুনর্ব্বার লাভ করিবেন। অতএব রাজমহিষী, কন্যার বিরহে নিতান্ত কাতরা না হইয়া তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যেন ধীরভাবে কালযাপন করেন। মহারাজ! ইহার অধিক আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। কারণ, এখন আপনার আর কিছুই জানিবার অধিকার নাই। যদি আমার কথায় কিছু সন্দেহ হইয়া থাকে, সে সন্দেহ কালক্রমে আপনিই অপনোদিত হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া দৈবজ্ঞ বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ্বর্গ সকলেই, দৈবজ্ঞমুখে এই অভাবনীয় ঘটনার বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক চিত্রপুত্তলিকাবৎ কিয়ৎকাল নিশ্চেষ্ট-ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর রাজানুজ্ঞানুসারে মন্ত্রী কোষাধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া দৈবজ্ঞের পুরস্কারস্বরূপ এক লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

অবিলম্বে কোষাধ্যক্ষ সুবর্ণমুদ্রাবাহী ভৃত্যের সহিত সভামধ্যে উপস্থিত হইলে, মন্ত্রী বাহককে উহা দৈবজ্ঞসম্মুখে রাখিতে

* রাজকুমারীর পৃথক্ শরীরে ও (কন্যা হইতে) পৃথক্ ভাবে আগমন-বিবরণের আভাস শঙ্করীর স্বপ্নদর্শন-বর্ণনকালে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ অতঃপর বিবৃত হইবে।

আদেশ করিলেন। অনন্তর রাজা গললগ্নীকৃতবাসে, পাতিতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—"প্রভো! আমি ভক্তি-সম্পদ্বিহীন দরিদ্র ব্যক্তি; সুতরাং মানসোপচারে আপনাকে পূজা করিতে আমি অসমর্থ। কিন্তু আপনার পূজা না করিলেও মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেছে না বলিয়া, অগত্যা এই পার্থিব অকিঞ্চিৎকর অর্থ দ্বারা যথাশক্তি আপনার পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে যদি দয়া করিয়া দাস-প্রদত্ত এই সামান্য পূজা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ সফল হয়।"

রাজার এইরূপ সানুনয়-মধুর বচন শ্রবণ করিয়া দৈবজ্ঞ-পুরুষ ঈষৎস্মিতবদনে কহিলেন,—"রাজন্! আপনি ইতিপূর্ব্ব-জন্মের ঐকান্তিক তপোবলে এতাদৃশ উদারহৃদয় হইয়া এই পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং এই দুরতিক্রমণীয়-লোভজনক অতুল ধনসম্পত্তির রক্ষকতার অধিকার পাইয়াও যে ইহাকে "আপনার নিজের সম্পত্তি নহে" বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু সাবধান! এই সময় আপনাকে অনেকগুলি কঠিন পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে; যেন মোহবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া ঐ সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়-নির্দ্ধারণে অসমর্থ না হন। এই একলক্ষ সুবর্ণমুদ্রা কি, সংসারের সমগ্র সম্পত্তিতেও আমার কোন প্রয়োজন নাই; শরীররক্ষার জন্য আমার কদাচ যে সামান্য অভাব হয়, তাহা আমি অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আমি কেবল মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দর্শনেরই প্রার্থী; আপনার নিকট আমার সে প্রার্থনা পরিপূর্ণ হইয়াছে।" এই বলিয়া দৈবজ্ঞ বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ অক্ষুণ্নচিত্তে ঐ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা দরিদ্রগণকে বিতরণের আদেশ করিলেন।

এদিকে রাজমহিষীর প্রিয়পরিচারিণী শঙ্করী, প্রাতঃকালে অন্তঃপুর হইতে মন্ত্রণামণ্ডপে আসিবার সময় অবধি এতাবৎ-কালপর্য্যন্ত অলক্ষিতভাবে রাজার অনুগামিনী থাকিয়া সমস্ত ঘটনাই অবগত হইয়াছিল। এক্ষণে দৈবজ্ঞকে সভা হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সেও অন্তঃপুরে প্রতিনিবৃত্তা হইল; এবং রাজ-মহিষী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণের নিকট এই সকল ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিল।

রাজমহিষী মঙ্গলবতী অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন; তিনি শঙ্করীর মুখে কন্যা-সম্বন্ধীয় এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, এবং দৈবজ্ঞ-কর্ত্তৃক রাজার প্রতি উপদেশের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, স্থিরভাবে কহিলেন,—"দেখ্ শঙ্করি! কন্যার বিরহে আর আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই। বলিতে কি, ঊনবিংশতি বৎসরান্তে কন্যার পুনর্লাভ-সংবাদ শ্রবণ না করিয়া, যদি আমি তাহার একেবারে অপ্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণ করিতাম, বোধ হয় তাহাতেও আমার অন্তঃকরণ একান্ত শোকাভিভূত হইত না; কারণ, এই পার্থিব শরীর ও ধনসম্পত্তি প্রভৃতি যে সকল পদার্থ দ্বারা আমরা অভিমানস্ফীত হই, সে সমস্তই নশ্বর। অতএব ঐ সকল পদার্থের লাভজনিত আহ্লাদে বিমুগ্ধ এবং অভাবজনিত ক্ষোভে অবসন্ন হওয়া বুদ্ধিমানের কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দেবতা-স্বরূপ স্বামীর মনস্তুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত আমার সকলই করা উচিত।"

রাজমহিষীর এইরূপ সার-গর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া শঙ্করীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। রাজপুরস্থিত সকল ব্যক্তিই এমন কি রাজা পর্য্যন্তও, মহিষীর এই ব্যবহারে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অল্পকালমধ্যেই সাধারণের মনে এই ভাব আশ্রয়

গ্রহণ করিল যে, রাজ্ঞী যেন একমাত্র পুত্রই প্রসব করিয়াছেন; এবং সেই পুত্রের জীবন-রক্ষাই সকলের সুখের কারণ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

চকোরের তৃপ্তিনিদান কলা-পরিমিত সুধাকর যেমন প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়,—পথিকের বিশ্রামনিদান ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থ-বীজ যেমন প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়,—শান্তিনিবাস-রাজপরিবারের ও রাজ্যস্থ প্রজামণ্ডলীর আনন্দনিদান পুত্ররত্নও প্রতিদিন সেইরূপ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ পঞ্চমাস অতীত হইলে পর, ষষ্ঠ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে রাজা মহাসমারোহে আত্মজের শুভ অন্নপ্রাশনসংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া, জন্মরাশি অনুসারে অথচ নিজের মনোমত বিবেচনায় জীবনসর্ব্বস্বস্বরূপ পুত্রের নাম 'জীবনকুমার' রাখিলেন। এই উপলক্ষেও প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া রাজ্য ও রাজপুরী মধ্যে আনন্দোৎসব হইল।

রাজনন্দন জীবনকুমার রাজপুরী ও রাজ্যের অসীম আনন্দ-বর্দ্ধনপূর্ব্বক ক্রমশঃ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে পর, মহারাজ বিশ্ববন্ধু শুভদিননির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রিয়তম তনয়ের বিদ্যারম্ভ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন।

জীবনকুমার বয়োবৃদ্ধির সহিত নানাবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং সকলেরই প্রিয়পাত্র হইতে লাগিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বভাবতঃ অতীব ধীরপ্রকৃতি ও বিনয়ী ছিলেন। এক্ষণে সুদক্ষ

শিক্ষকের যথারীতি অধ্যাপনায় তিনি অত্যল্পকালমধ্যেই বর্ণজ্ঞান হইতে ক্রমশঃ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিততত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ব্যোমতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিষয়িণী বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর রাজ্যশাসন-প্রণালী, প্রজাপালন-প্রণালী, সংগ্রামপ্রণালী প্রভৃতি রাজোচিত নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, অবশেষে, পিতার আদেশক্রমে, ধর্ম্মশাস্ত্রসকলও ঐকান্তিক অধ্যবসায়-সহকারে অধ্যয়ন করিলেন। রাজকুমার এত অল্পসময়েরমধ্যে ঐ সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন যে, তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অধ্যাপকগণ তাঁহার এবম্প্রকার অমানুষিকী মেধাশক্তির পরিচয় পাইয়া রাজ-সমীপে অনেক সময় তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

এইরূপে রাজনন্দন জীবনকুমার অল্পকালমধ্যে নানা-বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া রাজ্যমধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য, বিনয়, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসকলও ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাঁহাকে দেব-ভাবে শোভমান করিয়া তুলিল।

রাজ্যস্থ সকল ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত ছিল। অধিক কি, রাজ্যস্থিত অতীব নীচজাতীয় অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণও রাজকুমার-বিষয়ক কথোপকথন শ্রবণে আহ্লাদ প্রকাশ করিত। যখন বায়ুসেবনার্থ, অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ, জীবনকুমার রাজপথে বহির্গত হইতেন, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আগ্রহসহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিত। যদি কোন ব্যক্তি যথাসময়ে অনুপস্থিতি

নিবন্ধন দর্শনবিষয়ে বিফলমনোরথ হইত, তবে তাহার মনোবেদনার আর পরিসীমা থাকিত না। ফলতঃ অনেকে এই অদর্শন-নিমিত্ত আপনাদিগকে দুর্ভাগ্য বলিয়া ধিক্কার দিত; এবং যতদিন না দর্শন-লাভ হইত, ততদিন আপনাদিগকে নিতান্ত হেয় বলিয়া মনে করিত। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মানব নিজ-সদ্গুণ দ্বারা আপনাকে বিভূষিত করিতে পারিলে সাধারণের নিকট দেবতারূপে পূজ্য হইতে পারে। রাজকুলতিলক শুভক্ষণজন্মা জীবনকুমার বাল্যকালেই এই সাধু-বাক্যের সার্থকতা-সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, এইরূপে জীবনকুমার, মহারাজ বিশ্ববন্ধু ও রাজ-মহিষী মঙ্গলবতীর আনন্দ-সাগর উদ্বেল করিয়া, এবং রাজ-পরিবার ও প্রজাপুঞ্জের আশালতিকাকে মুকুলিতা করিয়া, অপ্রতি-হত কালচক্রে ঘূরিতে ঘূরিতে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। তাঁহার সুকুমার শৈশবশ্রী নিরুপম যৌবন-সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়া শরীরকে সুশোভিত করিয়া তুলিল। তদীয় বালকসুলভ চঞ্চল চক্ষুঃ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল,—প্রশস্ত ললাটস্থিত রাজচিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইল,—অনতিদীর্ঘ-গ্রীবাদেশস্থিত রেখা-সমূহ অধিকতর সৌন্দর্য্যশালী হইল,—সুবিশাল বক্ষঃস্থল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইল,—শৈশবসুলভ অস্থিরভাব প্রশান্ততায় পরিণত হইল; এবং শারীরিক ভাবভঙ্গীও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। তাঁহার রমণীয় যৌবনশ্রী-সন্দর্শনে রাজা, রাজ্ঞী, ও রাজপরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন; অধিক কি, সে সময় রাজ্যস্থিত প্রায় কোন ব্যক্তিরই বদন আর বিষণ্ণ রহিল না। কিন্তু চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী মাতৃসমা পরিচারিণী শঙ্করীকে প্রায়

সর্ব্বদাই বিষাদযুক্তা পরিলক্ষিত হইত। যদিও তাহার সেই বিষণ্ন ভাব সহসা সকলে বুঝিতে পারিত না, কিন্তু জীবনকুমার কোন-ক্রমে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, শঙ্করী বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে আত্মজের ন্যায় যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল; এবং এই যৌবনেও স্নানভোজনাদি প্রায় সর্ব্ব-কার্য্যেই সে মাতার ন্যায় তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী থাকিত। কুমারও শঙ্করীর অকৃত্রিম স্নেহপাশ-সম্বদ্ধ হইয়া তাহাকে মাতৃবৎ মনে করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঐ সকল কার্য্য যদি শঙ্করীর অনুপ-স্থিতিতে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তিনি উহা অসম্পূর্ণ মনে করিতেন। ভোজনকালে যদি গর্ভধারিণী কোন দিন কোন কার্য্যবশতঃ নিকটে থাকিতে না পারিতেন, তাহাতে তাঁহার তত ক্ষতি বোধ হইত না, কিন্তু শঙ্করী যদি একদিন নিকটে না থাকিত, তবে সে দিন তাঁহার ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ ঘটিত না।

যাহা হউক, এইরূপে যতই দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, জীবনকুমার শঙ্করীকে ততই অধিকতর বিষাদিতা বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গুপ্তভাবে ইহার কারণ জানিবার অভিপ্রায়েই বোধ হয় তিনি এতদিন উহাকে ঐ বিষয়ক কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই।

কিছুদিন পরে একদা রাত্রিকালে জীবনকুমার অন্তঃপুরমধ্যে আসিয়া সহসা উন্মুক্তগবাক্ষপথ দ্বারা গৃহমধ্যস্থিত আলোকসাহায্যে দেখিতে পাইলেন, শঙ্করী একাকিনী নিজ-শয়নকক্ষে উপবেশন-পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছে। অকস্মাৎ এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজকুমার নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তদীয় অসাধারণ ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্যবলে

তখন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায় ধীরে ধীরে মাতৃপ্রকোষ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন; এবং জননীর চরণ-বন্দনানন্তর বিনয়ধীরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! শঙ্করী কোথায়?" রাজ্ঞী হৃদয়নন্দন নন্দনকে প্রণত দেখিয়া বাৎসল্যোৎফুল্লভাবে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ ও চিবুকধারণপূর্ব্বক সস্নেহমধুরবচনে কহিলেন,—"বৎস! শঙ্করী হয় ত তোমারই প্রতীক্ষায় তাহার শয়নকক্ষে অবস্থিতি করিতেছে। তুমি বিশ্রাম কর, আমি তাহার নিকট তোমার আগমনসংবাদ প্রেরণ করিতেছি।" এই বলিয়া পার্শ্বস্থিতা একজন পরিচারিণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; সেও তৎক্ষণাৎ শঙ্করীকে আহ্বানার্থ প্রস্থান করিল।

পরিচারিণী গৃহ হইতে বহির্গত হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই শঙ্করী স্বতন্ত্র পথ দিয়া অন্যমনস্কভাবে রাজমহিষীর প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং জীবনকুমারকে মাতৃসন্নিধানে উপবিষ্ট দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"জীবন! তুমি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছ? আমাকে ডাক নাই কেন?" রাজকুমার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রাজ্ঞী সহাস্যবদনে সম্মুখস্থিত আসনে শঙ্করীকে উপবেশন করিতে আদেশ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন,—"জীবন অধিকক্ষণ আইসে নাই; এবং আসিয়া যখনই তোমার অনুসন্ধান করিয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে সংবাদ পাঠাইয়াছি।" এই বলিয়া রাজ্ঞী পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস! তোমার ভোজনের সময় উত্তীর্ণ হইলে অসুস্থতা ঘটিতে পারে ভাবিয়াই বোধ হয় শঙ্করী ব্যস্ত হইয়া এখানে আসিয়াছে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চল, ভোজনগৃহে যাওয়া যাউক।" রাজকুমার

মাতৃবাক্যে সম্মতি প্রদান করিলে উহাঁরা তিনজনেই ভোজন-মণ্ডপাভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর জীবনকুমারের ভোজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাজ্ঞী নিজ শয়নকক্ষাভিমুখে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। শঙ্করীও যদৃচ্ছাক্রমে জীবনকুমারের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় শয়নমণ্ডপাভিমুখে গমন করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অভিন্নহৃদয় বন্ধুর কোন গুরুতর অপরাধ দর্শন করিলে অকৃত্রিম বন্ধু, উপদেশাদি দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত করণাশায় তাহাকে নির্জ্জনে নিজ-সমীপে পাইবার নিমিত্ত যেরূপ সুযোগ অনুসন্ধান করে,—সৎস্বভাবসম্পন্ন পরিচারক অনবধানতাপ্রযুক্ত প্রভুর অপচয়কর কোন কার্য্য করিয়া, ঐ বিষয় জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বকীয় অপরাধের মার্জ্জনা-প্রাপ্তির আশায়, তাঁহাকে নির্জ্জনে নিজ-সমীপে পাইবার নিমিত্ত যেরূপ সুযোগ অনুসন্ধান করে,—অথবা প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তি তাহার হিংসকের সমুচিত শাস্তি-বিধানাশায় তাহাকে নিজ-বশে পাইবার নিমিত্ত যেরূপ সুযোগ অনুসন্ধান করে,—অসীম-ধীশক্তি-সম্পন্ন রাজনন্দন জীবনকুমার শঙ্করীর রোদনদর্শনে উহার কারণ জিজ্ঞাসার আশায় তাহাকে নির্জ্জনে নিজ-সমীপে পাইবার নিমিত্ত এতাবৎকালপর্য্যন্ত সেইরূপ সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

এক্ষণে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সুযোগ লাভ করিয়া,

অর্থাৎ নিজ নির্জ্জন শয়নকক্ষমধ্যে একাকিনী শঙ্করীকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগতা দেখিয়া, জীবনকুমার অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সহসা তাহার রোদন-সম্বন্ধীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সন্তোষ-বিধান-নিমিত্ত প্রথমে অন্যবিষয়ক প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। শঙ্করীও সমুচিত উত্তর প্রদান না করিলে পাছে কুমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই ভাবিয়া যথাশক্তি যত্নসহকারে মনোভাব গোপনপূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাবসমূহের উত্তরপ্রদান করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, জীবনকুমার সবিনয়মধুরবচনে কহিলেন,—"শঙ্করি! আজ আমি বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিবার সময় দেখিলাম, যে, তুমি তোমার শয়নকক্ষে বসিয়া যেন কোন অসহনীয় শোকাবেগবশতঃ নীরবে রোদন করিতেছ। আমি উহার কারণ জানিবার আশায় গবাক্ষ-পার্শ্বে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অগত্যা সে স্থান হইতে মাতৃকক্ষে গমন করিলাম। যাহা হউক, তদবধি তোমার ঐরূপ রোদনের কারণ জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। অতএব বল, কোন দাসদাসী কি তোমার আজ্ঞার অবাধ্য হইয়াছে?—কিন্তু তাহা ত আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ, অকৃত্রিম স্নেহগুণে স্বয়ং রাজমহিষী পর্য্যন্ত যাহার বাধ্য, সামান্য দাসদাসী কি তাহার আদেশে অবহেলা করিতে পারে? তবে কি আমার মাতা অথবা পিতা, ক্রোধবশতঃ কোন বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতে না পারিয়া, সহসা তোমার প্রতি কোনপ্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন? কিন্তু ইহাতেও আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ আমি তাঁহাদিগকে কখনই এইরূপ ক্রোধের অধীন

হইতে দেখি নাই। তবে কি তোমার কোন প্রিয়জনের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তুমি এতাদৃশ ব্যথিত হইয়াছ? আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, ত্বরায় তোমার বিষাদের প্রকৃত কারণ বর্ণনপূর্ব্বক আমার কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তকে প্রকৃতিস্থ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আমার ক্ষমতার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়াও তোমার মনোবেদনার শান্তিবিধান করিব।"

শঙ্করী এতক্ষণ ধীরভাবে জীবনকুমারের সমস্ত বাক্যই আকর্ণন করিতেছিল, কিন্তু যখন—"তবে কি তোমার কোন প্রিয়জনের নিধন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তুমি এতাদৃশ ব্যথিত হইয়াছ?"—এই কথাটী শুনিতে পাইল, তখনই সে আর স্বীয় মনোগত ভাব গোপনে রাখিতে না পারিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে শিরে করাঘাতপূর্ব্বক শোক-বিজড়িত-স্বরে উন্মত্তার ন্যায় কহিল,—"মা অন্তর্যামিনি! আমার অন্তঃকরণের সমস্ত কামনাই ত তুমি জান! আমি কত যত্নে যে এই হতভাগ্যকে প্রতিপালন করিয়াছি তাহাও ত তুমি জান! মা ইচ্ছাময়ি! আমি শুনিয়াছি, তোমার ইচ্ছায় না হয়, জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই; সেই জন্য তোমার নিকট এই 'ভিক্ষা' করিতেছি যে, তুমি আমার প্রতি দয়া করিয়া এই অল্পায়ুঃ বালকের পরিবর্ত্তে আমাকেই গ্রহণ কর। আহা! ভাগ্যদোষে এই সুকুমার রাজকুমার যদি অসময়ে প্রাণত্যাগ করে, তবে না জানি এই পবিত্র রাজবংশের কি দশাই ঘটিবে, এবং রাজ্যেরই বা কি অবস্থা উপস্থিত হইবে! আহা! আমাকে যদি তখনও জীবিত থাকিতে হয়, তবে আমি কিরূপে ঐ সকল ব্যাপার দর্শন করিব!"—এইরূপ বলিতে বলিতে

শোকাবেগে শঙ্করীর কণ্ঠরোধ হইল; এবং সে অবিলম্বেই মূর্চ্ছিতা ও গৃহতলে নিপতিতা হইল।

রাজনন্দন জীবনকুমার সহসা এই অচিন্ত্যনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন ও আত্মজীবনের অভাবনীয় পরিণাম শ্রবণ করিয়া, একবারে হতবুদ্ধি হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ অনিমিষনয়নে স্তম্ভিত-ভাবে শঙ্করীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রখর-ধীশক্তি-বলে, অল্পকালমধ্যেই ঐরূপ নিশ্চেষ্টাবস্থা অতিক্রম করিয়া শঙ্করীর চৈতন্যসম্পাদনার্থ তাহার মস্তক ও মুখমণ্ডলে শীতল-সলিল-সিঞ্চন এবং তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ শুশ্রূষায় কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, শঙ্করী সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক সঙ্কুচিতভাবে জীবনকুমারের হস্ত হইতে তালবৃন্ত-গ্রহণানন্তর গৃহতলে রাখিয়া দিল। অনন্তর জীবনকুমার ধীরে ধীরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শঙ্করি! তুমি আমার কথা শুনিয়া সহসা উন্মত্তার ন্যায় নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে একবারে জ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছিলে কেন? আর তুমি যে সকল কথা বলিতেছিলে আমি তাহার প্রায় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অতএব যদি তুমি এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, তোমার এরূপ বিষাদের কারণ কি? রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তি কি কৌশলপূর্ব্বক আমাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে? যদি তাহা না হয়, তবে তুমি পরমেশ্বরের নিকট কাহার প্রাণ-ভিক্ষা করিতে-ছিলে?—শঙ্করি! তোমার এইরূপ ব্যাকুলতার কারণ কি, আমাকে শীঘ্র বল, নতুবা আমার মন কোনক্রমেই সুস্থির হইতেছে না।"

জীবনকুমারের এতাদৃশ আগ্রহাতিশয্য-দর্শনে শঙ্করী স্বীয় মনোগত বিষয় আর গুপ্তভাবে রাখিতে না পারিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অবনতবদনে কহিল,—"বৎস! বলিব কি, তোমাব্যতীত জগতে আমার এমন আর কোন প্রিয় পদার্থই নাই, যাহার অভাবে আমার অন্তঃকরণ ঈদৃশ ব্যাকুল হইতে পারে। কিন্তু জানি না, বিধাতা এই হতভাগিনীর কোন্ কর্ম্মদোষে অকালে তোমাসদৃশ দুর্লভরত্ন হইতে ইহাকে চিরবঞ্চিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আহা বৎস! তুমি যদি এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে তোমার মাতা পিতার, রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের, এবং এই হতভাগিনী শঙ্করীর, এতাদৃশ ক্লেশভোগ হইত না।" এইরূপ বলিতে বলিতে পুনর্ব্বার শঙ্করীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না; কেবল অবিরাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

জীবনকুমার শঙ্করীর বাক্যের শেষপর্য্যন্ত শুনিতে না পাওয়ায় অধিকতর কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন,—"শঙ্করি! করুণানিধান মঙ্গলবিধাতা ভগবানের বিধান কখনই অমঙ্গলজনক হইতে পারে না; আমার বোধ হয়, তুমি নিরর্থক চিন্তায় অভিভূত হইয়া তাঁহার মঙ্গলময় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়াই এইপ্রকার ব্যাকুল হইয়াছ। সে যাহাই হউক, এক্ষণে স্থিরভাবে তোমার মনোগত বক্তব্য আমার নিকট প্রকাশ কর।"

কুমারের প্রবল-ধীশক্তিসমুৎপন্ন এবম্প্রকার সান্ত্বনা-বচন-শ্রবণে শঙ্করী উচ্ছলিত-শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণপূর্ব্বক ধীরভাবে তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর ষষ্ঠ যামিনীর অদ্ভুত স্বপ্নযোগে পরিজ্ঞাত দৈববাণীর শেষাংশ (অর্থাৎ ঊনবিংশ বৎসর পূর্ণ হইবার পরদিবস

অরুণোদয়কালে তাঁহার মৃত্যু-বৃত্তান্ত) কোনক্রমে বর্ণনপূর্ব্বক কহিল,—"বৎস! ঐ 'কাল-দিবস' উপস্থিত হইবার আর তিনমাস মাত্র বিলম্ব আছে; এবং তোমার জীবনের শেষ দিবসের সেই শোচনীয় বিষয় সর্ব্বদা স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতেই আমার এইপ্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। জীবন! তোমার মাতাপিতার যে তুমিই একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ; তাঁহারা তোমার উপর কত আশাই সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। আহা! এই বিশাল-রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাই তোমাকে সিংহাসনাধিরূঢ় দর্শন করিবার নিমিত্ত নিয়তই কায়মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে! কিন্তু কেহই জানে না যে, অল্পদিন পরে এই রাজপুরী ও রাজ্যের কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিবে। মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি, আমার প্রাণপুত্তলি জীবনকুমারের জীবনান্ত হইবার পূর্ব্বেই তোমার শান্তিময় গর্ভে আশ্রয়গ্রহণ করি।" এই বলিয়া শঙ্করী পুনর্ব্বার বিচেতন হইয়া সেইস্থলে নিপতিতা হইল।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পরিণামদর্শী রাজনন্দন জীবনকুমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষিণী সত্যবাদিনী পরিচারিণী শঙ্করীর নিকট স্বকীয় দেহধারণকালের শেষ দিবসের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং কিয়ৎকাল ঐ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অচিন্ত্যনীয় নিয়মের মধ্যে তাঁহার অপরিসীম করুণা অনুভব করিতে লাগিলেন। অল্পকালমধ্যেই কি একপ্রকার অলৌকিক-চিন্তা-সমুত্থিত-ভাব-প্রতিভায় তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি কিয়ৎক্ষণ প্রশান্তভাবে নির্নিমেষনয়নে উপবিষ্ট রহিলেন।

অনন্তর সেই ভাব অন্তর্হিত হইলে, জীবনকুমার স্মিতবদনে

কহিলেন,—"আহা! সঙ্কুচিতহৃদয় মানব কি কখনও করুণানিধান বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র কৌশলের মর্ম্ম বুঝিতে পারে? আমার এই আসন্নদেহান্তরঘটনা হয় ত আমার, পরম মঙ্গলেরই কারণ, তজ্জন্য আমার মাতা পিতা এবং রাজ্যস্থ অসংখ্য নরনারীর ব্যথিত হইবার প্রয়োজন কি? যাহাই হউক, বিধাতার বিধান কখনই অমঙ্গলজনক হইতে পারে না।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলবেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া বিশাল বক্ষঃপ্রদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। তখন রাজকুমার ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদবচনে কহিলেন,—"ভগবন্! আমার দেহপাত হউক তাহাতে অণুমাত্রও আক্ষেপ নাই, কিন্তু হে অনন্তশক্তে! তুমি আমাকে এই শক্তি দাও, যদ্দ্বারা আমার দেহাবসানের শেষক্ষণপর্য্যন্ত সজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া মৃত্যুর প্রত্যেক ঘটনা জানিতে পারি।" যখন রাজনন্দন ভগবৎসমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তদীয় প্রসন্ন বদনমণ্ডলে বিষাদসূচক কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই।

ইতিমধ্যে শঙ্করীর সংজ্ঞালাভ হওয়ায় সে রাজপুত্রের প্রায় সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত গাত্রো-থান অথবা বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারে নাই। যাহা হউক, সে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুমারকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যথাশক্তি শোকসংবরণ করিয়া দৃঢ়তাসহকারে ধীরে ধীরে কহিল,—"বৎস জীবনকুমার! তুমি জীবনের প্রতি একবারে হতাশ হইও না। দৈবনির্ব্বন্ধ খণ্ডন করা যদিও মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি আমি অনেকেরই মুখে

শুনিয়াছি; কাতরভাবে দেবতার নিকট 'ভিক্ষা' করিলে, অর্থাৎ দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-সাধন করিলে, অনেক সময় দেবানুকম্পায় আসন্ন সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। দেবতার আদেশ প্রতিপালনের নিমিত্ত আমি এই দৈববাণী এতাবৎকাল কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার আর বিশেষ বিলম্ব না থাকায়, এবং তোমার আগ্রহাতিশয্য-নিবন্ধন অদ্য সেই ঘটনার বিবরণ তোমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি। এই বিষয় যখন ব্যক্ত হইয়াছে, তখন আর গুপ্তভাবে রাখিবার প্রয়োজন নাই; বরং কল্য প্রাতেই রাজা ও রাজ্ঞীকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন-পূর্ব্বক যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয় তদুপযুক্ত যাগযজ্ঞাদিক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে বলিব। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্যাকুল ও ভগ্নহৃদয় হইবেন বটে, কিন্তু ইহার প্রতি-বিধানার্থ অচিরাৎ ঐকান্তিক যত্ন করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বৎস! তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া, যদি এই দুষ্প্রতি-বিধেয় দৈবনির্ব্বন্ধের বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা দ্বারা নিতান্ত অধীর ও ভগ্নোদ্যম হও, তাহা হইলে আর সকলের কিরূপ অবস্থা ঘটিবে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! "যাহা ঘটিবার তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে" ইহা ভাবিয়া বীতচেষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; বিষয় যতই অসাধ্য হউক না কেন, যতক্ষণ চেষ্টা করা যায় ততক্ষণ সফলকাম হইবার আশাও থাকে। বিশেষতঃ এখনও যখন এই ঘটনা উপস্থিত হইবার তিন মাস বিলম্ব রহিয়াছে, তখন চেষ্টা দ্বারা যে মনোরথ সফল হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? অতএব বৎস! তুমি এই দুশ্চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক

আপাততঃ নিশ্চিন্তমনে আপনার শয্যায় শয়ন কর; তোমার আতঙ্কনিবৃত্তির নিমিত্ত আমিও অদ্য এই গৃহতলে যামিনী-যাপন করিতেছি।"

শঙ্করীর এতাদৃশ স্নেহপরিপূর্ণ প্রবোধবচন শ্রবণ করিয়া জীবনকুমার কিয়ৎক্ষণ প্রশান্তভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; অনন্তর ধীরমধুরবচনে কহিলেন,—"শঙ্করি! তুমি আমার সংসার-পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর অতীব অনুরাগের পাত্রী, সুতরাং আমারও পরম পূজনীয়া; এতদ্ব্যতীত তোমার অকৃত্রিম স্নেহ-পাশ-সম্বদ্ধ হইয়া আমি তোমাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিয়া থাকি; সুতরাং তোমার নিকট গোপনে রাখিবার আমার কোন বিষয়ই নাই। আমি তোমার সমক্ষে অকপটচিত্তে কহিতেছি যে, মৃত্যুর আশঙ্কায় আমি অণুমাত্রও ক্ষুব্ধ হই নাই। কিন্তু আমার 'মৃত্যু হইবে এইমাত্র জানিয়াই, যখন তুমি এরূপ অধীরা হইয়াছ, তখন আমার মৃত্যু ঘটিলে না জানি তোমরা সকলে আরও কতই ব্যথিত হইবে'—এই ভাবিয়াই আমি এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছি। সে যাহা হউক, আমার আতঙ্ক-নিবৃত্তির নিমিত্ত আর তোমাকে এই গৃহতলে শয়ন করিতে হইবে না; তুমি আপনার শয়নকক্ষে গিয়া শয়ন কর।"

শঙ্করী জীবনকুমারের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারায় তাঁহাকে তদীয় শয্যায় শয়ন করাইয়া বহির্দ্দেশ হইতে শয়ন কক্ষের দ্বার আকর্ষণপূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া শয়নার্থ প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নশ্বর-বিষয়-বিরাগী পরমার্থানুসন্ধায়ী ব্যক্তি, স্বকীয় অভীষ্ট-সাধন-নিমিত্ত জনকোলাহলপরিশূন্য যামিনীতে প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট থাকিলেও, নিদ্রা যেমন তাঁহার প্রতি আপনার অধিকার স্থাপন করিতে পারে না,—অথবা সংসার-নিবাসের একমাত্র আশা বা অবলম্বন স্বরূপ গুণবান্ পুত্র-রত্ন কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে পুত্র-বৎসলা মাতা স্বতন্ত্র গৃহস্থিত সুকোমল পরিচ্ছন্ন শয্যায় শয়ন, এবং বহুরাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেও, নিদ্রা যেমন তাঁহার প্রতি আপনার অধিকার স্থাপন করিতে পারে না,—সেইরূপ রাজনন্দন জীবনকুমার এবং পরিচারিণী শঙ্করী, নিদ্রাজনিত বিরাম-লাভ-নিমিত্ত স্ব স্ব শয়নমন্দিরে শয়ন করিলেও, অসহনীয় চিন্তার প্রভাবে নিদ্রা তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও প্রতি আপনার অধিকার স্থাপন করিতে পারিল না। অপ্রতিহত চিন্তা-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অল্পকালমধ্যেই যেন তাঁহাদের সেই বিষাদময়ী নিশার অবসান হইল।

প্রাতঃসমীরণ কুমারের মনঃক্লেশ-শান্তির নিমিত্তই যেন শান্তি-বিধায়িনী উষাসুন্দরীর আগমনসংবাদ জ্ঞাপনচ্ছলে মৃদুমন্দ গমনে তদীয় শয়নকক্ষমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ দ্বারা তাঁহার চিন্তা-নিমীলিত লোচনদ্বয়কে উন্মীলিত করিল; এবং তিনিও যেন সেই ইঙ্গিতেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বালার্ক-পরিচ্ছদ-পরিবৃতা কমনীয়-কান্তিবিশিষ্টা সন্তাপসংহারিণী উষাকে দর্শন করিবার

মানসে নিজ-শয্যার পূর্ব্বপার্শ্বস্থিত গবাক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। উষার মানসমোহিনী মূর্ত্তি দর্শনমাত্র কুমারের অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইল বটে, কিন্তু অত্যল্পকালপরেই, পূর্ব্বরাত্রির সেই ভয়ঙ্করী চিন্তা আসিয়া রাক্ষসীর ন্যায় তাঁহার অন্তরসমাগতা শান্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল; সুতরাং রাজকুমার পূর্ব্ববৎ সেই স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াও আর উষার সেই মনোরম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন না। সংসার আবার তাঁহার চক্ষে বিষাদ-তিমির-পরিপূর্ণ ও বিকৃত-ভাবাপন্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রমণীয় সুস্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ তাঁহার পক্ষে নিদাঘকালীন মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসন্তাপিত বায়ুর ন্যায় বোধ হইয়া জ্বালা প্রদান করিতে লাগিল; সুগায়ক কোকিলকুলের মনোবিমুগ্ধকর 'কুহু' ধ্বনি, তাঁহার শ্রবণে অসহনীয়-যন্ত্রণা-নিপীড়িত সুকুমার শিশুর কাতরকণ্ঠবিনিঃসৃত চীৎকারধ্বনির ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া বেদনা প্রদান করিতে লাগিল; সম্মুখস্থিত প্রিয়দর্শন বকুলতরুর অজস্র প্রসূনসম্পাত, তাঁহার অন্তরে তদীয় অশুভসংবাদ শ্রবণে শোকার্ত্ত সমবয়স্ক প্রিয়জনের নীরব অশ্রুবিসর্জ্জনের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল; মকরন্দপানানন্দিত ভ্রমণশীল ভ্রমরীবৃন্দের মধুময় গুন্ গুন্ ধ্বনি, তাঁহার কর্ণে তদীয় চিরবিরহাশঙ্কায়, পুরবাসিনী অঙ্গনাগণের, রোদন-নিনাদের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। ফলতঃ অল্পকালমধ্যেই তাঁহার পক্ষে সমগ্র জগৎ নিতান্ত অশান্তিময় হইয়া উঠিল। তাঁহার অপরিসীম ধীশক্তি ও অসামান্য প্রশান্ত প্রকৃতি, শান্তিসংহারিণী দুশ্চিন্তার বশবর্ত্তিনী হওয়ায় বিকৃত হইবার উপক্রম হইল; তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পরিচারিণী শঙ্করী সমস্ত যামিনী অশান্তিজনিত অনিদ্রা কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা হইয়া প্রত্যুষেই শয়ন পরিহারপূর্ব্বক কিরূপে রাজমহিষী মঙ্গলবতীকে জীবনকুমার-সম্বন্ধীয় নিদারুণ সংবাদ জ্ঞাপন করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। কখন ভাবিল, উহা অগ্রে রাজ্ঞীকে না জানাইয়া প্রথমতঃ রাজাকেই জানাইবে, তাহা হইলে সহসা ঘোর অনর্থ সংঘটিত হইবার অল্প সম্ভাবনা। কিন্তু এ সঙ্কল্প তাহার মনস্তুষ্টিকর হইল না। তখন সে, অমিত-ধীশক্তিসম্পন্ন ও সদুপায়চিন্তাপরায়ণ প্রধান রাজমন্ত্রী গুণনিধান-সকাশে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই রাজপ্রাসাদ-সন্নিহিত মন্ত্রী-ভবনে স্বয়ং গমন করিল। মন্ত্রীর তোরণরক্ষকগণ সকলেই শঙ্করীকে চিনিত; সুতরাং উপযুক্ত সময় না হইলেও, কেহই তাহার প্রবেশে কোনরূপ আপত্তি করিল না। শঙ্করীও অন্য কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একবারেই মন্ত্রীর শয়নমণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

অন্তঃপুর-প্রবেশ-সময়ে মন্ত্রিপত্নী প্রভৃতি অনেকেই শঙ্করীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার তৎকালীন ভাব-দর্শনে কেহই তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন নাই। কেবল একজন পরিচারিণী তাহাকে মন্ত্রিমণ্ডপাভিমুখগামিনী দেখিয়া, "তিনি এখনও গাত্রোত্থান করেন নাই" এই কথাটী মাত্র বলিয়াছিল।

কর্ত্তব্যপরায়ণ সত্যানুরাগী ভগবন্নিষ্ঠ মন্ত্রিবর গুণনিধান প্রত্যুষেই শয্যাপরিহারপূর্ব্বক স্নান ও প্রাতরাহ্নিকক্রিয়া সম্পন্ন করেন, শঙ্করী পূর্ব্ব হইতেই ইহা অবগত ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে পরিচারিকার এই কথায় তাহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিল। তথাপি সে

অপ্রতিহত গতিতে মন্ত্রীর শয়ন-কক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, বাস্তবিক তখনও তাঁহার গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। তখন সে অধিক-তর সন্দিগ্ধচিত্তে গবাক্ষদ্বারে গিয়া দেখিল, মন্ত্রী অন্যমনস্কভাবে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, যেন কোন দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়াও, শঙ্করী শীঘ্রই তাঁহাকে নিজের আগমনের কারণ জানাইবার নিমিত্ত অবিচলিতভাবে গবাক্ষসমীপে দণ্ডায়মান রহিল।

ক্ষণকাল পরে মন্ত্রী গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টিপাত করিয়াই বিষণ্ণবদনা শঙ্করীর অভাবনীয় আগমন দর্শনে বিস্মিত হইলেন; এবং যত্নসহকারে নিজের মনোগত ভাব কথঞ্চিৎ গোপনপূর্ব্বক অপেক্ষা-কৃত প্রসন্নভাবে কহিলেন,—"মা শঙ্করি! তুমি কি নিমিত্ত এত প্রত্যূষে এখানে আসিয়াছ? এবং গবাক্ষদ্বারেই বা এরূপে দাঁড়াইয়া আছ কেন? বিশেষতঃ তোমার চিরপ্রসন্ন বদনমণ্ডল প্রাতঃশশাঙ্ক-সদৃশ হীনপ্রভ ও বিষাদপূর্ণ হইবারই বা কারণ কি?" শঙ্করী সচিব-বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া সজলনয়নে কহিল,—"মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রে দ্বার উন্মোচন করুন, অনন্তর সমস্ত বিষয় আপনাকে নিবেদন করিব।"

সচিববর এতক্ষণ শঙ্করীর বক্তব্য বিষয়কে সামান্য বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার অবিরল-বিনিঃসৃত অশ্রুধারা-বাহী লোচনযুগল দর্শন, ও বাষ্পগদ্গদ বচন শ্রবণে সহসা উহার বক্তব্যের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বিস্মিতভাবে অবিলম্বেই গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; শঙ্করীও অচিরাৎ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মন্ত্রী প্রাতঃসময়ে শঙ্করীর আগমন ও তাহার বিমর্ষ ভাব-

দর্শন করিয়াই, রাজপরিবারমধ্যে কোন অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন; এক্ষণে উহাকে বিগতচেতনা দেখিয়া তাঁহার সেই অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হইল। কিন্তু তিনি স্বকীয় অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বিশেষ চঞ্চল না হইয়া শঙ্করীর মূর্চ্ছাপনোদন-নিমিত্ত স্বয়ংই তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অল্প প্রযত্নেই শঙ্করীর চৈতন্যোদয় হওয়ায় সে সঙ্কুচিতভাবে গাত্রোত্থান ও অবগুণ্ঠন আকর্ষণপূর্ব্বক উপবেশন করিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থানপূর্ব্বক ধীরে ধীরে জীবনকুমার-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাও আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। পরে বিঘ্নবিনাশ দেবতাগণের প্রীতিসম্পাদন-নিমিত্ত তাহাদের পূর্ব্বরাত্রি-সঙ্কল্পিত যজ্ঞহোমাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিল।

এই অভাবনীয় বিপদের সংবাদ শ্রবণে মন্ত্রিবর গুণনিধান নিতান্ত ব্যথিত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সংযত থাকা-প্রযুক্ত ইহাতে একবারে বিহ্বল হইলেন না। তথাপি কিয়ৎক্ষণ মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় অবিচলিতভাবে উপবিষ্ট থাকিবার পর একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন;— "দেখ শঙ্করি! বিগত যামিনীতে মুহূর্ত্তকালের জন্যও আমার নিদ্রা হয় নাই; কি যেন এক অসহনীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়া সমস্ত রাত্রি আমার অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিয়াছে। যখনই ঐ প্রকার অশান্তির কারণ চিন্তা করিয়াছি, তখনই যেন প্রাণাধিক জীবন-কুমারের কোন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-ঘটনা এবং তজ্জন্য রাজপুরী ও রাজ্যের শ্রীভ্রষ্টতা অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু রাত্রির শেষভাগে অধিকতর চিন্তাকুলতাপ্রযুক্তই হউক, অথবা তন্দ্রাবেশবশতঃই

হউক, আমি শুনিতে পাইলাম, কে যেন অলক্ষিতভাবে থাকিয়া আমাকে কহিলেন,—"গুণনিধান! তুমি চিন্তিত হইও না, বিধাতার বিধান কখনই অন্যথা হইবার নহে। নিশ্চয় জানিও, ইহার পরিণাম অতীব আনন্দজনক হইবে। তুমি যদি এখন হইতে এত কাতর হও, তাহা হইলে মহান্ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। ফলতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে বিপদ্ যতই গুরুতর বলিয়া বোধ হউক না কেন, তুমি অবিচলিতভাবে কার্য্য-সাধন ও সকলকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবান্ থাকিও।"

এই অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণের পর তুমি আমাকে যে ভাবে দেখিয়াছিলে, আমি ঐ ভাবে শয্যার উপরিভাগে উপবিষ্ট ছিলাম। যাহা হউক, আমারও বিবেচনায় এবিষয় আর গোপনে না রাখিয়া অদ্যই রাজা ও রাজ্ঞীর কর্ণগোচর করা উচিত; এবং তুমি যজ্ঞাদি দৈবক্রিয়াবিষয়ক যে সঙ্কল্প করিয়াছ, যাহাতে শীঘ্রই উহা আরম্ভ হয়, তদ্বিষয়ের চেষ্টাও কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে।" এই বলিয়া মন্ত্রী শঙ্করীকে বিদায় করিয়া অল্পকাল-মধ্যেই প্রাতরাহ্নিকাদি সম্পাদনানন্তর রাজসভায় যাত্রা করিলেন।

অল্পকালমধ্যেই এই শোকাবহ সংবাদ রাজা, রাজমহিষী ও রাজপুরবাসিগণের শ্রবণগোচর হওয়ায় প্রায় সকলেই একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে রাজপুরী শোকসূচক হাহাকাররবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দয়ার্দ্রচিত্ত সমদর্শী রাজনন্দন জীবনকুমারের অকালমৃত্যু-সংবাদে রাজা ও রাজমহিষীর হৃদয় যেমন আহত হইয়াছিল, রাজপুরস্থিত এমন প্রায় কোন ব্যক্তিই ছিল না যাহার হৃদয় অবিকল ঐরূপ মর্ম্মাহত হয় নাই।

কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, প্রধান মন্ত্রীর প্রভূত যত্ন ও উৎসাহবাক্যে—"যজ্ঞাদি দ্বারা দেব-প্রীতিসাধনরূপ প্রতিবিধান-চেষ্টা না করিয়া একবারেই হতাশ্বাস হইয়া রোদন করিবার আর সময় নাই"—সকলেরই হৃদয়ে এই ভাব বদ্ধমূল হওয়ায় রাজা রাজমহিষী এবং সভাসদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই অপেক্ষাকৃত শান্তভাবাপন্ন হইলেন। অনতিবিলম্বেই রাজা এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের মতানুসারে কুলগুরু ও কুলপুরোহিতগণ রাজসভায় আহূত হইলেন। তাঁহারা আসনপরিগ্রহ করিলে পর মহারাজ বিশ্ববন্ধু তাঁহাদিগকে সজলনয়নে আত্মজের আসন্ন অকালমৃত্যুবার্ত্তা-জ্ঞাপনপূর্ব্বক দেবগণের প্রীতিসাধনার্থ মন্ত্রীর সঙ্কল্পিত যজ্ঞানুষ্ঠান-বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিষয়বিরাগী অন্তর্দ্দর্শী ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ গুরুদেব রাজাকে এতাদৃশ ব্যাকুল দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে চিন্তা-নিমগ্ন রহিলেন; অনন্তর সস্নেহমধুরবচনে কহিলেন,—"মহারাজ! নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতা দ্বারা আমার এইমাত্র বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বসদ্‌গুণাধার যুবরাজ জীবনকুমার লোকহিতের জন্যই ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং তিনি জগতে দীর্ঘজীবন ও অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিবেন। অথচ পরিচারিণী শঙ্করী যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছে তাহাও আমার অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে না; সুতরাং যজ্ঞাদি ক্রিয়াসাধন দ্বারা দেবগণের অনুকম্পাতেই যে তিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এই শুভকার্য্যে আর বিলম্ব না করিয়া আগামী কল্য শুক্লাষ্টমী তিথির একপ্রহরান্তে মাসত্রয়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করুন। কোন চিন্তা নাই, মঙ্গলবিধাতা

ভগবানের অনুকম্পায় নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।" এই বলিয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

তপঃপরায়ণ তেজঃপুঞ্জকলেবর গুরুদেবের এই সদুপদেশ শ্রবণে রাজা, মন্ত্রী এবং সভাসদ্বর্গ সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই অন্তঃপুরে এই শুভসংবাদ প্রেরিত হইলে রাজমহিষী মঙ্গলবতী এবং পুরনারীবৃন্দ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। বিশেষতঃ শঙ্করীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। রাজভবন দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠানের পরই বিষাদ-তিমিরাবরণ পরিহারপূর্ব্বক সমুজ্জ্বল আনন্দ-প্রতিভায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল। ভাবিলে বোধ হয়, যেন শারদীয় খণ্ডজলধরাবৃত-শশাঙ্কের আকস্মিক অদর্শনজনিত বিষাদে মলিনবদনা পূর্ণিমানিশা, তদীয় অপসৃতির পর আবার হাসিয়া উঠিল।

সপ্তম অধ্যায়।

মনোমোহন সঙ্গীতধ্বনি যেমন পতিবিয়োগবিধুরা পতিব্রতার অন্তরনিহিত অসহনীয় শোকানলকেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়,—অকৃত্রিম বন্ধুর অপ্রত্যাশিত দর্শন যেমন দারুণ-বেদনা-প্রপীড়িত মৃতকল্প রোগীর অসহ্য যাতনাকেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়,—অথবা অদূরে জলাশয়ের অবস্থিতি-সংবাদ যেমন নিদাঘ-বিশুষ্ক-কণ্ঠ পথিকের দুঃসহ পিপাসাকেও কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়,—সেইরূপ, গুরুদেব-কর্ত্তৃক জীবনকুমারের দীর্ঘজীবনলাভ-

বিষয়ক আশ্বাস-বচন, রাজা, রাজমহিষী, রাজপুরনিবাসিব্যক্তিগণ, এবং অন্যান্য শ্রোতৃমাত্রেরই প্রজ্বলিত শোক-হুতাশনকে প্রশমিত করণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞায়োজনের নিমিত্ত অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময় সকলে এরূপ ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন যে, যদি ঐরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় একদিবসের মধ্যে ঐপ্রকার সুবৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন কোনক্রমেই সুসম্পন্ন হইতে পারিত না।

সকলেই পরিশ্রান্ত হইলে বিশ্রাম করে, কিন্তু কালের গতির আর বিরাম নাই। সে জগন্নিয়ন্তার অচিন্ত্যনীয় নিয়মানুসারে আপনার অসীম চক্র-পরিধিতে ঘুরিতে ঘুরিতে সূক্ষ্ম অণুপলাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দণ্ড প্রহর দিবসাদি ভাব ধারণপূর্ব্বক অবশেষে যামিনীরও চরমাবস্থায় উপস্থিত হইল। প্রকৃতি মানস-মোহন উষা-বেশ পরিধানপূর্ব্বক আবার হাসিয়া উঠিলেন,—সমীরণ প্রাতঃকালীন রমণীয়তা ধারণপূর্ব্বক আবার সঞ্চরণ করিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে দিবাকর নূতন দিবসের কার্য্য-সাধন-মানসে, রক্তিমবেশে পূর্ব্বাচলে সমুদিত হইলেন; আবার জীবসমাজের কার্য্যারম্ভ হইল।—অদ্য শান্তিনিবাস-রাজভবন-নিবাসিগণ সকলেই যুবরাজ জীবনকুমারের দীর্ঘজীবন-লাভসঙ্কল্পে যজ্ঞারম্ভের নিমিত্ত অতীব ব্যস্ততাসহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য নিবিষ্টচিত্তে সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্যোদয়ের পরক্ষণেই শান্তিনিবাস-রাজভবন অভিনব ভাবে শোভিত হইয়া উঠিল। রাজতোরণসকল সুগন্ধি কুসুমমালায় ও পরিপূর্ণ হেমকুম্ভে সুসজ্জিত হইল। সভামণ্ডপ নানা দিগ্‌দেশীয় নিমন্ত্রিত রাজগণের অবস্থান-নিমিত্ত বিবিধ বহুমূল্য সিংহাসনে

সুসজ্জিত হইল। কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণ রাজা ও রাজ্ঞীর প্রদত্ত যথোপযুক্ত নব নব পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে নিজ নিজ কার্য্যসাধনে তৎপর হইল। বিশেষতঃ যজ্ঞস্থলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য-দর্শনে দর্শকবর্গের অন্তঃকরণে যে কি চমৎকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা দ্বারা অন্য কাহারও অন্তঃকরণে প্রতিফলিত করিতে পারা যায় না। তথাপি যথাসাধ্য এইরূপ বলিতে পারা যায় যে, সেই বিশাল যজ্ঞক্ষেত্র মণিমুক্তাদি-খচিত চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। উহার পুরোভাগে মণ্ডলাকারে বিন্যস্ত সপ্ত যজ্ঞবেদিকা; অবশিষ্ট সমুদয় স্থানের প্রথম ভাগে দর্শক ব্রাহ্মণগণের, দ্বিতীয় ভাগে রাজগণের, তৃতীয় ভাগে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের, এবং চতুর্থ ভাগে সাধারণ ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বিচিত্র আসনাদি পরিশোভিত সভা। যজ্ঞবেদিকামণ্ডলীর এক পার্শ্বেই দানের নিমিত্ত, হয়, হস্তী, গাভী প্রভৃতি শস্য-তৃণাদি-ভোজনপরায়ণ বহুসংখ্যক প্রাণী সম্বদ্ধ রহিয়াছে;—এবং অপর পার্শ্বের কোন স্থলে নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বহুমূল্য রত্ন, সুবর্ণরজতাদি-নির্ম্মিত মুদ্রা, এবং বিবিধ অলঙ্কারাদি স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে,—কোন স্থলে বহুমূল্য বস্ত্রাদি হইতে খট্বা উপাধানাদি পর্য্যন্ত নানাবিধ পদার্থ প্রচুররূপে সুসজ্জিত রহিয়াছে,—এবং কোন স্থলে বা সুবর্ণ-রজত-তাম্র-কাংস্য-পিত্তলাদি-নির্ম্মিত রাশি রাশি সুগঠন তৈজস-সমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন শান্তিনিবাস-যজ্ঞক্ষেত্রে দানের নিমিত্ত অমরনিবাস হইতে কুবেরভাণ্ডার আনীত হইয়াছে। উদারহৃদয় অভিমানপরিশূন্য মহারাজ বিশ্ববন্ধু স্বয়ং এই সভাস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া আত্মজ জীবনকুমারের দীর্ঘজীবন-

লাভার্থ আশীর্ব্বাদ-ভিক্ষার নিমিত্ত দীনভাবে সকলকেই সমভাবে আবাহন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বারবেলাজনিত অশুভক্ষণ এক প্রহর-কাল অতীত হইল। ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞারম্ভ-কালসমুপস্থিতি-সংবাদ ঘোষণা করিলেন। তোরণসমূহ-সন্নিবিষ্ট নহবৎসকল সুমধুরভাবে বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর ঢক্কাদির মঙ্গল বাদ্যধ্বনিতে যজ্ঞস্থল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞক্রিয়া-নিযুক্ত কৃতসংযম পূজক, ধারক, পাঠক, শ্রোতা, হোতা, সদস্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ লোহিত পট্টবসন পরিধানপূর্ব্বক বেদিকার উপরিভাগস্থিত স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে পর, সুদৃশ্য ময়ূরকণ্ঠবর্ণ কৌশেয়বসনপরিহিত চারুচন্দনচর্চ্চিত, বিবিধ রত্নাভরণ-বিভূষিত সর্ব্বজন-প্রিয়দর্শন যুবরাজ জীবনকুমার যজ্ঞস্থলে আগমন-পূর্ব্বক, অবনতশীর্ষ হইয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পূজ্যজনগণের চরণ-বন্দনানন্তর বেদিকাস্থিত নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; সঙ্কল্পানন্তর যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

এইরূপ সাত্ত্বিকভাবে স্বস্ত্যয়ন, আহূত অনাহূত ব্যক্তিগণের পরিচারণ এবং মুক্তহস্তে অর্থিজনের প্রার্থনাপূরণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মহা সমারোহে সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল। বহুদূর-প্রদেশ হইতে প্রতিনিয়ত অগণ্য গণ্য মান্য ও সামান্য লোকের সমাগম, সৎকার ও বিদায় হইতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন শান্তিনিবাস সাম্রাজ্য দুঃখ-তাপপরিশূন্য প্রকৃত শান্তিনিবাসই হইয়া উঠিয়াছে। যাহারই মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই যেন সদানন্দে উৎফুল্ল রহিয়াছে। প্রীতিপূর্ণহৃদয় মহারাজ বিশ্ববন্ধুর অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক ভক্তি উপহারে, বিষয়-

বিরাগী ব্রহ্মপরায়ণ উদাসীন-হৃদয় আনন্দে পূর্ণ,—বহুমূল্য দ্রব্যজাত উপহারে, সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণ-হৃদয় আনন্দে পূর্ণ,—আন্তরিক শ্রদ্ধা উপহারে, বয়োজ্যেষ্ঠ করদ রাজসমাজ আনন্দে পূর্ণ,—সাদর সম্ভাষণ উপহারে বয়ঃকনিষ্ঠ রাজসমূহ ও আত্মীয়স্বজন-হৃদয় আনন্দে পূর্ণ,—এবং প্রার্থনানুযায়ী ভোজ্য, ভোগ্য ও শরীর-শোভন বহুমূল্য বসন ভুষণাদি উপহারে, অন্ধ, খঞ্জ, মূক, কাণ, বধির প্রভৃতি সকল লোকেরই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সে সময় মহারাজ বিশ্ববন্ধু এবং রাজমহিষী মঙ্গলবতীর অসাধারণ দয়া ও অলৌকিক সৌজন্যে, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মুখে রাজা ও রাজ্ঞীর যশোগান এবং ঈশ্বরসমীপে রাজনন্দন জীবনকুমারের দীর্ঘজীবন-প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই শ্রবণগোচর হইত না।

সাধু, উদাসীন, রাজা, প্রজা, ধনবান্, দরিদ্র, আহূত, অতিথি প্রভৃতি সকলেরই আশীর্ব্বাদে রাজা রাজ্ঞী এবং পরিচারিণী শঙ্করীর ব্যথিত অন্তঃকরণ জীবনকুমারের দীর্ঘজীবন-লাভ-বিষয়ে প্রচুরপরিমাণে আশ্বাসিত ও উল্লসিত হইয়াছিল। কিন্তু বিভীষিকা-ময়ী আসন্নমৃত্যুচিন্তা রাক্ষসীরূপে প্রতি দিন সংসারের আশা ভরসা ও সুখ স্বচ্ছন্দ গ্রাস করায়, জীবনকুমারের হৃদয় ক্রমশঃ বিষাদে পূর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহার সুস্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময় দেহ মলিন, এবং শশাঙ্কসন্নিভ বদন ক্রমশঃ প্রতিভাশূন্য হইয়া আসিল। ভোগস্পৃহা, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়, স্বজন এবং অবশেষে বিশ্ব-সংসারস্থ সমস্ত বস্তুই মায়াময় বা নশ্বর বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সুতরাং জনকোলাহলপূর্ণ স্থান তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি শান্তির আশায়, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত প্রায় সর্ব্বদাই আপনার নিভৃত শয়নকক্ষে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত কেবল শঙ্করীই তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত। তাঁহার এই প্রকার নিভৃত-নিবাসে সকলেই এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, জীবনকুমার হয় ত নিজ-জীবন-রক্ষার নিমিত্ত নির্জ্জনে কোন দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে, এবং তাঁহার অন্তঃকরণের শান্তিভঙ্গ-ভয়ে তাঁহার ঐরূপ অবস্থিতির বিঘ্নোৎপাদন করিতে সাহস করেন নাই। উত্তরোত্তর জীবন-কুমারের ঔদাসীন্য-ব্যঞ্জক অবস্থান্তর-দর্শনে যদিও শঙ্করীর বিশ্বাস সাধারণের উক্তরূপ বিশ্বাসের ন্যায় সুদৃঢ় ছিল না, তথাপি রাজা ও রাজ্ঞী এই সংবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইলে পাছে দেব-প্রীতি-সাধনার্থ-যজ্ঞের কোন প্রকার বিঘ্ন হয়, এই ভয়ে ইহা সে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করে নাই।

যাহা হউক, জীবনকুমার ক্রমশঃ অশন বসন এবং দৃশ্য শ্রব্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয়েই কি যেন একপ্রকার দুর্ব্বিষহ জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। ষড়রস-সমন্বিত রাজভোগ বিষময় জ্ঞান হওয়ায় তিনি আর উহা আস্বাদন করিতে সাহসী না হইয়া, গুপ্তভাবে দূরে নিক্ষেপণপূর্ব্বক অনশনেই দিনযাপন করিতে লাগিলেন;—শিরীষকুসুমসন্নিভ সুকোমল পরিচ্ছন্ন শয্যা কণ্টকসমাকীর্ণ জ্ঞান হওয়ায় উহা পরিহারপূর্ব্বক গুপ্তভাবে ধরাশয়নেই যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন;—অগুরু, কস্তুরিকা প্রভৃতি মনোরম সুগন্ধসমূহের পরিবর্ত্তে ধূলিরাশিই তাঁহার দিব্যদেহে অভিনব শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। তৃপ্তির আশায় তিনি বাহ্যেন্দ্রিয়সকলকে নানাবিধ কার্য্যে, এবং

অন্তরেন্দ্রিয়সকলকে নানাবিধ চিন্তায়, নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল না। ক্রমশঃ সমগ্র জগৎ তাঁহার চক্ষে বিষাদ-কালিমা-সংলিপ্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। তিনি মনে মনে সংসারের সকল বিষয়েই সম্যক্‌প্রকারে উদাসীন হইলেন। কিন্তু তাঁহার জন্য পাছে তদীয় মাতাপিতাদি গুরুজনবর্গের এবং মাতৃসমা নিরন্তর-পরিচারিণী শঙ্করীর মনোবেদনা জন্মে, এই আশঙ্কায় তিনি অসাধারণধীশক্তিবলে আন্তরিক ভাবকে এমন প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন যে, উহাঁরা কেহই তাহা বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই।

দেখিতে দেখিতে কাল, রাজপুরী ও রাজ্যবাসিগণকে যজ্ঞ-মহোৎসব-জনিত আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়া, এবং রাজনন্দন জীবন-কুমারকে আসন্নমৃত্যুচিন্তার করাল কবলে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার চক্রাবর্ত্তে ঘূরিতে ঘূরিতে দ্বিতীয় মাসের শেষ সীমায় উপস্থিত হইল। অনন্তর তৃতীয় মাসের পঞ্চবিংশ দিবস কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-যামিনীতে জীবন-কুমার শয়নকক্ষমধ্যে অকূল চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার অন্তঃকরণে এই ভাব উদিত হইল,—"আর পঞ্চ দিবস পরে আমাকে যখন নিশ্চয়ই ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখন আর এই ভঙ্গপ্রবণ সংসার-পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, জীবনের এই স্বল্প অবশিষ্টকাল পতিতোদ্ধারিণী ভাগীরথী-তীরে অবস্থানপূর্ব্বক নিত্যশান্তি-বিধাতা ভগবানের আরাধনায় নিরত থাকাই এক্ষণে আমার মুখ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই কার্য্য-সাধনার্থ গুপ্তভাবে গৃহত্যাগ করিলে আপাততঃ মাতাপিতা ও প্রিয়পরিজনের মনোবেদনা সঙ্ঘটিত হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কৃতান্তসম ষষ্ঠ দিবসে আমার মৃতদেহ-দর্শনজনিত

শোক অপেক্ষা এই ঘটনা অনেক অল্পবিষাদজনক হইবার সম্ভাবনা। বরং আমি দেশান্তরিত হইলে উহাঁরা আমার মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারিয়া আমার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় কিয়ৎপরিমাণে আশ্বাসিতও থাকিতে পারেন। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এই জনতাপরিশূন্য নিশীথ-সময়ে গৃহপরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থান করাই সুবিধাজনক ও যুক্তিসঙ্গত।"

এই সঙ্কল্প স্থির হইলে জীবনকুমারের অন্তঃকরণে যুগপৎ আনন্দ ও সাহস আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি নিজ-সঙ্কল্পিত বিষয় বিধাতারও অভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে ধীরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্গদবচনে কহিলেন,—"হে অন্তর্যামিপরমপুরুষ! অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আমি তোমার নিত্যমঙ্গলময় উদ্দেশ্যের মর্ম্মবোধে অসমর্থ হইলেও, কেবল তোমার উপরিই নির্ভর করিয়া, এই অসমসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি। সংসার-দেবতা মাতাপিতা, এবং আত্মীয়, স্বজন, বাস, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুতেই আর আমার চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায়, আমি এক্ষণে কেবল তোমাকেই সহায় ভাবিয়া এই সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব হে দীনবন্ধো! এই সময় তুমি আমাকে আশ্রয় প্রদান কর!—পরমেশ! অসহায়ের সহায় তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা তুমি,—পতিতজনের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি,—পাপীর শান্তিবিধাতা তুমি; অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমার সন্তপ্ত প্রাণকে শীতল কর। মৃত্যু হউক, তজ্জন্য আমার কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু হে আনন্দস্বরূপ! তোমার সন্তান হইয়া আমি আর নিরানন্দ-যাতনা সহ্য করিতে পারি না।" এই বলিতে বলিতে জীবনকুমারের গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে পর, জীবনকুমারের বদনমণ্ডল রূপান্তর ধারণ করিল; এবং তজ্জন্য তিনি কিছু-কাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। ভাবে বোধ হইল, যেন চিরসেবিত মমতায় তদীয় বীরহৃদয়ও ব্যাকুল হইয়াছে। কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধানুসারেই যেন, তিনি অধিকক্ষণ ঐ ভাবে অভিভূত থাকিতে পারিলেন না; অনতিবিলম্বেই তদীয় বদন-সুধাকর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৈরাগ্য-প্রতিভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে অবনতশীর্ষ হইয়া মাতা, পিতা, মাতৃসমা পরিচারিণী শঙ্করী, গুরুজনবর্গ এবং জন্মভূমি প্রভৃতিকে উদ্দেশে প্রণাম ও তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অবিচলিতচিত্তে যথাপরিহিত পরিচ্ছদেই শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন; এবং পাছে কেহ তাঁহার এই অসমসাহসিক সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া গমনে বাধা দিবার চেষ্টা করে তন্নিমিত্ত এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সংসার ও আত্মীয় স্বজনের মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্তঃপুর-গুপ্তদ্বার-পথে রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি-লাভ-নিমিত্ত জহ্নু মুনি-তনয়া সদ্যঃপাতকসংহর্ত্রী সুরধুনীর দর্শনো-দ্দেশে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শীতাবসানের প্রত্যূষ-সময়ে মৃদুমন্দ মলয়ানিল যেমন ঋতুরাজ বসন্তের আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করে,—প্রাবৃট্-প্রদোষ-সময়ে পক্ষবিশিষ্ট পিপীলিকাকুলের শূন্যদেশে উড্ডয়ন যেমন বর্ষণের

নিবৃত্তি-সংবাদ জ্ঞাপন করে,—অথবা দিবসসময়ে শিবাকুলের ভীষণ চীৎকারধ্বনি যেমন আসন্ন অমঙ্গল-সংবাদ জ্ঞাপন করে,—কোকিলকুলের সুললিত সঙ্গীত ধ্বনি সেইরূপ অল্পকাল-মধ্যেই দিনমণির আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করায়, শান্তিনিবাস-রাজভবন-তোরণোপরিস্থিত নহবৎবাদকগণ সুললিত ললিত-রাগিণী-সংযুক্ত সঙ্গীতের সহিত সুমধুর বাদ্যধ্বনি করণপূর্ব্বক রাজপুরী ও তন্নিকটনিবাসিগণকে জাগরিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে ভাস্করদেব সহাস্যবদনে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইলেন। আবার নূতন উৎসাহে জগতীস্থ জীবসমাজের কার্য্যারম্ভ হইল।

অদ্য রাজনন্দন জীবনকুমারের দীর্ঘজীবনলাভার্থ-যজ্ঞের তৃতীয় মাসের ষড়্বিংশ দিবস। বিশেষতঃ অমাবস্যা তিথি উপস্থিত হওয়ায় অদ্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে অন্যান্য দিবসাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে হোমদানাদির আয়োজন হইতে লাগিল। এক প্রহরকালমধ্যে সমস্ত আয়োজনই সম্পন্ন হইয়া গেল। ক্রমশঃ নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ, এবং অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী সকলেই যজ্ঞসভাস্থিত স্ব স্ব আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন; মহারাজ বিশ্ববন্ধু স্নানান্তে শ্বেতকৌশয়বসন পরিধানানন্তর নগ্নপদে যজ্ঞ-বেদিকার পার্শ্বস্থিত বিশুদ্ধ দর্ভাসনে প্রশান্তভাবে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বেদিকার অপরপার্শ্বে অঙ্গনাগণের নিমিত্ত আবৃত উপবেশনস্থানে অন্তঃপুরললনাগণ-সমভিব্যাহারে পরিশুদ্ধবেশা রাজমহিষী মঙ্গলবতীরও আগমনসংবাদ সকলের কর্ণগোচর হইল। এক্ষণে কেবল রাজনন্দন জীবনকুমার উপস্থিত হইলেই সঙ্কল্পানন্তর যজ্ঞারম্ভ হয়।

অল্প অল্প করিয়া সময় অতীত হইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি জীবনকুমার যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট প্রধান অমাত্য গুণনিধানকে পুত্রের আহ্বানের নিমিত্ত একজন অন্তঃপুরচারী ভৃত্যকে আদেশ করিতে কহিলেন। অনুচর নিদেশ-শ্রবণমাত্র অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক কুমারের শয়নাগার, স্নানাগার, পূজাগার প্রভৃতি স্থানে, এবং কাহারও নিকট তাঁহার কোন সন্ধান না পাইয়া অবশেষে শঙ্করীকে সেই দিকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাকেই রাজ-নিদেশ জ্ঞাপন করিল। শঙ্করী প্রাতঃকালে জীবনকুমারকে শয়নকক্ষে না দেখিয়া ভাবিয়াছিল, হয় ত তিনি ভ্রমণার্থ পুরীমধ্যস্থিত উদ্যানবাটিকাতেই গিয়া থাকিবেন; কিন্তু যজ্ঞক্ষেত্রগমনের কাল উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিয়া, এবং এখনও তাঁহার স্নানাদি না হওয়ায়, সে তাঁহার অনুসন্ধানার্থ কোন ভৃত্যকে আদেশ করিতে সেই দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে মন্ত্রিপ্রেরিত ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহার মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র শঙ্করী শীঘ্রই তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত উহাকে উদ্যানবাটিকায় প্রেরণ করিল; এবং স্বয়ংও অন্তঃপুরের সমস্ত স্থানেই তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এদিকে মন্ত্রিপ্রেরিত ভৃত্য রাজপ্রাসাদ-মধ্যবর্ত্তী উদ্যানবাটিকার সমস্ত স্থান ইতস্ততঃ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কোনস্থানেই যুবরাজের সন্ধান না পাইয়া, রাজসন্নিধানে আসিয়া সেই সংবাদ নিবেদন করিল। রাজা ও মন্ত্রী অনুচর-মুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত, উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। কিন্তু জীবনকুমার যে কোন দূরবর্ত্তি-স্থানে গিয়াছেন, এ চিন্তা কাহারও

অন্তঃকরণে উদিত হইল না। ক্রমশঃ এই সংবাদ যজ্ঞক্ষেত্রমধ্যে প্রচারিত হওয়ায়, রাজমহিষী মঙ্গলবতীও উহা শুনিতে পাইলেন। অদ্য শয্যাপরিত্যাগাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন অপরিজ্ঞাত কারণবশতঃ রাজ্ঞীর অন্তঃকরণ নিতান্ত চঞ্চল ছিল; এক্ষণে তিনি তনয়ের নিরুদ্দেশ বা অন্তর্দ্ধানকেই এই প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ বিবেচনা করিয়া, সেই মনোবেদনাকে আর সংগোপিত রাখিতে না পারায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় রোরুদ্যমানা শঙ্করীও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কুমারের অদর্শন-সংবাদ বিশেষরূপে প্রচার করিল। সুতরাং মহিলামণ্ডলীমধ্যহইতে অবিলম্বেই উচ্চ রোদননিনাদ সমুত্থিত হইয়া যজ্ঞক্ষেত্রস্থ সকলকেই ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

মহারাজ বিশ্ববন্ধু মনে মনে নিতান্ত ব্যথিত হইলেও এতক্ষণ কথঞ্চিৎ প্রশান্তভাবে উপস্থিত শোচনীয় ঘটনাসম্বন্ধে চিন্তা করি-তেছিলেন; কিন্তু বামাসমাজ-সমুত্থিত অসহনীয় রোদনধ্বনি তদীয় চিত্তকে নিতান্ত ব্যাকুল করায়, তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল বিষাদকালিমা-সমাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি আর কুমারের আগমনপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একবারে চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি লোক প্রেরণ করিতে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলেন।

মন্ত্রিবর গুণনিধান বিবেচনা করিয়াছিলেন, রাজনন্দন হয় ত প্রাসাদমধ্যেই আছেন; নতুবা অনতিদূরস্থিত-নদীতীরে, অথবা সমীপবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে বয়স্য-সমভিব্যাহারে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তত্তৎস্থানে তাঁহাকে

বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অবিলম্বেই কতকগুলি কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, এবং দর্শক রাজন্যমণ্ডলী প্রভৃতি যাঁহারা যে অবস্থায় ছিলেন, সকলেই জীবনকুমারের আগমন-প্রতীক্ষায় বিষণ্ণভাবে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই অবস্থাতেই উপবিষ্ট রহিলেন। আনন্দ-সূচক বাদ্যাদি নীরব হইয়া গেল; এবং রাজপুরী যেন প্রাবৃট্‌কালে বর্ষণোন্মুখ-কৃষ্ণজলধর-সমাচ্ছাদিতপ্রকৃতির ন্যায় গম্ভীরভাব ধারণ করিল।

এদিকে উদাসীনহৃদয় জীবনকুমার, দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া সমীরণবেগে অশ্বচালনপূর্ব্বক বহুদূরবিস্তৃত পিতৃরাজ্যের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্নসময়ে তুরঙ্গ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায়, বিশ্রামের নিমিত্ত উহার মুখরজ্জু উন্মোচনপূর্ব্বক পথিপার্শ্বস্থিত এক তরুমূলে উপবেশন করিলেন। এই সময় অন্য কোন চিন্তা তদীয় অন্তঃকরণকে অধিকার করিবার পূর্ব্বে, চিরসুখাভ্যস্ততাবশতঃ "কোন্ স্থানে যামিনীযাপন করিব" এই চিন্তাই আসিবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্যের শক্তিপ্রভাবে ঐ চিন্তা বিশেষ বলবতী হইতে না পারিয়া রূপান্তর ধারণ করিল। তখন তিনি, কখন তাঁহার অদর্শনে তদীয় মাতাপিতা ও মাতৃসমা শঙ্করীর মনের অবস্থা,—কখনও যজ্ঞের বিশৃঙ্খলা,—কখনও বা প্রিয়বয়স্যগণের মনোগত ভাব—প্রভৃতি নানাবিধ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হইলেন, যে, তৎকালে তদীয় বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল।

এই অবস্থায় জীবনকুমার সেই পাদপমূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক সৌম্যমূর্ত্তি স্থবির ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে সেই পথে ভ্রমণ করিতে করিতে উহাঁকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া

বিদেশীয় ব্যক্তি বিবেচনায় আলাপ করিবার নিমিত্ত সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে প্রগাঢ়চিন্তাপ্রবণ দেখিয়া সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। জীবনকুমার প্রথমতঃ শুভ্রকেশশ্মশ্রুসমন্বিত ব্রাহ্মণের আগমন কিছুই জানিতে পারেন নাই। পরে সহসা সম্মুখে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তদীয় চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ জীবনকুমারের অলৌকিক তেজঃপুঞ্জকলেবর ও প্রশান্তগম্ভীরভাব সন্দর্শন করিয়া এতক্ষণ মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে উহাঁকে এতাদৃশভক্তিসহকারে প্রণত দেখিয়া তদীয় মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন,—"প্রিয়দর্শন! আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমার আন্তরিক প্রসন্নতা অক্ষুণ্ণ হউক। বৎস! কোন্ কারণ বশতঃ জানিনা, যে সময় আমি তোমাকে প্রথম দর্শন করিয়াছি, সেইক্ষণ হইতেই আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রতি কি এক-প্রকার অপূর্ব্ব মমতায় আবদ্ধ হইয়াছে! আমার অনুমান হয়, তুমি কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আগমন করিতেছ, এবং তোমার গন্তব্য স্থানও এই স্থান হইতে বহুদূর হইবে; অতএব যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে অদ্য আমার আবাসে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে সুখী কর।"

জীবনকুমার ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহাতিশয়তা দর্শনে আপনাকে নিতান্ত অনুগৃহীত মনে করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া, পাছে তদীয় পরিচয় ও আসন্ন মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে উহাঁর অশ্রুপাত হয়, এই ভয়ে তিনি

কিয়ৎক্ষণ কোন উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল অবস্থান্তর ধারণ করিল। পথিকের সহসা এতাদৃশ অবস্থান্তর দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন,—"বৎস! তুমি সহসা এরূপ বিষণ্নভাব ধারণ করিলে কেন? কি চিন্তা আসিয়া তোমার প্রফুল্ল বদন-শতদলকে সহসা ঈদৃশ মলিন করিয়া ফেলিল?—বিদেশীয় অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া আমার আলয়ে যাইতে তোমার মনে কি কোনপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে? অথবা তোমার সহিত এমন কি কোন মূল্যবান্ পদার্থ আছে, যাহা নিরাপদে রক্ষার নিমিত্তই তুমি চিন্তিত হইতেছ?—কি হইয়াছে, ত্বরায় বলিয়া আমার উদ্বিগ্ন অন্তঃকরণকে শান্ত কর।"

জীবনকুমার ব্রাহ্মণের অকৃত্রিম কাতরতা দর্শনে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতবচনে কহিলেন,—"দেব! ভবদীয় আশ্রয়ে অবস্থান-বিষয়ে আমার অন্তঃকরণে কোনপ্রকার সন্দেহোদয় হয় নাই; এবং আমার সহিত কোন মূল্যবান্ পদার্থ দূরে থাকুক, একটী কপর্দ্দকমাত্রও নাই। তবে আপনার নিকট আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, যদি আপনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেন, তাহা হইলে আমি অদ্য আপনার আলয়ে গিয়া যামিনীযাপন করিতে পারি।" ব্রাহ্মণ তাহাতেই সম্মত হইয়া কহিলেন,—"বৎস! তোমার পরিচয় জানিতে আমার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু যদি তাহাতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আর আমি উহা জিজ্ঞাসা করিব না। ফলতঃ পরিচয় লাভাপেক্ষা দীর্ঘকাল তোমার দর্শনলাভ আমার অধিকতর আনন্দপ্রদ হইবে; অতএব আইস, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট জীবনকুমারের হস্তধারণ করায়, তিনি

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তুরঙ্গের মুখরজ্জুধারণপূর্ব্বক তদীয় অনুগামী হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে জীবনকুমার কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণের চরণবন্দনানন্তর অশ্বারোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভাগীরথীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নানাদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে কোন দিন তরুমূলে অনশনে যামিনীযাপন করিয়া,—কোন দিন কোন ব্যক্তির আগ্রহাতিশয়তায় তদাশ্রয়ে একাহার করিয়া,—দেখিতে দেখিতে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্নকালে জীবনকুমার কোন অপরিচিত রাজার অধিকৃত এক সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া, বিশ্রামের নিমিত্ত সরোবর-পার্শ্বস্থিত এক অশ্বত্থতরুমূলে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন। অনাহার, অনিদ্রা, পথিশ্রান্তি এবং বিশেষতঃ ভীষণ আসন্নমৃত্যু-চিন্তায় এই সময় তাঁহার শরীর, মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্তই নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সুশীতল তরুতলে উপবেশনমাত্রই, জীবগণের আদিমাতা প্রকৃতি যেন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সুস্নিগ্ধ সমীরণ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার সেবার জন্য অবিলম্বেই বিরামবিধায়িনী নিদ্রাকে তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন।

রাজনন্দন জীবনকুমারের কমনীয় শরীর এখন শষ্পশয্যায় বিরামলাভ করিতে লাগিল। কিন্তু ভীষণ মৃত্যুচিন্তা অধিকক্ষণ তাঁহাকে সেই বিরাম ভোগ করিতে দিল না। অল্পকালমধ্যেই নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন, পার্শ্বদেশে রোগ-জীর্ণকলেবর ছিন্নমলিনবসন-পরিহিত এক ব্যক্তি, তাঁহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবার নিমিত্তই যেন, অবসর প্রতীক্ষা

করিয়া বিষণ্ণভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র জীবনকুমার বিনয়ধীরবচনে কহিলেন,—“ভাই! তুমিও কি পথিক?” সে উত্তর করিল,—“মহাশয়! আমি নিরুপায় পীড়িত দরিদ্র, কিঞ্চিৎ ভিক্ষার নিমিত্ত আপনার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছি। এখনও পর্য্যন্ত আমার কিছুই আহার হয় নাই; অতএব আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি ক্ষুধার যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাই।”

ভিক্ষুকের ঈদৃশ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া জীবনকুমারের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু তিনি তাহাকে কি প্রদান করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক, ধনবান্ বিবেচনায় যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকে রোদনপরায়ণ দর্শনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“মহাশয়! আপনার সহসা রোদন করিবার কারণ কি?” জীবনকুমার অশ্রুপূর্ণলোচনে ভিক্ষুকের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—“ভাই! আপাততঃ আমি তোমারই ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি; ক্ষুৎপিপাসায় তুমি যেমন কাতর, আমিও তদ্রূপ। হয় ত তোমার নিকট একটী পয়সাও সম্বল থাকিতে পারে, কিন্তু আমার তাহাও নাই। সে যাহাহউক, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া তোমার পরিধেয় বসন ও উত্তরীয় আমাকে প্রদানপূর্ব্বক আমার এই পরিচ্ছদ ও অশ্বটী গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হয়।”

ভিক্ষুক, দাতার এই অলৌকিক বদান্যতাব্যঞ্জক বচন-শ্রবণ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এবং কাতরভাবে কহিল,—“না মহাশয়! আমি আমার এই ছিন্ন মলিন বসন আপনার পরি-

ধানের নিমিত্ত প্রদান করিয়া আপনার ঐ মহামূল্য পরিচ্ছদ কখনই গ্রহণ করিতে পারিব না। আর আমি দরিদ্র ব্যক্তি, ঘোটক লইয়াই বা আমার কি হইবে? বরং উহা থাকিলে আপনার যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা। ইহা ব্যতীত যখন আপনার নিকট আর কিছুই নাই, তখন আর আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না; আপনি রোদন সংবরণ করুন।"

জীবনকুমার ভিক্ষুকের এই ভদ্রোচিত সদাশয়তায় অতীব সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া, বরং বিশেষ আগ্রহসহকারে তাহার পরিধেয় ও উত্তরীয় স্বয়ং পরিধানপূর্ব্বক তাহাকে স্বহস্তে নিজের পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া অশ্বরজ্জু তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। যখন রাজনন্দন ভিক্ষুকের উত্তরীয় গ্রহণ করেন, তখন উহাতে চারিটী পরিপক্ক রসালফল সম্বদ্ধ ছিল; তিনি ঐগুলি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ভিক্ষুক, দাতার এই অলোকসামান্য বদান্যতা-দর্শনে আনন্দাশ্রুসংবরণ করিতে না পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"প্রভো! আমি ভিক্ষার নিমিত্ত অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এবম্প্রকার পরদুঃখকাতর মহাপুরুষ কুত্রাপি দর্শন করি নাই। জানি না, আপনি কে, এবং কোন্ মহাকার্য্যসাধনের নিমিত্তই বা ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! যাহাহউক, অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করাই যদি আপনার একান্ত অভিলষিত হয়, তবে হে মহাত্মন্! এই দরিদ্র ব্যক্তির আর একটী প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" জীবনকুমার এইবার কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি তাঁহাকে আকুল হইতে দিল না। তিনি কহিলেন,—"ভাই! এক্ষণে আমার এই শরীর মাত্র অবশিষ্ট আছে, যদি ইহা দ্বারা

তোমার কোন কার্য্য সাধন হয়, তাহা হইলে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি ; তুমি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

তখন ভিক্ষুক জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,—"প্রভো! আমার ইচ্ছা, এই রসালচতুষ্টয়ের দুইটী আপনি ভোজন করেন। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" রাজনন্দন জীবনকুমার ভিক্ষুকের এই অসামান্য সদয় ভাব দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইলেন ; এবং আগ্রহসহকারে তৎপ্রদত্ত আম্রদ্বয় ভোজন করিলেন।

অনন্তর ভিক্ষুক কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত নানাবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল। ঐ সময় জীবনকুমার উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই! এই স্থান হইতে গঙ্গা আর কত দূর?" ভিক্ষুক উত্তর করিল,—"গঙ্গা এই স্থান হইতে উত্তর দিকে তিন চারি ক্রোশ দূরে হইবে। এই দেশের রাজবাটীর পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্ত দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিতা আছেন।" এইরূপ কথোপকথনের কিয়ৎক্ষণ পরেই ভিক্ষুক রাজকুমারকে প্রণিপাতপূর্ব্বক অশ্ব-সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিল; জীবনকুমার ভিক্ষুক-বেশে সেই অশ্বত্থ-তরুমূলে বসিয়া আবার গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

নবম অধ্যায়।

নির্ব্বাতসময়ে স্রোতস্বতী-নিপতিত শষ্পপুঞ্জ যেমন অপরিজ্ঞাত-ভাবে সাগরাভিমুখে গমন করে,—প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা তৈলাধারস্থিত তৈলকে যেমন অপরিজ্ঞাতভাবে শোষণ করে,—দেখিতে দেখিতে

ভাস্করদেবও সেইরূপ অপরিজ্ঞাতভাবে স্বকীয় অংশুজাল সংহরণ-পূর্ব্বক অস্তাচলগমনের উপক্রম করিতে লাগিলেন ; দিনমান চতুর্থ প্রহরে উপনীত হইল।

জীবনকুমার অশ্বথতরুমূলে বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্যাবস্থায় প্রগাঢ়-চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন আছেন, এমন সময় অশ্বগজাধিরূঢ় বহুমূল্য-বেশভূষাসুসজ্জিতকলেবর কতিপয় রাজপুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা বিজন প্রদেশে অশ্বগণের উচ্চ হ্রেষা-রবে জীবনকুমারের যোগিজনোচিত প্রশান্ত চিন্তা বিচলিত হইল। তখন তিনি বিস্মিতভাবে স্বীয় পার্শ্বদেশে অশ্বারোহি-রক্ষক-পরিবৃত সুসজ্জিত গজারূঢ় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, হয় ত ইহাঁরা এই দেশের রাজার পারিষদ ; রাজা সায়ংকালীন নগর-ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া ইহাঁদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া, তদীয় আগমনপ্রতীক্ষাতেই বোধ হয় ইহাঁরা এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

জীবনকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার বোধ হইল, যেন বারণারূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহারই সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে উহাঁদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সৌম্যমূর্ত্তি এক প্রৌঢ় ব্যক্তির আদেশক্রমে সকলেই অশ্ব ও গজ হইতে অবরোহণ করিলেন ; বিজন স্থান জনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

এই ব্যাপার-দর্শনে শান্তিপিপাসু জীবনকুমার স্থানান্তর-গমনের অভিলাষে গাত্রোত্থান করিয়াছেন, এমন সময় ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহাকে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহাশয়! এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার দর্শনমাত্রই আমাদের অন্তঃকরণে

একটী গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্য আপনাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিব মনস্থ করিয়াছি। অতএব যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সন্দেহ অপনোদিত হয়।"

জীবনকুমার বিনীতভাবে প্রৌঢ়ের অনুরোধ রক্ষায় স্বীকৃত হইলে তিনি কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিশ্রান্ত লোচন, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষস্থল, এবং সুঠামগঠনসমন্বিত স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময় শরীর প্রভৃতি সুলক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আপনাকে কোন উচ্চবংশজাত ছদ্মবেশধারী ব্যক্তি বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে; অতএব যদি কোন বিশেষ প্রতিবন্ধ না থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান দ্বারা আমাদের কৌতূহল শান্তি করুন। আর যদি আমাদের অনুমান যথার্থ হয়, তবে আপনি এই অভিনব তরুণ বয়সে বিষয়-বিরাগী যোগীর ন্যায় উদাসীন-ভাবাপন্ন হইয়া আত্মীয় স্বজনের মনোবেদনা প্রদান করিতেছেন কেন, তাহার প্রকৃত কারণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।"

প্রৌঢ়ের এইরূপ আগ্রহাতিশয্যদর্শনে জীবনকুমারের লোচন-যুগল অশ্রু-পরিসিক্ত হইল। তখন তিনি অবনতশীর্ষ হইয়া বিনয়-মধুর-বচনে তাঁহাকে আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহাশয়! আগামী কল্য প্রত্যূষেই আমার মৃত্যু হইবে। তজ্জন্য অদ্য পাঁচ দিবস হইল আমি প্রচ্ছন্নভাবে পিতৃনিবাস-পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিতজননিস্তারিণী ভাগীরথীর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে পথিশ্রান্তিবশতঃ নিতান্ত ক্লান্ত

হওয়ায় এই স্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম।—এক্ষণে যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি অভীষ্ট প্রদেশে যাত্রা করি।"

জীবনকুমারের মুখে এই অশ্রুতপূর্ব্ব দৈব-নির্ব্বন্ধ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, এবং তদীয় অসাধারণ ঔদাসীন্য দর্শন করিয়া, ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি এরূপ মর্ম্মাহত হইলেন যে, কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত হইল না। অনন্তর তিনি উচ্ছলিত মনোভাব কথঞ্চিৎ গোপনপূর্ব্বক যেন কোন কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"রাজকুমার! বিধাতার নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে জীবন যে কয়েক দিন থাকে, তাহাই লাভ বিবেচনা করিয়া, জগৎবাসী জীবের উপকার করাই যথার্থ মনুষ্যের কার্য্য ও সার ধর্ম্ম। অতএব মহাশয়! আপনার এই আসন্নমৃত্যুসময়ে যদি সদয় হইয়া আমাদের উপকারার্থ একটী কার্য্য করেন, তাহা হইলে ইহলোকে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত, এবং পরলোকে পরমপদ লাভ হইবে সন্দেহ নাই। ঐ কার্য্যে আপনার কোনপ্রকার ক্ষতি হইবে না, অথচ আমাদেরও একটী মহোপকার সাধিত হইবে।"

জীবনকুমার প্রৌঢ়ের এই চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্যের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভাবিলেন, আমি আর অত্যল্পকালমাত্র ইহলোকে অবস্থিতি করিব, এই সময়ের মধ্যে এই নশ্বর শরীর দ্বারা যদি কাহারও কোন উপকার হয় তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।" এই বিবেচনা করিয়া তিনি কহিলেন,— "মহাশয়! যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনাদের আদেশ প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আমাকে আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন।"

প্রৌঢ়, জীবনকুমারের এতাদৃশ উৎসাহপূর্ণ প্রতিজ্ঞাবচন শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে কহিলেন,—"মহাশয়! আমি কর্ণাট-দেশীয় মহারাজ পৃথ্বীজিৎ সিংহের প্রধান সচিব, আমার নাম প্রিয়ব্রত। অদ্য এই রাজ্যের অধীশ্বর সত্যপ্রিয় নৃপতির দুহিতার সহিত আমাদের রাজপুত্রের শুভ পরিণয়সংস্কার সম্পাদিত হইবে। তদুপলক্ষে আমাদিগের মহারাজ স্বয়ং রক্ষক-সৈন্যসামন্ত-সহ, এবং বিবাহোচিত সজ্জা-সুসজ্জিত রাজকুমার বরযাত্রিগণসহ, পশ্চাতে আগমন করিতেছেন। আমাদের রাজকুমার অতীব সুপুরুষ হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কিঞ্চিৎ কুব্জ। শুনিয়াছি এই দেশের রাজকন্যা নাকি পরমরূপবতী ও সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্না। এই রাজকন্যার সহিত আমাদের রাজকুমারের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থিরীকৃত হইলে পর, ইহাঁদের প্রেরিত ব্যক্তিগণ পাত্রদর্শনার্থ যখন আমাদের রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন আমরা আমাদের রাজকুমারের পরিবর্ত্তে অপর একজন সুদর্শন ও সুসজ্জিত যুবা-পুরুষকে রাজকুমার বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক উহাঁদিগকে দেখাইয়া, উহাঁদিগের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্য সেই বিবাহের দিন; এক্ষণে মহারাজ সত্যপ্রিয় স্বচক্ষে আমাদের এই কুব্জ রাজকুমারকে দেখিয়া, বোধ হয় নিজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গুণবতী দুহিতাকে সম্প্রদান করিতে কখনই স্বীকৃত হইবেন না। অতএব মহাশয়! আপনি যদি কৃপা প্রদর্শনে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমাদের রাজকুমারের পরিচ্ছদগ্রহণপূর্ব্বক এই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ দ্বারা আমাদের সম্ভ্রমরক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা যে কি পর্য্যন্ত উপকৃত হই, তাহা বলিতে পারি না। অনন্তর উদ্বাহকার্য্য সম্পাদনের পর বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবিষ্ট হইলে, এক

সময় আমরা কৌশলক্রমে আমাদের রাজকুমারকে তথায় রাখিয়া আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত করিয়া দিব; তখন আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার অভিলষিত স্থানে গমন করিবেন। রাজনন্দন! এই আমার বক্তব্য, এক্ষণে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাপালন দ্বারা আমাদের মহোপকার সাধন করিয়া আপনার আসন্নধ্বংসি শরীরের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নবান্ হউন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কর্ণাটরাজ পৃথ্বীজিৎ সিংহ বিবাহোপযোগি-পরিচ্ছদাদি-সুসজ্জিত আত্মজ-সহ মহাসমারোহে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগমন-মাত্র মন্ত্রী প্রিয়ব্রত রাজাকে এই আনন্দজনক ঘটনা আদ্যো-পান্ত জ্ঞাপন করিলে, রাজা অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসহকারে জীবন-কুমারের নিকট ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

জীবনকুমার পূর্ব্বে এরূপ বিবেচনা করেন নাই যে, ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁহার প্রতি কোনপ্রকার অবৈধ কার্য্যসাধনের আদেশ করিবেন; এবং বোধ হয় সেই জন্যই প্রতিজ্ঞাভীরু ক্ষত্রিয়-বংশজাত হইয়াও তিনি সহসা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মন এই অবৈধ কার্য্য-সাধনে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইল; সুতরাং তিনি কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল চিন্তার পর, সহসা তদীয় অন্তঃকরণ-মধ্য হইতে কে যেন তাঁহাকে বলিয়া দিল যে, "যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তখন উহা পালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে কার্য্যের নিমিত্ত তুমি অনুরুদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, যখন তুমি ইহার ফলাকাঙ্ক্ষী নহ,

তখন এ বিষয়ে তোমার আপত্তি করিবারও কোন প্রয়োজন নাই।" জীবনকুমার অন্তঃকরণোত্থিত এই ভাবকে দৈববাণীর ন্যায় বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের উপর নির্ভরপূর্ব্বক রাজা ও মন্ত্রীর আদেশ প্রতিপালনে স্বীকৃত হইলেন।

মহারাজ পৃথ্বীজিৎ এবং সচিব সত্যব্রত, জীবনকুমারের এই অমানুষিক সদাশয়তা দর্শন করিয়া অবিলম্বেই কুব্জ রাজপুত্রের পরিহিত বিবাহযোগ্য বেশভূষাদি উন্মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবনকুমারকে বিভূষিত করিলেন; এবং অনতিবিলম্বেই সেই অশ্বত্থতরুতল-পরিহারপূর্ব্বক সত্যপ্রিয়-নৃপতির প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিধাতার বিচিত্র কৌশল কে বুঝিতে পারে! যামিনী প্রভাত-মাত্রই কৃতান্ত যাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ইহলোকের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিবেন, অদ্য সায়ংকালে সেই ব্যক্তিই কি না রাজকীয় বিবাহপরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া মহাসমারোহে রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করিতে যাইতেছেন!

যাহা হউক, দিনমণির অস্তাচলগমনদর্শনে সাহসী হইয়া পরশ্রীকাতর অন্ধকার ক্রমশঃ ধরণীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। রাজপথপার্শ্বস্থিত আলোকমালা অন্ধকারের এই দুরাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন, উহাকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত উপে-ক্ষার সহিত হাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অনতিপুষ্টকলেবর চতুর্থী-চন্দ্রমাও অন্ধকারের বিরুদ্ধে সমগ্র আলোকদলের সহায়তার নিমিত্তই যেন আকাশপথে সহাস্যবদনে প্রকাশিত হইলেন। এইরূপে নিখিল আলোকশ্রেণীর একতা সন্দর্শনে দুর্দ্দান্ত অন্ধকার ভয়ে নিবিড় অরণ্য ও গিরি-গুহা প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিল।

ক্রমশঃ বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ রাজপুরীর অনতিদূরবর্ত্তী হইয়া আপনাদের আগমনসূচক দুন্দুভিধ্বনি করিলেন। অনন্তর সংযাত্রী বিবিধ বাদ্যকরগণের উচ্চ বাদ্যধ্বনি রাজধানীকে প্রতিধ্বনিত ও আনন্দোচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল; এবং বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট আলোকসকল প্রজ্বলিত হইয়া রাজবর্ত্মকে কখন দিবাভাগের ন্যায় উদ্ভাসিত, কখনও বা নীল, পীত, লোহিত, পাটলাদি নানাবিধ বর্ণপ্রতিভায় প্রদীপ্ত করিতে লাগিল। নানারত্নাদিবিভূষিত উচ্চাসনোপবিষ্ট বরের উভয়পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিদ্বয় মুক্ত হস্তে রাজমার্গে সুবর্ণমুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিল। পথের উভয় পার্শ্ব, এবং পথিপার্শ্বস্থিত অট্টালিকাদির উপরিভাগ প্রভৃতি স্থানসমূহ, বর-দর্শনাশায় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ হইতেই বরের দীর্ঘ-জীবনলাভসূচক উচ্চ আশীর্ব্বাদধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। বর ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ আনন্দে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন; এবং পথিপার্শ্বস্থিত প্রায় প্রত্যেক অট্টালিকাস্থললনাগণ সানন্দে গবাক্ষপথযোগে বিবিধ সুগন্ধি কুসুমমালা বরের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ভাব দর্শনে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে, রাজার অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনগুণে, তদীয় আনন্দে আজ রাজ্যস্থ সকলেরই হৃদয় পূর্ণানন্দে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এইরূপ মহাসমারোহে বর, ক্রমশঃ আলোকমালাপ্রদীপ্ত ও বিবিধ-কুসুমদাম-পরিশোভিত রাজতোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের প্রাসাদ-সমাগম-সন্দর্শন করিয়া অন্তঃপুরললনাগণ আনন্দে শঙ্খাদি মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় বাদ্যনিনাদ রাজধানীকে নিনাদিত করিয়া গগনমণ্ডলে

প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মহারাজ সত্যপ্রিয় বৈবাহিক কর্ণাটাধিপতির প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত স্বয়ং সিংহদ্বারে আগমন করিলেন। অনন্তর সকলেই পরমানন্দসহকারে বরের সহিত রমণীয় বিবাহ-সভায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ নানাবিধ সৎ প্রসঙ্গ ও সদালাপের পর, বিবাহের নির্দ্দিষ্ট লগ্ন উপস্থিত হইলে, মহারাজ সত্যপ্রিয় যথাবিধানে জীবনকুমারের হস্তে নিজ আত্মজা কমলাকে সম্প্রদানের নিমিত্ত পুরোহিতকর্ত্তৃক কথিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর মহিলাগণোচিত মঙ্গলাচারের অনুরোধে বর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, রাজমহিষী শিবসুন্দরী প্রিয়তমা তনয়া কমলার উপযুক্ত স্বামী জীবনকুমারের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ-সন্দর্শনে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্না রূপবতী কমলা সৌভাগ্যক্রমে 'মনোমত পতিরত্ন লাভ করিয়াছেন' এই বলিয়া অন্তঃপুর-মহিলাগণ সকলেই পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অঙ্গনাগণের মঙ্গলাচার সম্পন্ন হইলে, বর কন্যা উভয়েই বিবাহমণ্ডপে সমানীত হইলেন। তখন মহারাজ সত্যপ্রিয় পুরোহিতোক্ত বিবাহ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক কমলা ও জীবনকুমারের হস্তদ্বয় একত্র করিয়া সম্প্রদান কার্য্য সম্পাদন করিলেন; পরে বর কন্যার শুভদর্শনক্রিয়াও সম্পন্ন হইল। তখন জীবনকুমার পুরোহিতের কথিতানুরূপ মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কমলার সুখদুঃখাদি সর্ব্ববিষয়েরই ভারগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন; এবং কমলাও মন্ত্র দ্বারা জীবনকুমারকে স্বীয় চিরসহায় হৃদয়দেবতা বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে তদীয় চিরানুজ্ঞানুবর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও গুরুজনবর্গ বরকন্যার দীর্ঘ-

জীবন ও মঙ্গলকামনা ব্যঞ্জক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন; ঐসময় আনন্দজনক বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিল। এই রূপে শুভপরিণয়ক্রিয়া সুসম্পাদিত হইলে পর, বরকন্যা মহাসমারোহসহকারে সুসজ্জিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন; এদিকে বহির্ব্বাটীতে ব্রাহ্মণদিগের ভোজন আরম্ভ হইল।

বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবিষ্ট হইলে, অঙ্গনাগণ নববিবাহিত দম্পতীর সহিত পরিহাসসূচক নানাবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐপ্রকার আলাপে বরকন্যার হর্ষোদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং কি একপ্রকার বিষাদজনক চিন্তা আসিয়া উভয়কেই উত্তরোত্তর অধিকতর অপ্রসন্ন করিতে লাগিল। জীবনকুমারের বহুসংখ্যক চিন্তার বিষয় ছিল। তন্মধ্যে প্রধানতঃ, রজনী প্রভাত হইলেই যখন তাঁহার মৃত্যু হইবে, তখন সে অবস্থায় কেবল অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বর-সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অতীব অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, ঐ চিন্তায় তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতেছিল। এতদ্ভিন্ন, রাজান্তঃপুরস্থিত বাসরগৃহমধ্যে কিরূপে সেই কুব্জ রাজকুমার আসিয়া বরের স্থান অধিকারপূর্ব্বক তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবেন, সে চিন্তাও তাঁহাকে নিতান্ত উন্মনাঃ করিয়াছিল। কিন্তু প্রিয়জনপরিবেষ্টিতা নবপরিণীতা কমলা রূপগুণসম্পন্ন রাজপুত্র স্বামী লাভ করিয়াও যে কিনিমিত্ত বিষাদযুক্তা হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করা সাধারণের পক্ষে সুকঠিন।

যখন বরকন্যার শুভদর্শন হয়, তখন কমলা, স্বামীর বদন-সুধাকরকে ঘোর বিষাদ-জলধর-সমাচ্ছন্ন দেখিয়া মনে মনে এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, যে, হয় ত তিনি স্বামীর উপযুক্ত

পত্নী হইতে পারেন নাই; এবং সেই সন্দেহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াতেই কমলা বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত হইলে পর, ক্রমশঃ যামিনী অধিক হইতেছে দেখিয়া, এবং সমস্ত দিন অনশনে থাকা প্রযুক্তই বরকন্যাকে ঐরূপ মলিনভাবাপন্ন বিবেচনা করিয়া, বাসরগৃহস্থিত-অঙ্গনাগণ বরকন্যাকে শয়নের নিমিত্ত অনুরোধপূর্ব্বক তথা হইতে বিদায় হইলেন। তখন জীবনকুমার ও কমলা উভয়েই নীরবে বাসরগৃহে উপবিষ্ট রহিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, কমলা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাসরগৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন; এবং স্বামীর শয়নের পর তিনি শয়ন করিবেন, এই অভিপ্রায়েই যেন, শয্যার এক পার্শ্বে সঙ্কুচিতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। এই সময় জীবনকুমারের দৃষ্টি সহসা কমলার প্রতি নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তিনি দেখিতে পাইলেন উহাঁর লোচনদ্বয় অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। জীবনকুমার রাজকন্যার এই আকস্মিক রোদনের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া ধীরমধুরবচনে কহিলেন,—"ভদ্রে! আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সহিত কোনপ্রকার বাক্যালাপ করিব না; কারণ, পর-নারীর সহিত বাক্যালাপ করা ন্যায়-পথের বিরুদ্ধ কার্য্য; কিন্তু অদ্য এই আনন্দের দিন তোমাকে রোদনপরায়ণা দর্শন করিয়া, কৌতুহলবশে অগত্যা সেই সঙ্কল্প উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি এরূপ রোদন করিতেছ কেন? যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই উত্তর প্রদান দ্বারা আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।"

সত্যপ্রিয়-রাজনন্দিনী বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না কমলা, পতির এইরূপ অপূর্ব্ব বচন শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় বিস্মিতা হইলেন; এমন কি, তজ্জন্য তিনি কিয়ৎক্ষণ বাঙ্নিষ্পত্তি পর্য্যন্তও করিতে পারিলেন না। অনন্তর কথঞ্চিৎ অশ্রুবেগ-সংবরণপূর্ব্বক অবগুণ্ঠনাবৃত বদনে সানুরাগমধুরবচনে ধীরভাবে কহিলেন,—"স্বামিন্! আমি গুরুজনমুখে শুনিয়াছি, যে, পতিই নারীজাতির পরম-দেবতা; কায়মনোবাক্যে পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী থাকিয়া তদীয় মনস্তুষ্টিসাধনই নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সার ধর্ম্ম। কিন্তু এই অভাগিনী বিবাহকালে যখন আপনার মুখারবিন্দ-সন্দর্শন করে, তখন আপনাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মনে হইয়াছিল, যে, এই দাসী আপনার সেবার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াই আপনি ঐরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকিবেন। তদবধিই আমার মনে হইয়াছে যে, যদি পত্নী, পতির স্নেহ-লাভের অধিকারিণী না হইল, তবে তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু নাথ! আমার ঐ সন্দেহ সত্য কি না, এতাবৎকাল তাহা জানিবার অবসর প্রাপ্ত না হওয়ায় নানাবিধ বিভীষিকাময়ী চিন্তা চিত্তকে আকুলিত করাতেই আমার অশ্রুপাত হইতেছিল। ভাবিয়াছিলাম, এই কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেই আমার মনোবেদনা দূরীভূত হইবে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে, যখন আপনার মুখে—"পর-নারীর সহিত বাক্যালাপ করা ন্যায়পথের বিরুদ্ধ কার্য্য"—এই কথা শ্রবণ করিলাম, তখনই আমার সমস্ত আশা ভরসা একবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল। বুঝিলাম, বিধাতা আমার কোন দুষ্কৃতির নিমিত্তই এই দুঃসহ দণ্ড বিধান করিলেন। নতুবা বিবাহ-যামিনীতেই পতি পত্নীকে 'পর-নারী' বিবেচনা

করেন, ইহা কি কখন সম্ভব হয় ?" এই বলিতে বলিতে কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সুতরাং তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ; কিন্তু অবিরাম-বিনির্গত অশ্রুধারা তদীয় মনোগত ভাব সকল প্রকাশ করিতে লাগিল।

জীবনকুমার পতিপরায়ণা রাজকন্যাকে এতাদৃশ কাতর দেখিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন ; তজ্জন্য, তাঁহার লোচনদ্বয়ও অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু একদিকে নিজের অবশ্যম্ভাবি-মৃত্যু-ঘটনা, এবং অপরদিকে মহারাজ পৃথ্বীজিৎ সিংহ ও তদীয় মন্ত্রী সত্যব্রতের নিকট বিষম প্রতিজ্ঞা, স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায়, তিনি সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মজীবন ও প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধীয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই তৎসকাশে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলেন। অনন্তর কাতরভাবে কহিলেন,— "সাধ্বি ! বিধানানুসারে আমার সহিত তোমার বিবাহ হইলেও মহারাজ পৃথ্বীজিৎসিংহের পুত্রই তোমার স্বামী ; এবং আমি এই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই তিনি এখানে আসিয়া বরের স্থান অধিকার করিবেন। আর এই যামিনী শেষ হইলেই আমাকে যখন নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তখন চিরবৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা এক্ষণে আমাকে বিদায় দিলে আমারও প্রতিজ্ঞা পালন, এবং তোমারও লোকাপবাদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ, হয়।"

কমলা এতক্ষণ চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া জীবনকুমারের এই অত্যাশ্চর্য্য বচনপরম্পরা আকর্ণন করিতেছিলেন ; কিন্তু তদীয় বাক্য শেষ হইবামাত্রই প্রবলঝটিকাহত-লতিকার ন্যায় সহসা মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। রাজকন্যার এতাদৃশ-অবস্থা দর্শনে জীবনকুমারের উদাসীন হৃদয়ও

ক্ষণকালের নিমিত্ত পুনর্ব্বার মমতার বশবর্ত্তী হইল; সুতরাং তিনি আর নিশ্চেষ্টভাবে থাকিতে না পারিয়া কমলার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য যত্নবান্ হইলেন। জীবনকুমারের প্রভূত যত্নে অনেকক্ষণের পর অল্পে অল্পে কমলার চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে উন্মত্তার ন্যায় কহিলেন,—"হা দগ্ধবিধে! কোন্ সুখের আশায় আর আমাকে চৈতন্য-প্রদান করিলে? আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামি-রত্ন হরণ করাই যদি তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে এই শূন্যদেহে চৈতন্য প্রদানের আর প্রয়োজন কি? আহা! আমি কতই আশা করিয়াছিলাম!—রাজদুহিতা, রাজবনিতা হইয়া আমি জগতে কত সুখভোগেরই আশা করিয়াছিলাম!" এই বলিতে বলিতে আবার তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

অনেকক্ষণের পর রাজকন্যা কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনয়নম্রবচনে জীবনকুমারকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"নাথ! কালের অপ্রতিবিধেয় বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া যদি যামিনী-প্রভাতে আপনার নিশ্চয়ই পরলোকপ্রাপ্তি হয়,—অভাগিনীর অদৃষ্ট-দোষে চিরজীবনই যদি দুর্ব্বিসহ বৈধব্যযাতনাও সহ্য করিতে হয়,—তথাপি আপনিই আমার স্বামী। যতক্ষণ এই পাপীয়সীর অপবিত্র দেহ-নিবাসে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ দাসী,—আপনি জীবিতই থাকুন, অথবা পরলোকগতই হউন,—আপনারই সেবা করিবে। আমি আমার দেহ, মন, সমস্ত আপনারই পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি; সুতরাং এসকল এক্ষণে আপনারই সম্পূর্ণ অধিকৃত। অতএব এখন যাহা অভিরুচি হয় করুন; আমি কিন্তু আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না।"

জীবনকুমার কমলার এইরূপ ঐকান্তিক পতিপরায়ণতা দর্শনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রীত হইলেন। কিন্তু রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হওয়ায়, আসন্ন-মৃত্যু-চিন্তা অল্পকালমধ্যে তাঁহার সেই প্রীতিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ মৃত্যু যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সুতরাং জীবনকুমার আর স্থিরভাবে থাকিতে না পারিয়া কমলাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"সাধ্বি! যামিনী অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে; মৃত্যুও আমার সম্মুখীন। এক্ষণে এই রাজ-নিবাস আমার পক্ষে কৃতান্ত-নিবাস বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব আমাকে বিদায় দাও, আমি পতিতোদ্ধারিণী শান্তিবিধায়িনী জাহ্নবীর তীরে গিয়া তথায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহ বিসর্জ্জন করি। আর যদি কালের অপূর্ণতা-বশতঃ আপাততঃ আমার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ নাই।"

এইরূপ বলিতে বলিতে জীবনকুমারের লোচনদ্বয় বাষ্পভারে অবনত হইয়া আসিল; কিন্তু ভীষণ-মৃত্যু-চিন্তার উত্তেজনায় তিনি আর উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া ভাগীরথী-যাত্রার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; অথচ কমলার কোন উত্তর না পাওয়ায় গৃহের বহির্গত হইতেও পারিলেন না।

তখন পতিপ্রাণা কমলা স্বামীর চরণালিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—"জীবিতেশ্বর! স্বামীর জীবনেই পত্নীর জীবন, এবং স্বামীর মৃত্যুতেই পত্নীর মৃত্যু; যদি সেই মৃত্যু অকালে আপনাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকে, তবে এ দাসীর জীবন-ধারণেরই বা আর প্রয়োজন কি? অতএব নাথ! আপনি

যেখানে যাইবেন, দাসীও ছায়ার ন্যায় আপনার অনুবর্ত্তিনী হইবে। হে হৃদয়বল্লভ! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার এই রাজ্য বা ঐশ্বর্য্য ভোগে প্রয়োজন নাই। আপনি যদি দাসীর এই বাসনা পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে ইহার দেহান্তদর্শন করিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। এই বলিতে বলিতে রাজকুমারী কমলা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন।

তখন জীবনকুমারের হৃদয় আসন্নমৃত্যুচিন্তায় এরূপ বিকল হইয়াছিল যে, তৎকালে মমতা আর সেই স্থানে আশ্রয় পাইল না। তিনি ভাবিলেন, "অত্যল্পকাল পরেই যখন আমাকে ইহলোকের সমস্ত মমতাপাশ ছেদন করিয়া যাইতে হইবে, তখন আর কেন কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হইয়া নিরর্থক কালহরণ করিতেছি? কে আমার স্ত্রী, কে-ই বা আমার আত্মীয়? যখন দেহের সহিত পার্থিব পদার্থসমূহের সম্বন্ধ, তখন সেই দেহের অবসানে আমার সহিত আর কাহার সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা থাকিবে? অতএব এই রাজকন্যা কি, জগতের কোন বিষয়ই আর আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া জীবনকুমার অবিলম্বেই প্রচ্ছন্নভাবে রাজপুরী-পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহ্নবীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিগতচেতনা রাজনন্দিনী কমলাও সেই ভাবেই বাসরগৃহে নিপতিতা রহিলেন।

দশম অধ্যায়।

প্রাবৃটের নব-বারি-বিন্দু-সম্পাত-দর্শনে নিদাঘ-বিশুষ্ক-কণ্ঠ চাতকের যেমন আনন্দ হয়,—শরতের জলধর-সমাচ্ছন্ন পূর্ণচন্দ্রের

পুনর্ব্বিকাশ-সন্দর্শনে সুধালোলুপ চকোরের যেমন আনন্দ হয়,—দ্বাররক্ষকের সদয়-ব্যবহার-দর্শনে রাজদর্শনপ্রার্থী আগন্তুক জনের যেমন আনন্দ হয়,—অথবা সজ্জন-সমাগম-সন্দর্শনে সৎপ্রসঙ্গপ্রিয় সাধুজনের যেমন আনন্দ হয়,—জীবনকুমারের রাজপুরী-পরিত্যাগ-দর্শনে কর্ণাটরাজ-নিযুক্ত গুপ্তচরগণেরও তদ্রূপ আনন্দ হইল। উহারা অবিলম্বেই এই সংবাদ মহারাজ পৃথ্বীজিৎসিংহ ও তন্মন্ত্রী সত্যব্রতের কর্ণগোচর করিলে, তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ কুব্জ রাজ-কুমারকে কৌশলসহকারে বাসরগৃহে প্রেরণপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইলেন।

কর্ণাটরাজকুমার বাসরগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ জীবনকুমার-পরিত্যক্ত বর-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। অনন্তর অচৈতন্যা রাজকুমারী কমলাকে নিদ্রিতা বিবেচনা করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য-দর্শনমানসে তদীয় সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তিনি নিদ্রিতা নহেন; কারণ, নিদ্রাসম্ভূত প্রশান্ত লাবণ্যের লেশমাত্রও তাঁহার শরীরে নাই। তদীয় দেহ-জ্যোতিঃ মলিন, লোচনযুগল অশ্রু-কলুষিত, কেশপাশ আলুলায়িত, এবং ওষ্ঠাধর নীলিমাবিশিষ্ট। কিন্তু তদীয় নাসাগ্র-সমীপে হস্তরক্ষণপূর্ব্বক শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া উপলব্ধ হওয়ায় কর্ণাটরাজকুমার কমলাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বিবেচনা করিলেন, এবং তদীয় শুশ্রূষার নিমিত্ত পার্শ্বস্থিত তালবৃন্তগ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, ক্রমশঃ কমলার সংজ্ঞা লাভ হইল। তখন তিনি অবগুণ্ঠন আকর্ষণপূর্ব্বক সঙ্কুচিত-ভাবে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শুশ্রূষাপরায়ণ পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তিকে স্বামী বিবেচনা করিয়া অবনতবদনে ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"নাথ! আর কেন যত্নপূর্ব্বক আমার চৈতন্য

প্রদান করিলেন? আমি অচৈতন্যাবস্থায় যেন আপনার পদতলে বসিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় রাজ্যেই যাইতেছিলাম, আপনি কেন এই কালস্বরূপ চৈতন্য সম্পাদন দ্বারা আমাকে সেই নির্ম্মল আনন্দলাভে বঞ্চিত করিলেন? আহা! সেই সময় আমি আপনার কি ভুবনমোহন লাবণ্যই দর্শন করিতেছিলাম! কি অমৃতময় মধুর বচনই শ্রবণ করিতেছিলাম! সেখানে যে সংসারের কোন যাতনাই ছিল না। সেখানে যে আপনি 'অমর'রূপে বিরাজমান ছিলেন, এবং এই দাসীও যে আপনার অনুকম্পায় অমর হইয়া সেই অমরাবতীর অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতেছিল! হায়! কেন আমার প্রাণ সেই অবস্থায় এই পাপ-দেহবাস পরিত্যাগ করিল না? কেন সে অবস্থায় আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না? কেন সে অবস্থায় বিষধর আমাকে দংশন করিল না? তাহা হইলে ত আর আমাকে আপনার সেই অমর দেহের মৃত্যু দর্শন করিতে হইত না!" এই বলিয়া কমলা অবিরাম অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জরাজকুমার কমলার এইরূপ হৃদয়বিদারণ আক্ষেপ-বচন শ্রবণ, ও অশ্রুধারা দর্শন করিয়া সান্ত্বনাব্যঞ্জক মধুর বচনে কহিলেন,—"রাজনন্দিনি! কেন তুমি আর অকারণ আক্ষেপ করিতেছ? যাহার মৃত্যুতে বৈধব্যযন্ত্রণার আশঙ্কায় তুমি এতাদৃশ কাতর হইতেছ, সে তোমার পতি নহে, আমিই তোমার প্রকৃত স্বামী। সেই আমি যখন তোমার সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছি, তখন তাহার মৃত্যুই হউক, আর যাহাই হউক না কেন, তজ্জন্য তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রিয়তমে! তুমি অশ্রুসংবরণপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ কর।"

পতিগতপ্রাণা পবিত্রহৃদয়া কমলা, [স্বামী বিবেচনায় যাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক ঐ সকল কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে পৃথক্ কণ্ঠস্বর দ্বারা তাঁহাকে তদীয় পাণিগ্রহণার্থী কুব্জ কর্ণাটরাজকুমার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন, তাঁহার অচৈতন্যাবস্থায় কৌশলক্রমে তদীয় সরলহৃদয় স্বামীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া উহাঁর ঐ গৃহে প্রবেশ নিতান্ত অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, তিনি কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার হৃদয় যেন বীরভাবে পরিপূর্ণ হইল; তখন তিনি একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"মহাশয়! ধর্ম্মানুগত বিধি অনুসারে আপনার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই; অতএব ধর্ম্মতঃ আমি আপনার পত্নী নহি, এবং আপনিও আমার স্বামী নহেন। সুতরাং নীতিজ্ঞ রাজপুত্র হইয়া এরূপ গুপ্তভাবে অন্তঃপুরস্থিতা পর-নারীর গৃহপ্রবেশ দ্বারা আপনার রাজনিয়ম ও ধর্ম্মনিয়ম উভয়েরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিলম্বেই এই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আপনাদের অবস্থিতির নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিগমন করুন। আপনি আমার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আপনাদের এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াও আমার পিতা যাহাতে কোনপ্রকার বৈরনির্যাতন না করেন, আমি প্রাণপণে তাহার উপায় বিধান করিব। কিন্তু যদি আপনি আমার বাক্য উপেক্ষাপূর্ব্বক এখানে আর অধিকক্ষণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে প্রভাত হইবামাত্রই এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া আপনার

জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব হে রাজনন্দন! কোন প্রকার অনর্থ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে আপনার স্থানান্তরিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। আর যদি আমার বাক্য অযৌক্তিক বলিয়া আপনার প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে যামিনী প্রভাত পর্য্যন্ত আপনি ঐ স্বতন্ত্র শয্যায় গিয়া বিশ্রাম করুন। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, ক্ষত্রিয়-কন্যা পুরুষান্তরে আসক্ত হইবার অপেক্ষা জ্বলন্ত চিতাতেও আত্মসমর্পণ করা শ্লাঘনীয় মনে করে।"

কর্ণাটরাজকুমার, সত্যপ্রিয়-নৃপতনয়া কমলার এবম্প্রকার বীরোচিত নির্ভীক বচন শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট-ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। একবার তাঁহার মনে হইল, রাজকন্যা যে সকল কথা বলিলেন তাহা সমস্তই সত্য; অতএব অবিলম্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষণবিলম্বেই তাঁহার সে সংকল্প পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ভাবিলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছে, যে, আমার সহিত এই রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছে; সুতরাং অকিঞ্চিৎকর নারীবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বাসরগৃহ পরিত্যাগ করা নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষের কার্য্য। বিশেষতঃ আমি এখানে একাকী নহি; পিতা, মন্ত্রী এবং সৈন্যসামন্তগণ সকলেই যখন এখানে আছেন, তখন যদি এই নিমিত্ত এ দেশের রাজার সহিত কোন মনান্তর উপস্থিত হয়, তাহাতেই বা শঙ্কার বিষয় কি আছে? যদি পরিণামে পত্নী লাভ না হয় তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু নারীর ভয়প্রদর্শনে ভীত হইয়া কখনই বাসরগৃহ পরিত্যাগ করা হইবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কর্ণাটরাজকুমার, কমলার বাক্যানুসারে সেই

গৃহেই স্বতন্ত্র পর্য্যঙ্কস্থিত শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন; কিন্তু চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা হইল না।

অল্পকালমধ্যেই নানাভরণবিভূষিতা ভুবনমোহিনী উষা সহাস্য-বদনে পূর্ব্বগগনে দর্শন দিলেন। জগৎপ্রাণ সমীরণ উষার আগমন-শ্রান্তি নিবারণ-নিমিত্তই যেন, নিঃশব্দপদসঞ্চারে সুগন্ধ-প্রসূন-গন্ধ অপহরণপূর্ব্বক তরুপল্লবাসনে উপবিষ্ট হইয়া পত্ররূপ জীবন-সাহায্যে ব্যজন করিতে লাগিল। কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি সুগায়ক বিহঙ্গম-কুল উষার শ্রবণবিনোদন নিমিত্তই যেন, সুললিত স্বরসংযোগে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। উপবনে প্রসূনপাদপশ্রেষ্ঠ বকুল, ধীর সমীরণের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া উষার চরণ-যুগলকে সুসজ্জিত করিবার নিমিত্তই যেন, প্রসন্নমনে অবিশ্রান্ত কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিল। গন্ধরাজ, গোলাপ, বেল, মল্লিকা, চম্পক, স্থলপদ্ম, জবা, অশোক, মালতী প্রভৃতি প্রস্ফুটিত প্রসূনসমূহ জগতে আপনাদের কার্য্যকারিতার পরিচয় প্রদানের নিমিত্তই যেন, কেহ কবরীভূষণ, কেহ কর্ণাভরণ, কেহ কণ্ঠহার, কেহ বলয় এবং কেহ বা মেখলা প্রভৃতি নানাবিধ মনোজ্ঞ অলঙ্কাররূপে উষাকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল। অন্যান্য কুসুম-ভূষণ দ্বারা উষার সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত দেখিয়া মাধবীলতা তাঁহার মনস্তুষ্টিসাধন-নিমিত্তই যেন, পবন-নিনাদিত-কীচক-ধ্বনি সহযোগে আপনার কুসুমাভরণবিভূষিত পল্লব-বাহু সঞ্চালনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। সরোবরনিবাসিনী কমলিনী প্রিয়সখী উষার আগমন দর্শনে স্বকীয় স্বামী ভাস্করদেবেরও আগমনকাল সন্নিহিত বুঝিতে পারিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে দিনমণিও তাহার আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক সহাস্যবদনে পূর্ব্বগগনে দর্শন দিলেন।

সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই কর্ণাটরাজ পৃথ্বীজিৎসিংহের দুরভিসন্ধি এবং জীবনকুমারের অন্তর্দ্ধানসংবাদ রাজপুরীমধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সত্যপ্রিয়নৃপতি কর্ণাটরাজের এবম্প্রকার নীচাশয়তায় নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু স্বকীয় স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে, এবং আত্মজা কমলার অনুরোধে, তিনি উহাঁদিগের প্রতি কোনপ্রকার বৈরাচরণ বা অসদ্ব্যবহার না করিয়া, বরং সম্ভ্রমসহকারে সকলকে বিদায় দিলেন। কর্ণাটরাজ পৃথ্বীজিৎসিংহ সত্যপ্রিয় নৃপতির এইরূপ ঔদার্য্য দর্শনে আপনাদের অসদা-চরণের নিমিত্ত নিতান্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অবিলম্বেই স্বরাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহারাজ সত্যপ্রিয়, পতিবিরহবিধুরা তনয়া কমলার মুখে জীবনকুমার-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক আকর্ণন করিয়া নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও ব্যথিত হইলেন; এবং জীবনকুমারকে অন্বেষণের নিমিত্ত অবিলম্বেই ভাগীরথী-তীরাভিমুখে বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিলেন। নদীতীরের নানা স্থানে অনেক অনুসন্ধান হইল,—জালজীবিগণ গঙ্গার গর্ভ পর্য্যন্তও যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিল, কিন্তু জীবনকুমারের কোন সংবাদই অবগত হওয়া গেল না। তখন রাজা, রাজ্ঞী এবং রাজপ্রাসাদস্থিত সকলেই নিতান্ত শোকাভি-ভূত হইলেন। পতিপরায়ণা কমলার দুঃখের আর অবধি রহিল না। তিনি সেই বাসরগৃহে থাকিয়াই কখন উন্মত্তার ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন,—কখনও বা স্থিরভাবে তৎকালীন কর্ত্তব্যবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আবার কখনও বা মূর্চ্ছাবশে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সকল ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যাবস্থায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কত লোক কত

প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইল না।

এদিকে জীবনকুমার নিশাবসানে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া অবিশ্রান্ত গমনে অল্পকালমধ্যেই ভাগীরথীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রত্যূষসময়ে জনকোলাহল পরিশূন্যা, প্রশান্তভাবসম্পন্না, পুণ্যসলিলা জাহ্নবীদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। গঙ্গাতীরের যে স্থানে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণের স্নানাদির স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্ত তাহার অনতিদূরে দুই চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সুতরাং জীবনকুমার প্রভাতের প্রতীক্ষায় সেই নির্জ্জন জাহ্নবী-গর্ভে বসিয়া জীবনের চরমকালীন প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যে কি চিন্তা উদিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্যক্তি তাদৃশ অবস্থাপন্ন না হইলে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নিজেই উপলব্ধি পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

যাহা হউক, অল্পকাল পরেই পক্ষিকুলের প্রাতঃকালোচিত কলরব শ্রবণে জীবনকুমারের একাগ্রচিন্তা বিচলিত হইল। তিনি নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক, পূর্ব্বগগনে বালার্কের অরুণ কিরণ-চ্ছটায় অন্ধকারকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, নিজ জীবনাবসানের সময় সম্মুখীন ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; এবং ভক্তিভাবে ভাগীরথীকে প্রণামপূর্ব্বক তদীয় পবিত্র সলিল স্পর্শনানন্তর জলে অবরোহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ জানু, কটিদেশ, বক্ষঃস্থল, অবশেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত হইলে পর, জীবনকুমার অশ্রুপূর্ণলোচনে ও ভক্তিগদ্গদবচনে কহিতে লাগিলেন,—"মা পতিতজন-নিস্তারিণি

ভাগীরথি! আমি মোহবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় নশ্বর বিষয়সেবায় উন্মত্ত থাকিয়া, কখন হাস্য, কখনও বা রোদন করিতে করিতে, এক্ষণে মৃত্যুর সাহায্যে তোমার আরামপ্রদ অঙ্কে আশ্রয়লাভের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। আহা! এই অনিত্য দেহের প্রতি মমতা সংস্থাপনপূর্ব্বক কত বিষয়েই যে মনকে আসক্ত করিয়াছিলাম,—কত পদার্থকেই যে ক্ষণকালের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে অসমর্থ ছিলাম,—তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু হায়! এ সময় ত উহাদের কেহই আর আমার অন্তঃকরণকে শান্ত করিতে পারিতেছে না। আহা! নশ্বরসংসারের আত্মীয়তা দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত মাতাপিতা আমাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন,—পরিজনবর্গ আমাকে মমতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন,—সুহৃদ্বর্গ আমাকে প্রীতিপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন,—এবং অবশেষে, বিধাতার কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত জানিনা, এক ব্যক্তি স্ত্রীরূপে আমাকে পরিণয়পাশেও বদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু মা! কৃতান্তের অনতিক্রম্য আকর্ষণে এখন কোন বন্ধনই ত আর আমাকে আবদ্ধ রাখিতে বা তোমার আশ্রয় গ্রহণের অন্তরায় হইতে পারিল না। যে আমি প্রতিদিন অসংখ্য বিষয়ের দাসত্ব করিতাম, সেই আমিই ত এখন কেবল তোমা-ব্যতীত আর কোন পদার্থেরই জন্য ব্যাকুল হইতেছি না! অতএব মা মোক্ষদায়িনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও!" এইরূপ বলিতে বলিতে জীবনকুমারের বাক্যরুদ্ধ হইয়া গেল, এবং নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই আবার তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, কিন্তু শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা লাবণ্যহীন হইয়া পড়িল। তখন তিনি একবার নয়ন

উন্মীলন ও পরক্ষণেই নিমীলনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদবচনে কহিলেন,—"ভাই কৃতান্ত! আর তোমার বিলম্বের প্রয়োজন কি? আইস ভাই! আমাকে আলিঙ্গন কর! তোমার অনুকম্পা ব্যতীত আমি ত আর শান্তিলাভ করিতে পারিব না।" এই বলিয়াই জীবনকুমার নীরব হইলেন; কিন্তু তাঁহার শরীর মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই প্রশান্তস্বভাব জীবনকুমার সহসা বিচলিত হইয়া উঠিলেন, এবং ভীতিবিজড়িত স্বরে কহিতে লাগিলেন—"উঃ, কি অসহনীয় উত্তাপ! কি যাতনা! কে আমার সর্ব্বাঙ্গে এরূপ অগ্নি জ্বালিয়া দিল!—আমি যে আর সহ্য করিতে পারি না।—কে আমার রক্ষাকর্ত্তা আছ, এই যাতনা হইতে আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর!—আমার প্রাণ যায় আমাকে রক্ষা কর,—আমাকে নিস্তার কর,—আমাকে শান্ত কর!—কে বিপন্নপ্রতিপালক আছ,—কে শরণাগত-জনের রক্ষক আছ,—কে অসহায়ের সহায় আছ, আমাকে দেখ! আমি মরিলাম! আমি মরিলাম!!"—এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিলেন।

নিকটে এমন কোন ব্যক্তিই ছিল না, যে তাঁহার সেই অন্তিমকালীন আর্ত্তনাদে সহানুভূতি প্রদর্শন করে; সুতরাং তাঁহার সেই অশ্রুজল সর্ব্বশক্তিমান্ করুণানিধান ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিল। যাহাহউক, ঐরূপ নিশ্চেষ্টভাবে ক্ষণকালমাত্র থাকিয়া জীবনকুমার একটী সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁহার সকল যাতনাই বিদূরিত হইয়া গেল। এমন সময়ে, অধিকক্ষণ জলে অবস্থিতিনিবন্ধনই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ-বশতঃই হউক,—সহসা তাঁহার একটী হাঁচী হইল;

পরক্ষণেই অনতিদূর প্রদেশ হইতে কে যেন 'জীব', এই দীর্ঘ-জীবনলাভসূচক আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিলেন।

সহসা প্রত্যূষসময়ে সেই নির্জ্জন জাহ্নবীতীরে আশীর্ব্বাদসূচক মানবকণ্ঠস্বর শুনিয়া জীবনকুমার বিস্মিত হইলেন; বিশেষতঃ মৃত্যুকালে ঐরূপ অনুচিত আশীর্ব্বাদ শ্রবণে তাঁহার মন আশীর্ব্বাদ-কর্ত্তাকে জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। সুতরাং তিনি ঐ আশীর্ব্বাদ-শব্দের উৎপত্তিস্থান অনুমান করিয়া সেই দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপমাত্র কোন এক ব্যক্তিকে অনতিদূরে উপবিষ্ট বোধ করিলেন। এই চমৎকার ঘটনাদর্শনে জীবনকুমার যেন মৃত্যু-যাতনাকেও বিস্মৃত হইয়া জাহ্নবী-সলিল হইতে উত্থানপূর্ব্বক সেই ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং দেখিলেন, ছিন্নগৈরিকবসনপরিহিত, সুদীর্ঘ-শ্বেতশ্মশ্রু-জটাসমন্বিত প্রশান্তভাবসম্পন্ন এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ যেন স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর গাত্রোত্থান করিতেছেন।

জীবনকুমার ব্রাহ্মণের সেই অসাধারণ সৌম্য মূর্ত্তি ও প্রশান্ত ভাব দর্শনে ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"দেব! এই দাস আসন্নমৃত্যু-সময়ে এক দুশ্ছেদ্য সন্দেহজালে বিজড়িত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারের আশায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে; যদি অভয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সংশয় নিবেদন করে।"

সদাশয় ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এইরূপ বিনীত প্রার্থনায় নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া সস্নেহমধুরবচনে কহিলেন,—"বৎস! তোমার সংশয় কি, নির্ভয়ে ব্যক্ত কর। উহা অপনোদন করা যদি আমার শক্তির আয়ত্ত হয়, তবে আমি প্রাণপণেও তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইব।"

তখন জীবনকুমার হৃষ্টচিত্তে কহিলেন,—"প্রভো! আমি মুনিজন-

প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অধ্যয়ন, এবং গুরুজনের কথিত উপদেশে শ্রবণ করিয়াছি যে, যিনি 'ব্রাহ্মণ', তাঁহার শক্তির সীমা নাই। কারণ, যাঁহারা নশ্বর পার্থিব-বিষয়-লাভ-বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিহারপূর্ব্বক পরাৎ-পর ব্রহ্মকে লাভ করিবার, অথবা তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইবার জন্য তদনুযায়ি কার্য্য সাধন করেন, তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ'। অতএব আমার বিশ্বাস এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা কখনই মিথ্যাবাদী নহেন। কিন্তু দেব! আমার এই আসন্নপ্রায় মৃত্যুকালে আপনার মুখ হইতে আমার দীর্ঘজীবনলাভসূচক আশীর্ব্বচন নিঃসৃত হইল কেন? তবে কি এই হতভাগ্য হইতে জগতের পরম পূজনীয় ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হইবে?" এই বিষয়েই আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহার অপনোদন করুন।"

সাধু এতক্ষণ অনিমেষনয়নে জীবনকুমারের আপাদমস্তক অব-লোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে উহাঁর বাক্য সমাপ্ত হইলে সস্মিতবদনে কহিলেন,—"বৎস! বিশ্বাসই মানবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস করে, সে তাহা হইতে সেই পরিমাণে উপকারও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি যদি ব্রাহ্মণের শক্তি ও কার্য্যের প্রতি দৃঢ়রূপে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া থাক, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।" দণ্ডায়মান সাধু এই কথা বলিয়া বৎসলভাবে জীবনকুমারের হস্তধারণ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার জাহ্নবীর সৈকতাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন। জীবনকুমারও সাধুর অঙ্গস্পর্শমাত্রই, কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়া, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ব্যাধের সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে নিবিড় অরণ্যনিবাসি কুরঙ্গ-কুল যেমন আকৃষ্ট হয়,—বিষবৈদ্যগণের মন্ত্রপাঠধ্বনি শ্রবণে বিবর-নিবাসি নাগকুল যেমন আকৃষ্ট হয়,—অথবা নয়নের অন্তরালবর্ত্তী বন্ধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে প্রিয়-বিরহকাতর বিপন্ন বন্ধুর মন যেমন আকৃষ্ট হয়, অরুণোদয়কালে শূন্যপ্রদেশ হইতে আগমনকারী, রমণীয় রক্তিম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, এক প্রবলপরাক্রান্ত অথচ সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের সমুজ্জ্বল-রত্নরাজি-খচিত রথ দর্শনে জীবনকুমারের নয়নও সেইরূপ আকৃষ্ট হইল।

দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ সেই রথ তাঁহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইল। ঐ সময় ঐ রথে প্রভাকরের নবপ্রভা প্রতিভাত হওয়ায় উহা যেপ্রকার সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছিল, লৌকিক কোন সৌন্দর্য্যের সহিতই তাহার তুলনা করা যায় না। জীবনকুমার রথ দর্শনমাত্রই বিমুগ্ধ ও বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হইলেন।

অনন্তর রথ ক্রমশঃ উঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলে তন্মধ্য হইতে সেই প্রশান্ত-জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবতরণপূর্ব্বক মন্থরগমনে সাধুর সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"তপোধন! বিধাতার অপ্রতি-বিধেয় বিধানানুসারে অদ্য এই রাজপুত্রের লোকান্তর-গমনের ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইনি দেবলোক-নিবাসী মহাপুরুষ। সহসা ভোগাভিলাষবশতঃ কর্ত্তব্যবিস্মৃত হওয়ায় ইহাঁকে এত দিন সংসারে মানবরূপে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে; এক্ষণে সেই কাল পূর্ণ হওয়ায় আমি ইহাঁকে ইহাঁর পূর্ব্বনিবাসস্থান দেবলোকে লইয়া

যাইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! আপনার অলৌকিক তপস্যাজনিত শক্তি-অতিক্রমপূর্ব্বক এই রাজপুত্রকে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, আপনি ইহাঁকে স্পর্শ করিয়া থাকিলে আমার এমন সামর্থ্য নাই যে, আমি ইহাঁর সম্মুখীন পর্য্যন্তও হইতে পারি। অতএব হে সাধো! বিধাতার বিধান অন্যথা করা যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে নির্দ্দিষ্টকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে আপনি এই রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করুন।"

নিমীলিতনেত্র সাধু তপঃপ্রভাবে সমীপবর্ত্তী নবাগত ব্যক্তির আগমনমাত্রই তাঁহাকে 'কৃতান্ত' বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে কৃতান্তের এবম্প্রকার বিনীত বচন শ্রবণে নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন,—"কৃতান্ত! তুমি যে সকল কথা কহিলে, সমস্তই ন্যায়সঙ্গত, সুতরাং স্বীকার্য্য; এবং বিধাতার বিধান অন্যথা করাও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু কোন আকস্মিক কারণবশতঃ অতি অল্পকালপূর্ব্বেই আমি এই রাজপুত্রকে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি; সুতরাং ব্রাহ্মণের অব্যর্থ বাক্য-রক্ষার অনুরোধে ইহাঁর জীবন-রক্ষার নিমিত্ত ঐকান্তিক যত্নবান্ হওয়াও আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তুমি আমার নিকট হইতে ইহাঁকে গ্রহণ কর; কিন্তু আমি কখনই স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

কৃতান্ত ব্রহ্মতেজঃপুঞ্জকলেবর ব্রাহ্মণের এতাদৃশ সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা-বচন শ্রবণে ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতবচনে কহিলেন,—"সাধো! আপনার বাক্য উল্লঙ্ঘন করি, আমার এমন শক্তি নাই; কিন্তু আমি বিধাতার দাস, সুতরাং তদীয় আদেশের

বিরুদ্ধাচরণ করাও আমার ক্ষমতার অতীত। অতএব হে ব্রাহ্মণ! আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষণমাত্র কালের নিমিত্ত এই রাজপুত্রকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমি কেবল ঐ সময়ের জন্য ইহাঁকে গ্রহণ দ্বারা বিধাতার আদেশ প্রতিপালন, এবং তৎপরেই প্রত্যর্পণ দ্বারা আপনার বাক্য রক্ষণে সমর্থ হই।" কৃতান্তের এই ন্যায়সঙ্গত বচন শ্রবণে সাধু মনে মনে নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন; এবং আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে জীবনকুমারের হস্ত পরিত্যাগ করিলেন।

জাহ্নবী-তীরে উপবিষ্ট থাকিয়া কৃতান্তের রথদর্শনের পর অবধি যে সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, জীবনকুমার সংজ্ঞাহীনতা-প্রযুক্ত তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং সাধু তাঁহার হস্ত পরিত্যাগ করিলে তিনি উহারও কিছুই জানিতে পারিলেন না। যাহাহউক, দেখিতে দেখিতে স্নেহবিহীন বর্ত্তিকার ন্যায় জীবনকুমারের ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজঃ ও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; এবং নিমেষকালমধ্যেই জীবনীশক্তি কৃতান্ত কর্ত্তৃক সংহৃত হওয়ায় ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার শরীর পার্শ্বোপবিষ্ট তপস্বীর অঙ্কে নিপতিত হইল।

সাধু ধ্যানপ্রভাবে পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত ঘটনা অবগত ছিলেন, সুতরাং জীবনকুমারের মৃতদেহ তদীয় অঙ্কে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার অন্তঃকরণ অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। বরং তিনি সেই সময় হইতে অধিকতর ঐকান্তিকতা-সহকারে পূর্ব্ববৎ স্বকীয় ইষ্ট-দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

ক্ষণকাল পরেই জীবনকুমারের মৃত শরীরে জীবনীশক্তির পুনরাগমনসূচক উষ্ণতা অনুভূত হইতে লাগিল; এবং ক্রমশঃ তাঁহার

শ্বাসবায়ু সঞ্চালিত, দেহ স্পন্দিত, নয়ন উন্মীলিত, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন সাধু নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক তদীয় হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"বৎস! গাত্রোত্থান কর; আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমি তপঃপ্রভাবে তোমার এই অকালমৃত্যুর কারণ অবগত হইয়াছি, এবং তোমার পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ অবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে সকল অদ্ভুত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে সে সমস্তও জানিতে পারিয়াছি। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি প্রথমতঃ তোমার নবপরিণীতা পত্নীর জীবনরক্ষার নিমিত্ত অবিলম্বেই মহারাজ সত্যপ্রিয়ের রাজধানীতে গমন কর। তদনন্তর বহুকাল বিলম্ব না করিয়া সহধর্ম্মিণীসহ তোমার মৃতকল্প মাতাপিতাদির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদেরও জীবন রক্ষা কর। তুমি গুণবান্ ও সুপণ্ডিত, অতএব তোমাকে আর অধিক উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে সর্ব্বদা এইমাত্র স্মরণ রাখিও যে, 'কাল' তাহার বিশাল বদন-ব্যাদানপূর্ব্বক প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রাণিগণকে গ্রাস করিতেছে। ইতিমধ্যে কে যে কখন উহার কবলিত হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি যতক্ষণ জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ তিনি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও, সকল বিষয়েই অনাসক্তভাবে ভোগ, এবং সকল প্রাণীর প্রতিই সম-প্রীতিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার, করা তাঁহার কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এইরূপে ইহলোকে অবস্থিতি করিতে পারেন কালগ্রস্ত হইলেও, তাঁহার শান্তির অভাব হয় না। যাহাহউক, এক্ষণে তুমি স্বকার্য্যসাধনে গমন কর, আমিও আর অধিকক্ষণ এখানে কালহরণ করিতে পারিতেছি না।"

জীবনকুমার ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রথম বাক্য শ্রবণ ও

হস্তধারণমাত্রই তদীয় অঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই জীবনদাতা মহাপুরুষের মুখে নিজ জীবন বিষয়ক অতীত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ এবং তদীয় অসাধারণ তপস্যালব্ধ অলৌকিক শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন,— "গুরুদেব! এ দাস যে কোন্ সুকৃতির ফলে অদ্য আপনার পবিত্র পাদপদ্ম-দর্শনের অধিকারী হইয়াছে, তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত আর কে বলিতে পারে? প্রভো! আমি ভক্তিহীন দীন মানব, আমার ত এমন কিছুই নাই, যদ্দ্বারা আমি আপনার পূজা করিতে পারি। কিন্তু হে জীবনদাতঃ! আমার এই ভাবনা হইতেছে, যে আপনি আমার লোচনের অন্তর্হিত হইলে, আপনার বিরহে কিরূপে আমার এই নবপ্রাপ্ত জীবন রক্ষিত হইবে? অতএব হে দয়ানিধে! আমি জীবিত থাকাই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আপনিই আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন। আপনি যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানে যাইব। আমার ইন্দ্রিয়গণ এখন হইতে আপনারই আদেশ প্রতিপালন করিবে, এবং আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, তবে এ জীবনও নিশ্চয়ই আপনার অনুগামী হইবে; কারণ, এ নবজীবন আপনারই অধিকৃত। গুরুদেব! আপনার আদেশানুসারে সহধর্ম্মিণীর জীবনরক্ষণ এবং মাতাপিতার চরণদর্শনাদি কার্য্য যদি আমার করণীয় হয়, তবে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।"

সাধু রাজনন্দনের এতাদৃশ ঐকান্তিকভক্তিপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া আনন্দ-গদ্গদ বচনে কহিলেন,—"বৎস জীবনকুমার! তোমার এই জীবন, সর্ব্বজীবননিদান জগদীশ্বরেরই প্রদত্ত। কেবল

তিনি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জীবনদান করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। তাঁহার আদেশে কৃতান্তকর্ত্তৃক তোমার জীবন দেহচ্যুত হইতেছিল, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে উহা আবার রক্ষিত হইয়াছে। আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। বৎস! তোমার ঐকান্তিক ভক্তিদর্শনে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, সেই করুণানিধান ভগবানই তোমার এতাদৃশ ভক্তির পাত্র; আমি নহি। তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ তাহা না করিলেও উহা সিদ্ধ হইত; কেন না তোমার জীবনদাতা জগদীশ্বর নিরন্তরই তোমার সঙ্গে থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিতেছেন। তথাপি যদি তোমার কোন প্রয়োজন বশতঃ কখনও আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমায় স্মরণ করিলেই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমার অভীষ্ট সাধনে যত্নবান্ হইব। যাহা হউক, বৎস! আমি এক্ষণে বিদায় হই।"

জীবনকুমার সাধুর এই সদয় বচন শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলেন তাহা বর্ণনাতীত। আহ্লাদভরে তিনি সাধুকে আর কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবল ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাধুর চরণরেণু-গ্রহণের আশায় হস্তপ্রসারণ করিয়া দেখিলেন যে, সেই মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভীতিজনক স্বপ্ন-সন্দর্শনে রুদ্ধকণ্ঠ ব্যাধিপ্রপীড়িত ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা যেরূপ সম্ভব হয়,—গগনস্পর্শি-নগেন্দ্র-শিখর-বিনিক্ষিপ্ত নিরপরাধ ব্যক্তির আন্তরিক অবস্থা যেরূপ সম্ভব হয়,—সাধুর অন্তর্দ্ধান-দর্শনে কৃতান্ত-কবল-বিমুক্ত জীবনকুমারের অন্তঃকরণও যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইল; কিন্তু তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে স্বীয় জীবন-রক্ষক সেই ব্রাহ্মণের প্রতি অণুমাত্রও সন্দেহোদয় না হইয়া বরং তৎপ্রতি অনুরাগই বৰ্দ্ধিত হইল। সুতরাং তিনি উদ্দেশে তাঁহাকেই আপনার উপাস্য দেবতা বা পরমোপদেষ্টা 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই গুরুর আদেশ* অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া জীবনকুমারের বোধগম্য হওয়ায় তিনি অবিলম্বেই কলুষ-বিনাশিনী জহ্নুমুনিতনয়া ভাগীরথীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রথমতঃ শ্বশুর-নিবাসাভিমুখেই যাত্রা করিলেন।

জীবনকুমার জীবনবিসর্জ্জনের আশায় সত্যপ্রিয় নৃপতির প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, সৌভাগ্যক্রমে যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অল্পক্ষণের মধ্যেই জাহ্নবীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভ্রান্তিবশতঃ সেই পথ বিস্মৃত হইয়া আর এক পথে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাপ্রযুক্ত সেই ভ্রান্তি অনুভূত না হওয়ায় তিনি কোন ব্যক্তিকে নিজের গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসাও করিলেন না। এইরূপে ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া

* ৮৭ পত্রাঙ্কের ৮ম পংক্তি হইতে ১৩শ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডতাপে নিতান্ত সন্তাপিত হওয়ায়, সহসা তাঁহার পথভ্রান্তি অনুভূত হইল। তখন তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তী তরুতলে কয়েকজন পথিককে উপবিষ্ট দেখিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; এবং উহাদের সমীপস্থ হইয়া আপনার গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসা করায় সৌভাগ্যক্রমে উহাদের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি তাঁহার পথপ্রদর্শক হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। সুতরাং জীবনকুমার পথভ্রান্তিজনিত চিন্তা হইতে নিরস্ত হইয়া বিশ্রামবাসনায় সেই তরুতলে তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এই সময় তিনি শারীরিক পরিশ্রম হইতে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত অবসর পাইলেন বটে, কিন্তু অপর এক বিষম চিন্তা তদীয় অন্তঃকরণকে পুনর্ব্বার অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—গুরুদেব আমার অবস্থা-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনটীই অলীক নহে; কিন্তু তাঁহার আদেশদ্বয়ের মধ্যে—"নবপরিণীতা পত্নীর 'জীবন-রক্ষার' নিমিত্ত অবিলম্বেই শ্বশুরনিবাসে গমন কর"—এই কথাটীর কোন অর্থই ত বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি রাজকুমারী কমলা আমার অদর্শনে প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন? কিন্তু তাহাতে আমার ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না; কারণ, আমার সহিত তাঁহার অতি অল্পক্ষণমাত্রেরই পরিচয়; বিশেষতঃ তাঁহার পরিণয়ার্থী কর্ণাটরাজকুমারের উপস্থিতি-সত্ত্বে, এবং মাতাপিতাদির সম্মুখে ঐ রাজপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, আমার অদর্শনে দুর্লভ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করা কি সামান্য কথা? যাহা হউক, এই বিষয়ে এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, পান্থগণ সকলেই তরুতলপরিহারপূর্ব্বক আপন আপন গন্তব্যপথের অনুসরণ করিল

দেখিয়া জীবনকুমারও পথপ্রদর্শক-সহ স্বকীয় অভীষ্ট প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ ব্যক্তি এতক্ষণ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পায় নাই; এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জীবনকুমার উন্মনাঃ থাকিলেও, পাছে সে ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়, এই ভাবিয়া তদীয় প্রশ্নের যথাশক্তি উত্তর প্রদান পূর্ব্বক দ্রুতপদে রাজধানীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যোজনপরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া, প্রায় অপরাহ্ণ সময়ে উহাঁরা রাজধানীর সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বদিবস ঐ মহানগরীর যেরূপ সৌন্দর্য্য জীবন-কুমারের নয়নগোচর হইয়াছিল, অদ্য যেন তাহার সম্পূর্ণই বিপরীত। দিবাভাগে নগরীস্থ অধিকাংশ আবাসের, অধিক কি, পথিপার্শ্বস্থিত বিপণিসমূহেরও দ্বার রুদ্ধ; রাজপথসকল সলিল-সিঞ্চনাভাবে উড্ডীয়মান ধূলিপটলে অন্ধকারময়; অধিবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যেন কোন আকস্মিক বিপদের বশবর্ত্তী হইয়া বিষণ্ণবদনে একদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান; যানসকল চালক-বিহীন ও আরোহিপরিশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত;—নগরীর এইরূপ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইল।

সহসা রাজধানীর এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা সন্দর্শনে জীবনকুমার অতীব চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সঙ্গিসহ ত্বরিতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে না হইতেই অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদশিখরে উড্ডীয়মান বিষাদসূচক কৃষ্ণ-পতাকা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে জীবনকুমার, সত্যপ্রিয় নৃপতির সহিত কর্ণাটরাজ পৃথ্বীজিৎসিংহের সংগ্রাম-সঙ্ঘটন ভাবিয়া, আপনাকেই ঐ অনর্থের কারণ বিবেচনায় মনে মনে নিতান্ত

ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার সেই সামান্য সন্দেহ, বিষম বিষাদে পরিণত হইল।

এই অবস্থায় অধিক দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে না হইতেই ডিণ্ডিমধ্বনির সহিত, কাতরকণ্ঠবিনিঃসৃত একপ্রকার মিলিত স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। শ্রবণমাত্র জীবনকুমার, ঐ শব্দ কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটী জনতার সম্মুখভাগে কৃষ্ণপরিচ্ছদপরিহিত প্রহরীচতুষ্টয় কৃষ্ণপতাকা-ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে যেন কি ঘোষণা করিতে করিতে তাঁহাদেরই অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা উহাদের ঐ কথা শুনিতে পাইতেছে, তাহারাই ব্যগ্রতাসহকারে রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবমান হইতেছে।

ক্রমশঃ ঐ প্রহরিগণ তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইলে উহাদিগের মুখ হইতে নিম্নলিখিত ঘোষণা শ্রবণগোচর হইল;—"হে রাজ্যবাসী রাজবৎসল মহাত্মগণ! আপনারা সকলেই হয় ত অবগত আছেন, বিগত যামিনীযোগে আমাদের রাজনন্দিনীর শুভপরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যামিনী-শেষে রাজজামাতা যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন, কুত্রাপি তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। রাজকুমারী স্বামি-বিরহে উন্মত্তা হইয়া অদ্য সায়ংকালে গঙ্গাতীরে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে শরীর বিসর্জ্জন করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি অনুগ্রহপূর্ব্বক অদ্য সন্ধ্যাকালমধ্যে সেই রাজপুত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, আমাদের মহারাজ তাঁহাকে নিজের সমগ্র রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

আর যদি ঐ কালের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই রাজপুত্রের অবস্থিতির প্রকৃত কোন সংবাদও দিতে পারেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। গঙ্গাতীরস্থিত রাজোদ্যানপার্শ্বে চিতা প্রস্তুত হইয়াছে; রাজনন্দিনী-সহ রাজপুরীর সমস্ত ব্যক্তিই সেই স্থানে উপস্থিত আছেন। এক্ষণে যদি মহারাজের এই আসন্ন বিপদে আপনাদের কাহারও অন্তঃকরণ বাস্তবিক ব্যথিত হয়, তবে অবিলম্বেই সেই রাজপুত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন।"

এই অভাবনীয় ঘোষণা শ্রবণ করিয়া জীবনকুমার যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। গুরুবাক্যের যাথার্থ্য প্রতীয়মান হওয়ায় 'আনন্দ',—ক্ষণকালের জন্য পরিচিত স্বামীর বিরহে রাজনন্দিনী কমলার প্রিয়তম-জীবন-বিসর্জ্জন-প্রতিজ্ঞা শ্রবণে 'বিস্ময়',—এবং পাছে তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বে কমলা চিতানলে আত্মসমর্পণ করেন এই ভাবিয়া 'বিষাদ',—তদীয় অন্তঃকরণে উদিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, জীবনকুমার আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতে না পারিয়া সহযাত্রী পথিকের সহিত ত্বরিতপদে জাহ্নবীতীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিক তাঁহাকে রাজজামাতা বলিয়া জানিত না; তথাপি স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উহাঁর পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অল্পকাল পূর্ব্বেই উহাঁরা সেই রাজোদ্যানের সমীপবর্ত্তী হইলেন। রাজনন্দিনী কমলার চিতারোহণের আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না থাকায় সে সময় কেবল উচ্চ হাহাকার ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইল না। তখন জীবনকুমার প্রিয়তমা পত্নীর জীবনরক্ষার নিমিত্ত অবিলম্বেই তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী

হইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু একাকী সেই ভীষণ জনতা অতিক্রম করা সামর্থ্যের অতীত বোধ হওয়ায়, তাঁহার মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। তখন তিনি প্রথমতঃ মনে করিলেন, পথিকবন্ধু দ্বারা স্বীয় আগমনসংবাদ ঘোষণাপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু পরে সে সঙ্কল্প তাঁহার ভাল বলিয়া বোধ হইল না। তখন তিনি সেই জনতামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে উহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা তাঁহার জীবনরক্ষক সেই সাধুর বিদায়কালীন আশ্বাসবচন* স্মরণ হওয়ায় জীবনকুমার তাঁহাকে উদ্দেশে সম্বোধন করিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন,—"গুরুদেব! আমি আপনার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া এখানে আসিলাম বটে, কিন্তু একাকী এই ভীষণ জনতা অতিক্রম করিয়া বোধ হয় সহধর্ম্মিণীর জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না। অতএব প্রভো! এ সময় আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে আমার আর উপায়ান্তর নাই।"

এই কথা বলিবার পরই জীবনকুমারের অন্তঃকরণে যেন একপ্রকার অভিনব শক্তির আবির্ভাব হইল; এবং তদীয় সহযাত্রী ব্যক্তিও ঐ সময় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"মহাশয়! এখানে এই ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ফল কি? আপনার শরীরে সামর্থ্য আছে, আমিও নিতান্ত দুর্ব্বল নহি; অতএব আসুন, চেষ্টা করিয়া এই জনতা অতিক্রমপূর্ব্বক ব্যাপার দর্শন করি।"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় অনতিদূরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রবলবেগে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল। জীবনকুমার

* ৮৯ পত্রাঙ্কের ৯ম হইতে ১২শ পংক্তি পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

উহাকে প্রজ্জ্বলনোন্মুখ-চিতা-সমুত্থিত ধূমরাশি অনুমানে আর নিশ্চেষ্টভাবে থাকিবার সময় নাই বুঝিতে পারিয়া, সহচর পথিকের উৎসাহপূর্ণ বচনানুসারে তৎসমভিব্যাহারে বীরের ন্যায় অসীম-সাহস-সহকারে প্রহরী-সংরক্ষিত সেই ভীষণ জনতাকে আলোড়ন ও অতিক্রমপূর্ব্বক, সকলের সম্মুখভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোন ব্যক্তিই তাঁহাদের সেই স্থানে অবস্থিতির প্রতিরোধী হইল না।

যে স্থানে জীবনকুমার দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত চিতার অপর পার্শ্বে কমলা, রাজা, রাজ্ঞী প্রভৃতি রাজপুরীস্থ প্রায় সকল ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তাঁহাদের আন্তরিক অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য।

যাহা হউক, ক্রমশঃ ভগবান্ ভাস্করদেবকে অস্তগমনোন্মুখ দেখিয়া, রাজদুহিতা কমলা পতিবিরহ-যাতনা-নিষ্কৃতির উপায়-স্বরূপ প্রজ্জ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণের আশায় উহার সমীপ-বর্ত্তিনী হইলেন। রাজা ও রাজ্ঞী প্রথমে কমলাকে এই অসমসাহসিক ব্যাপারে বিরত করিবার নিমিত্ত উপদেশ ও সান্ত্বনাদি দ্বারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুহিতার এতাদৃশ অকৃত্রিম পতিপরায়ণতা দর্শনে, এবং তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্পের বিরোধী হইলে পাছে কন্যা আত্মহত্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরর্থক অপ-রাধের ভাগী করে, এই ভাবিয়া, অগত্যা তাঁহারা অবশেষে ঐ কার্য্যে আত্মজাকে মৌনভাবে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তথাপি মমতার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ভগ্ন করিতে না পারিয়া, তাঁহারা উহাঁর সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী-তীরে আসিয়াছিলেন; এবং

এক্ষণে সেই মমতায় আকৃষ্ট হইয়াই অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে করিতে কমলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চিতার সন্নিহিত হইলেন। কেবল রাজা ও রাজ্ঞী কেন, তৎকালে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই লোচন হইতে বিষাদাশ্রু বিনির্গত হইতেছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সেই আসন্ন-মৃত্যু-সময়ে কমলার বদনমণ্ডল হইতে একপ্রকার অলৌকিক আনন্দসূচক ভাবপ্রতিভা বিনিঃসৃত হইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বোধ হইল, সত্যপ্রিয়তনয়া কমলা যেন তখন দেবীমূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া দেবলোকনিবাসী জীবিতেশ্বর জীবনকুমারের পাদপদ্মে জীবন-সমর্পণপূর্ব্বক শান্তিলাভ করিবার নিমিত্ত মনে মনে কামনা করিতেছিলেন।

ক্ষণকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, রাজনন্দিনী সাষ্টাঙ্গে নিজ জনকজননীর চরণবন্দনানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রথমতঃ রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"পিতৃদেব! মঙ্গলবিধাতা ভগবানের আদেশক্রমে আমি অনেক দিন আপনার আশ্রয়ে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছিলাম; কিন্তু বিগত যামিনীতে আপনি আমাকে, স্বামী বলিয়া যে ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন। অতএব আপনি এখন আমার প্রতি মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদায় দিন, আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হই।"

অনন্তর কমলা অশ্রুপূর্ণনয়না জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা! আপনি আপনার এই প্রিয়তমা তনয়াকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইবেন বলিয়াছিলেন; এক্ষণে আপনার সে অভিলাষ সফল হইয়াছে। এখন আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি সহাস্যবদনে সেই উপাস্যদেবতা

স্বামীর শরণাপন্ন হই। এ সময় আপনারা যদি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় নিতান্ত কাতর হন, এবং তজ্জন্য যদি আমার অন্তঃকরণ সেই পরমদেবতা পতির পাদপদ্মধ্যানে অবধানচ্যুত হয়, তাহা হইলে আমার ক্লেশের আর পরিসীমা থাকিবে না। মা! নিশ্চয়ই জানিবেন, আপনার কন্যা হইয়া আমি স্বামি-বিরহে আর কোনক্রমেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। অতএব জননি! আপনি বাৎসল্যজনিত মমতাপাশচ্ছেদনপূর্ব্বক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিতেছি না।"

রাজমহিষী শিবসুন্দরী এতক্ষণ মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তনয়ার এই শেলসম নিদারুণ বচন শ্রবণ করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে উহাতে তাঁহার শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় কমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই তাঁহার চৈতন্য অন্তর্হিত হইল; সুতরাং তিনি বায়ু-বিতাড়িতা লতিকার ন্যায় ভূমিতলে নিপতিতা হইলেন। পরিচারিণীগণ শুশ্রূষার নিমিত্ত সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিল।

মহারাজ সত্যপ্রিয় এতক্ষণ স্তব্ধভাবে এই সকল ঘটনা অবলোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া, ধীর-গম্ভীর-বচনে কহিলেন,—"মা কমলা! আর তোমার বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে অক্ষুব্ধচিত্তে কহিতেছি তুমি তোমার স্বামি-বিরহ-শান্তির নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কন্যোচিত সাহস-সহকারে এই প্রজ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণ দ্বারা সতীত্বের জাজ্বল্যমান পরিচয় প্রদান কর।" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজার সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, এবং তিনিও অবিলম্বে মূর্চ্ছিত, ভূপতিত ও স্থানান্তরীকৃত হইলেন।

এই হৃদয়বিদারণ আকস্মিক ব্যাপার দর্শনে উপস্থিত অগণ্য ব্যক্তির হৃদয় শোকাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বীরহৃদয়া রাজকুমারী কমলা তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত না হইয়া, বরং অধিকতর সাহস-সহকারে গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"হে অমরলোকনিবাসী মহাপুরুষগণ! হে মর্ত্ত্যলোক-নিবাসী ব্রাহ্মণগণ! আপনারা প্রসন্নমনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর চরণ-দর্শনের নিমিত্তএই চিতানলে তনুত্যাগ করিয়া যেন সফলমনোরথ হইতে পারি।" অনন্তর জীবনকুমারকে উদ্দেশে সম্বোধনপূর্ব্বক গলদশ্রুলোচনে কহি-লেন,—"হে জীবিতেশ্বর! এ দাসী তোমার অদর্শনে নিতান্তই কাতরা হইয়াছে, তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমি তোমারই দর্শনাশায় এই জ্বলন্ত পাবকে জীবন-বিসর্জ্জন করিলাম, তুমি আমাকে আশ্রয় প্রদান কর।" এইরূপ বলিতে বলিতেই কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে সেই অবস্থাতেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শনৈঃ শনৈঃ কমলার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তখন তিনি সেই প্রবল শিখাসমন্বিত প্রজ্বলিত চিতানলকে সম্বোধন করিয়া কাতরবচনে কহিলেন,—"হে হুতাশন! তুমি গ্রাস করিতে না পার, জগতে এমন কোন পদার্থই নাই; আমি তোমার এই সর্ব্বসংহারিণী শক্তিকে নমস্কার করি। কিন্তু হে সর্ব্বভুক্! আজ তোমাকে দেখিয়া আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইতেছে কেন? আমি স্বামীর চরণদর্শনাশায় তোমাতে আত্মসমর্পণের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি; সকলেই আমার নিমিত্ত কাতর হইয়াছেন; কিন্তু কেবল তুমিই আমাকে দেখিয়া সমীরণ-সমা-

ন্দোলিত-শিখাচ্ছলে শিরঃসঞ্চালনপূর্ব্বক উপহাস-সূচক হাস্য করিতেছ কেন? তবে কি তুমি আমাকে আত্মসাৎপূর্ব্বক আমার স্বামি-বিরহ-বেদনার শান্তি করিবে না? অথবা আমি কি এমনই পাপীয়সী যে, আমাকে গ্রাস করিলে পাছে তোমার কলঙ্ক হয়, এই ভয়ে তুমি শিরশ্চালনপূর্ব্বক আমাকে দূরীভূত হইতে ইঙ্গিত করিতেছ? পাবকদেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর! এসময় তুমি ভিন্ন যে আমার আর কেহই সহায় নাই! অনন্তর স্বামীকে উদ্দেশে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন,—"হে জীবনবল্লভ! তুমি কোথায় রহিয়াছ, ইহলোকে দাসী তোমার সেবা করিতে পারিল না বলিয়াই পরলোকে সেই বাসনা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই অনলে আত্মসমর্পণ করিতেছে; তুমি ইহাকে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও!" এই বলিতে বলিতে রাজনন্দিনী কমলা বাতাহতা নিরাশ্রয়া লতিকার ন্যায় জ্বলিত-চিতানলে নিপতিতা হইলেন।

জীবনকুমার এতক্ষণ কমলার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থিরভাবে তাঁহার সকল কথাই শুনিতেছিলেন; কিন্তু কোন অভাবনীয় কারণ-বশতঃ তাঁহার শরীর জড়বৎ নিস্পন্দ হওয়ায়, পত্নীকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, কমলা যেমন চিতানলে নিপতিত হইলেন, অমনিই প্রিয়তমার চিরবিরহ-জনিত অশান্তি হইতে কিয়ৎকালের জন্য রক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন, মূর্চ্ছা আসিয়া জীবনকুমারের সংজ্ঞাসংহরণপূর্ব্বক তাঁহার শরীরকে ভূতলশায়ী করিল। বোধ হইল, যেন পতিগতপ্রাণা কমলার আন্তরিক অকৃত্রিম অনুরাগবন্ধনদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই, তদীয় জীবন দেহ-নিবাস-পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়া-জীবনের অনুগামী হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যাঁহার অপরিসীম অনুকম্পায় অরণ্য-মধ্যে সদ্যোজাত মাতৃহীন মানবশিশুর জীবন রক্ষিত হয়,—যাঁহার অপরিসীম অনুকম্পায় অণ্ড-মধ্যে অসহায় বিহগশাবকের জীবন রক্ষিত হয়,—যাঁহার অপরিসীম অনুকম্পায় অন্য জীবকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়াও উহার প্রবল জঠরানল-মধ্যে ক্ষুদ্রকায় কীটের জীবন রক্ষিত হয়,* ভীষণ-হুতাশন-মধ্যে নিপতিত হইয়াও তাঁহারই অপরিসীম অনুকম্পায় সত্যপ্রিয়নন্দিনী কমলার জীবন রক্ষিত হইল। তিনি প্রজ্বলিত চিতানল-মধ্যে নিপতিত হইবামাত্রই অভাবনীয় ঘটনাক্রমে সুদীর্ঘ-জটাশ্মশ্রুসমন্বিত গৈরিক-বসনপরিহিত তেজঃপুঞ্জকলেবর এক ব্রাহ্মণ হস্তদ্বয় দ্বারা কমলাকে ধারণপূর্ব্বক বহ্নিমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া সস্নেহমধুরবচনে তাঁহাকে কহিলেন,—"মা! মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট-কাল উপস্থিত না হইলে, কোন প্রাণীরই জীবন অনল সলিলাদি কোন পদার্থের শক্তি দ্বারাই দেহবাসবিশ্লিষ্ট হইতে পারে না। তুমি পতির অদর্শনজনিত যাতনার শান্তি-নিমিত্ত হুতাশনে শরীরসমর্পণ করিতে গিয়াছিলে, কিন্তু মৃত্যুর নিরূপিত কাল উপস্থিত না হওয়ায় অগ্নি তোমার অঙ্গকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হন নাই। সে যাহা হউক, বৎসে! যাঁহার অভাবে তুমি সংসারের সকল বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া মৃত্যুকেই সুখের সোপান মনে করিয়াছিলে, যাঁহাকে লাভ করিবার অভিলাষে এই কিশোর বয়সে নিজের প্রিয়তম কলে-

* পুরুভুজ প্রভৃতি প্রাণিগণের ভুক্ত কীটাদি কখন কখন উহাদের জঠরমধ্য হইতে জীবিতাবস্থায় বহির্গত হইয়া থাকে। (চারুপাঠ ১ম ভাগ 'পুরুভুজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

বরকেও হুতাশনে সমর্পণ করিতে তোমার অন্তঃকরণ অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, তোমার সেই পরমপ্রিয় পতিদেবতা এখনও গতাসু হন নাই। তাঁহার মৃত্যু-সংঘটন যদিও অবশ্যম্ভাবি ছিল বটে, কিন্তু করুণানিধান ভগবান্ তোমার ঐকান্তিক পতিপরায়ণতা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া, কোন আকস্মিক ঘটনাদ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে আইস মা, আমি তোমার পতিভক্তির ভগবদ্দত্ত পুরস্কার স্বরূপ সেই স্বামিরত্ন তোমাকে প্রদানপূর্ব্বক আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করি।" এই বলিয়া সাধু বিস্ময়াভিভূতা কমলার হস্তধারণপূর্ব্বক যেখানে হতচেতন জীবনকুমার নিপতিত ছিলেন তথায় অবাধে উপস্থিত হইলেন।

জীবনকুমার অচৈতন্য অবস্থায় ভূপতিত হইবার পর, তাঁহার সেই পথপ্রদর্শক পথিকবন্ধু ও অপর কতিপয় ভদ্র দর্শক, তদীয় শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। অনেকেরই মনে হইয়াছিল, অতিরিক্ত জনতা অতিক্রমপূর্ব্বক আগমন-জনিত পরিশ্রমেই সহসা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ; অধিকন্তু অল্পকালের মধ্যে তাঁহার শরীরকে নিতান্ত বিকৃতভাবাপন্ন দেখিয়া, জীবনের অস্তিত্ব বিষয়েও অনেকের সন্দেহ হইয়াছিল। সুতরাং রাজকুমার এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধরাতলেই মৃতবৎ পতিত ছিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে চিতানলসমুত্থিত মহাপুরুষ কমলার সহিত জীবনকুমারের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্রই তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি চকিতভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিস্ময়পূর্ণনয়নে সেই মহাপুরুষের আপাদমস্তক দর্শনানন্তর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক ভক্তিগদ্গদবচনে কহিলেন,—"গুরুদেব! এ দাস কোন্ সুকৃতবলে পুনর্ব্বার শ্রীচরণ দর্শনের অধিকারী হইয়াছে?" এই বলিয়াই

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; তিনি আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না; কেবল অবনতশীর্ষ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। জীবনকুমারের তৎকালীন ভাবদর্শনে বোধ হইয়াছিল, যেন তিনি আরও কতই কথা বলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা কণ্ঠরোধ হওয়ায় তাঁহার রসনা আর একটী মাত্র শব্দও উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল না; কেবল নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। দর্শকমণ্ডলী এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে মন্ত্রবিমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় অনিমেষনয়নে উহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

জীবনকুমার সংজ্ঞালাভানন্তর সহসা সম্মুখে স্বীয় জীবনদাতা সেই সাধুপুরুষকে সন্দর্শন করিয়া এরূপ হর্ষোন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তিনি যে কোথায় কি অবস্থায় আছেন তাহা পর্য্যন্তও তাঁহার স্মরণ ছিল না। সুতরাং তিনি প্রথমে, সাধুর পার্শ্ববর্ত্তিনী হুতাশন নিষ্ক্রান্তা সহধর্ম্মিণী কমলাকেও দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি সহসা কমলার প্রতি পতিত হওয়ায় তিনি বর্ত্তমান ঘটনাকে স্বপ্ন বা ভ্রান্তি বিবেচনা করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ফলতঃ অনতিপূর্ব্বে ভীষণ চিতাহুতাশনে যাঁহার আত্মসমর্পণ সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে,—যাঁহার তনুত্যাগদর্শনজনিত শোকে অসংখ্য ব্যক্তির হাহাকার যেন এখনও অন্তঃকরণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—তাঁহাকেই আবার জীবিত অবস্থায় অক্ষুন্নশরীর দর্শন করিলে মর্ত্ত্যবাসী কোন্ ব্যক্তি না বিস্মিত হয়?

যাহা হউক, এই ভাবে ক্ষণকাল অতিক্রান্ত হইলে পর, সাধু স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে জীবনকুমার ও কমলা উভয়েরই মনোগত ভাব

বুঝিতে পারিয়া প্রথমতঃ রাজপুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—"বৎস জীবনকুমার! সংশয় পরিহার কর; তোমার সহধর্ম্মিণী তোমার অদর্শন-জনিত বিষাদে শরীর-বিসর্জ্জনের নিমিত্ত হুতাশনে প্রবেশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের অনুকম্পায় তাঁহার জীবন রক্ষিত হইয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে ইহাঁকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সংসার-বাসের অবশিষ্টকাল পবিত্রভাবে যাপন কর। আর তোমাদের কোনপ্রকার অশান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

অনন্তর ঐ মহাপুরুষ কমলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা! যাঁহার অদর্শনে তুমি জগৎকে শূন্যময় অবলোকন করিতেছিলে, যাঁহাকে পরলোকে লাভ করিবার আশায় হুতাশনেও তনু-ত্যাগ করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হও নাই, ইনিই তোমার সেই পরমারাধ্য স্বামী; ইহাঁকে প্রণাম কর। ইহাঁকে চিরকাল সমভাবে সেবা করিও, তাহা হইলে তোমাকে আর কখনই ক্লেশ পাইতে হইবে না। যাও মা, এখন স্বচ্ছন্দে পিতৃনিবাসে প্রতিগমন কর, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সাধু নিমেষমধ্যে সেই জনতায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। জীবনকুমার ও কমলা উভয়েই উভয়ের প্রতি অদৃষ্টপূর্ব্ব সতৃষ্ণদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নির্ম্মিতপ্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কমলার চিতানল হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তি অবধি জীবনকুমার-লাভ পর্য্যন্ত ঘটনা এত অল্পকালমধ্যে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল যে, সমীপবর্ত্তী দর্শকগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য অবধারণে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা রাজকন্যা যে চিতানল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উপস্থিত প্রায় সকল ব্যক্তিরই কর্ণগোচর হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, সাধুর অন্তর্দ্ধানমাত্র সমীপস্থিত রাজ-কর্ম্মচারিগণ অবিলম্বেই উদ্যানবাটিকার তোরণ হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে জীবনকুমার ও কমলা দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানপর্য্যন্ত কাণ্ডপট দ্বারা আচ্ছাদিত করাইয়া, উহাঁদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ঐ আবৃত স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী প্রদেশে কতিপয় কর্ম্মণ্যা কিঙ্করীকে নিযুক্ত রাখিয়া দিলেন।

এই আনন্দজনক সংবাদে, অবিলম্বেই বিগতচেতন রাজা ও রাজমহিষীর মূর্চ্ছাপনোদন হইল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চকিত-ভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্লচিত্তে ও ব্যগ্রতাসহকারে দুহিতা ও জামাতার দর্শনোদ্দেশে তাঁহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; রাজপুরী হইতে আগত ব্যক্তিগণও উহাঁদের অনুবর্ত্তী হইল।

জীবনকুমার ও কমলা ইতিপূর্ব্বে যে স্থানে যে ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, রাজা রাজ্ঞী ও রাজপুরবাসিবর্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে অবিকল সেই ভাবেই অবস্থিত অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে উহাঁদের অন্তঃকরণে একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল; সেই নিমিত্ত উহাঁরা সকলেই কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনয়নে তাঁহাদের সেই অলৌকিক প্রশান্ত ভাব দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী, দুহিতা ও জামাতাকে জাহ্নবীতীরে সেই অবস্থায় আর অধিকক্ষণ অবলোকন করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের সহিত অবিলম্বেই প্রাসাদ-প্রতিগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, রাজার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ সকলেরই নিমিত্ত যথোপযুক্ত যান বাহনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজকন্যার পুনর্জীবনলাভ ও তদীয় পতিসমাগম সংবাদ শ্রবণমাত্র অনতিদূরবর্ত্তী বাদ্যকরগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়া সানন্দে বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। বাদ্যধ্বনি-

শ্রবণে জীবনকুমার ও কমলার বাহ্যজ্ঞান পুনরাবির্ভূত হওয়ায় তাঁহারা সম্মুখে রাজা ও রাজমহিষীকে দর্শন করিয়া সলজ্জভাবে উহাঁদের চরণে প্রণত হইলেন। মহারাজ সত্যপ্রিয় এবং মহিষী শিবসুন্দরী, দুহিতা ও জামাতাকে বিনীতভাবে প্রণত দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর সকলেই পতিতপাবনী ভাগীরথীকে ভক্তিভাবে প্রণতিপূর্ব্বক যানারোহণ করিলে, রাজার অনুমতিক্রমে কোশাধ্যক্ষ জাহ্নবীতীর হইতে রাজতোরণ পর্য্যন্ত মুক্তহস্তে সুবর্ণমুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালমধ্যেই সকলে পরমানন্দসহকারে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে প্রভূতলোক-সমাগমনিবন্ধন বিস্তৃত রাজধানীমধ্যে অচিরাৎ এই সুসংবাদ ঘোষিত হওয়ায়, সর্ব্বত্রই আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নিষ্কম্প জলাশয়ের একদেশ-নিপতিত লোষ্ট্র যেমন অল্পকাল-মধ্যে সমগ্র জলাশয়কেই তরঙ্গায়িত করে,—সুশীতল ধাতুপাত্রের একদেশ-সংলগ্ন অগ্নি যেমন অল্পকালমধ্যে সমগ্র পাত্রকেই উত্তাপিত করে,—অথবা বিশুদ্ধ সলিলসম্পন্ন আধারের একদেশ-নিক্ষিপ্ত লাক্ষা-রস যেমন অল্পকালমধ্যে সমগ্র সলিলকেই লোহিত করে,—বিশাল বঙ্গদেশমধ্যস্থিত মহারাজ সত্যপ্রিয়-রাজধানী-সমুদ্ভূত-আনন্দও তদ্রূপ অল্পকালমধ্যেই সমগ্র রাজ্যকে আনন্দিত করিয়া তুলিল।

রাজপুরবাসিবর্গ জীবনকুমার ও কমলার মুখে উহাঁদের উভয়েরই অভাবনীয় জীবনরক্ষার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণে নিরতিশয় প্রীত হইলেন। ভূপতি সত্যপ্রিয়, এবং সৌভাগ্যবতী শিবসুন্দরী, দেবতার অনুকম্পায় কৃতান্ত-কবলবিমুক্তা দুহিতা ও জামাতাকে পুনর্লাভ করিয়া মর্ত্ত্যধামেই যেন অমরনিবাসলভ্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। রাজ্যবাসী প্রজাসমূহকেও সেই আনন্দে উৎফুল্ল করিবার নিমিত্ত রাজার অনুমতিক্রমে রাজ-ভাণ্ডাগার হইতে প্রচুর পরিমাণে অর্থাদি আবশ্যক বস্তু প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজ্যে মহান্ আনন্দোৎ-সব আরম্ভ হইল। অর্থিগণ, যিনি যে সঙ্গত ও লভ্য পদার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মহারাজ সত্যপ্রিয় এবং মহিষী শিবসুন্দরী অবিলম্বে অক্ষুণ্ণচিত্তে তাহাকে তাহাই দান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাজা, জীবনকুমার-কর্ত্তৃক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তদীয় পথ-প্রদর্শক সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করাইয়া তাহাকে কোটি স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক ঘোষণা দ্বারা বিজ্ঞাপিত-প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ঐ দরিদ্র ব্যক্তি সহসা নৃপতিকর্ত্তৃক আহূত হইয়া যেমন শঙ্কিতভাবে রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, পরে এককালে অযাচিত কোটি স্বুবর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া তেমনই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-লাভ করিল; এবং একান্তচিত্তে ভগবানের নিকট রাজপরিবারের ও নব-দম্পতির মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে বিদায় হইল।

এইরূপে নৃত্যগীত, ক্রীড়াকৌতুক, আদানপ্রদান প্রভৃতি দ্বারা রাজ্যস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অপার আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জীবনকুমার ও কমলা পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া যে কিরূপ অকৃত্রিম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের সেইআনন্দে হাস্য, লাস্য প্রভৃতি কোনপ্রকার উপকরণেরই

সদ্ভাব নাই, অথচ তাঁহাদের হৃদয়-সাগর হইতে যেন আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত হইতেছে। জীবনকুমার ও কমলা উভয়ে যখন নির্জ্জনে পরস্পরের মুখাবলোকন করেন, তখন জীবনকুমার কমলাকে 'দেবী' এবং কমলা জীবনকুমারকে 'দেবপুরুষ' বোধ করিয়া, তাঁহাদের পরস্পরের এই দাম্পত্য-বন্ধন বিধাতার অপরিসীম অনুকম্পায় সঙ্ঘটিত, বিবেচনায় আহ্লাদে উৎফুল্ল হন। আর উহাঁদের মধ্যে যদি কখন পরস্পরের রূপ-দর্শনের অভিলাষ জন্মে, তবে তাহাতেও উহাঁরা বিধাতার অক্ষুণ্ণ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনেই যেন, বিমোহিত হন। নবদম্পতি যখন কোন প্রয়োজনবশতঃ স্বতন্ত্র থাকেন, তখন তাঁহারা উভয়েই মনে করেন, এইবার আমি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব, এবং কথোপকথনচ্ছলে তাঁহার অমৃতময় বচন শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিব; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইলেই কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ স্তম্ভিত ও রসনা রুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং কেহই আর উক্ত সঙ্কল্প সাধন করিতে পারেন না। তথাপি মনোরথের বিফলতাপ্রযুক্ত দুঃখ না জন্মিয়া বরং আনন্দই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। উভয়ের যখনই সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় উভয়েই, পরস্পরকে কোন বহুকালের পরিচিত আত্মীয় বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যখন আবার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, দুই দিবস পূর্ব্বে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎই ছিল না, তখন উল্লিখিত চিন্তাকে 'কল্পনা' অথবা 'ভ্রান্তি' বোধ হওয়ায় সে কথা কেহই পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। যাহাহউক, এইরূপে নব-দম্পতি রাজপুর-নিবাসিগণের ঐকান্তিক ভক্তি প্রীতি ও যত্নলাভের সহিত পরস্পর অকৃত্রিম আনন্দভোগ করিয়া, এবং রাজ্যমধ্যে বাহ্যিক আমোদ

প্রমোদাদিজনিত উৎসবেও মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া, দেখিতে দেখিতে দুইদিবস অতিবাহিত করিলেন।

সহধর্ম্মিণীলাভের পর এতাবৎকাল পর্য্যন্ত জীবনকুমারের অন্তঃকরণে যদিও এক একবার তদীয় জনক জননী প্রভৃতির বিষয় উদিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায়ই বহুলোকের সহিত নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও বাক্যালাপে বাধ্য থাকা প্রযুক্ত শান্তিনিবাসের সেই অশান্তিময় চিত্র তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে নাই। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে সহসা গুরুদেবের দ্বিতীয় আদেশ * স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাঁহার প্রশান্তচিত্ত শান্তিনিবাস-দর্শনের নিমিত্ত বিচলিত হইল। তখন প্রথমতঃ মাতা পিতা ও মাতৃসমা শঙ্করী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী, যজ্ঞ দান, রাজধানী ও রাজ্য পর্য্যন্ত সমস্তই, তদীয় অন্তঃকরণে সমুদিত হওয়ায় তাঁহার বিরহে ঐ সকলের কীদৃশ শোচনীয় অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, ইহা চিন্তা করিয়া তদীয় চিত্ত এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, তিনি একস্থানে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাতরভাবে অন্যমনস্ক হইবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি রমণীয় প্রাতঃসমীরণ, কি সুগন্ধিপ্রসূনবাস, কি সুকণ্ঠ গায়কগণের শ্রবণবিনোদন সঙ্গীতধ্বনি, কি প্রাণপ্রতিমা প্রণয়িনী কমলার প্রিয়সম্ভাষণ, কিছুতেই তাঁহার চিত্তের সেই ব্যাকুলতা ক্ষণকালের জন্যও প্রশমিত হইল না।

অন্তঃকরণ এতাদৃশ ব্যাকুল হইলেও জীবনকুমার অসাধারণ সংযমনশীলতাবলে মনোগত ভাব সঙ্গোপনপূর্ব্বক বাহ্যিক কার্য্যে এরূপ নিবিষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, প্রাতঃকাল হইতে

* ৮৭ পত্রাঙ্কের ১০ম পংক্তি হইতে ১২শ পংক্তির পূর্ণচ্ছেদচিহ্ন পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

অপরাহ্ন পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই তাঁহার সেই আন্তরিক অবস্থান্তর উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। জীবনকুমার সংযমনশীলতা-শক্তি দ্বারা আন্তরিক ভাব সঙ্গোপনবিষয়ে যদিও সাধারণের নিকট সম্যক্‌প্রকারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী প্রাণপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীর নিকট তাঁহার সে ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্যান্য সকলের সহিত বিবিধ আমোদ প্রমোদে দিবাভাগ অতিবাহিত হইলে পর, প্রদোষসময়ে জীবনকুমার প্রিয়তমা কমলার অনুরোধে, অন্তঃপুরবর্ত্তী তদীয় প্রমোদকাননে ভ্রমণার্থ গমন করিলেন; এবং তত্রত্য নানাবিধ নয়ন-তৃপ্তিকর তরু-লতা ও ফল-পুষ্পাদি দর্শনে কিয়ৎপরিমাণে প্রফুল্ল হইলেন। অনন্তর রাজকুমারীর স্বহস্তরোপিত সহকার ও মাধবীলতার মিলন অবলোকন, এবং তদীয় যত্নপ্রতিপালিতা ময়ূরী, মরালী প্রভৃতি প্রাণিগণকে দর্শন ও তাহাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহদানাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রীত হইলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর, শ্রান্তিবোধ হইলে উভয়েই কাননমধ্যস্থিত মৎস্য-মরাল-প্রভৃতির কেলি-নিলয় স্বচ্ছ জলাশয়ের লতাবিতানাচ্ছাদিত শ্বেতপাষাণ-সমাবৃত সোপানের উপরিভাগে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষণকাল নানাবিধ কথোপকথন-সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ঐ স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী প্রস্ফুটিত প্রসূনক্ষেত্রের প্রতি সহসা দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় কমলা স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সানুরাগমধুরবচনে কহিলেন,—"নাথ! যদি অনুমতি করেন, তবে আমি কতকগুলি ফুল লইয়া আসি।" জীবনকুমার চিন্তা-প্রভাবে অন্যমনস্ক থাকাপ্রযুক্ত কমলার বাক্যের কোন

উত্তর প্রদান না করিলেও, তিনি 'মৌনই সম্মতির লক্ষণ' বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন,—"তবে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া কমলা প্রফুল্লবদনে প্রসূনাহরণার্থ গমন করিলেন।

বিশ্রামের নিমিত্ত পাষাণসোপানে উপবিষ্ট হইলে পর, শান্তিনিবাসের চিন্তা পুনরুত্থিত হইয়া জীবনকুমারের অন্তঃকরণকে বিচলিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু কমলা নিকটবর্ত্তিনী থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার সহিত নানাবিধ কথোপকথন দ্বারা সেই চিন্তার শক্তি বিশেষ বলবতী হইতে পারে নাই। এক্ষণে কমলা কুসুম আহরণের নিমিত্ত গমন করায় ঐ চিন্তা রাজপুত্রের অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ফেলিল। সুতরাং তিনি সেই বিষাদময়ী চিন্তার প্রভাবে নিতান্ত ম্লানমুখে ও অন্যমনস্কভাবে সেই স্থানেই উপবিষ্ট রহিলেন।

এমন সময় কমলা নানাবিধ মনোহর কুসুম দ্বারা অঞ্চল পরিপূর্ণ করিয়া প্রফুল্লবদনে স্বামিসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুষ্পচয়নকালে তিনি স্বহস্তে স্বামীকে সুসজ্জিত করিবার আশায় কোন্ পুষ্পে হার, কোন্ পুষ্পে কুণ্ডল, এবং কোন্ পুষ্পে বলয়াদি প্রস্তুত করিবেন তাহা স্থির করিয়া সেইরূপ পুষ্পই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়াই তাঁহার ঐরূপ বিষাদময়ী মূর্ত্তিদর্শনে যুগপৎ বিস্মিত, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণের পর কমলা কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে, কিন্তু সহসা স্বামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না হওয়ায় প্রথমতঃ মনে মনে জীবনকুমারের উক্তপ্রকার অবস্থান্তর সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমেই তাঁহার মনে এই

সংশয় হইল যে,—"আমার মাতা পিতা কি ইহাঁর প্রতি কোন প্রকার অযত্নসূচক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ?" পরক্ষণেই তিনি স্থির করিলেন,—"না, তাহা কখনই হইতে পারে না ; কারণ, যাঁহার অদর্শনে মাতাপিতা আত্মহারা হইয়াছিলেন,—যাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিলে অনুসন্ধানকর্ত্তাকে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই দান করিবেন এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি উহাঁরা কখন অযত্ন করিতে পারেন ?" তখন কমলার আবার মনে হইল,—"তবে কি ইনি কোন পার্থিব পদার্থের অভাবে ক্লেশবোধ করিয়া অভিমানবশতঃ ঈদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ?" কিন্তু সে সংশয়ও তাঁহার অন্তঃকরণে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। তাঁহার মনে হইল,—"ইহা কখনই সম্ভব নহে ; ইনি প্রভূত সমৃদ্ধিশালী রাজার পুত্র হইলেও বিলাসজনক প্রায় কোন পদার্থের প্রতিই ইহাঁর বিশেষ আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে আবার এই অক্ষুন্ন রাজসংসারে, রাজার একমাত্র প্রিয়তম জামাতা হইয়া ইনি যে কোন সামান্য পদার্থের অভাবে এরূপ বিমর্ষ হইবেন, ইহা কি সম্ভব হয় ?" যাহা হউক অবশেষে কমলা ভাবিলেন,—"তবে কি স্বামীর নিকট আমারই কোনপ্রকার অপরাধ ঘটিয়াছে ?" এই চিন্তায় মন স্তম্ভিত হইল ; ক্ষণকাল উহার কোন মীমাংসাই আর মনে উদিত হইল না। কিয়ৎকাল পরে তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"ইহা অসম্ভব নহে ; কিন্তু কি যে অপরাধ, তাহা কোনক্রমেই কমলার স্মরণ হইল না। তখন তিনি ভাবিলেন, অপরাধ যাহাই হউক না কেন, স্বামীর মনস্তুষ্টিসাধনই যখন বনিতার অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন এই অপরিজ্ঞাত অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার চরণধারণপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্টচিত্তে ক্ষমা করিবেন।" কমলা জীবন-

কুমারের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিলেও, মনে মনে এইরূপ নানাবিধ তর্কবিতর্কের পর, অবশেষে আপনাকেই অপরাধিনী সিদ্ধান্ত করিয়া, কাতরভাবে ধীরে ধীরে উভয় করে স্বামীর চরণদ্বয় ধারণ করিলেন।

জীবনকুমার শাস্তিনিবাসের চিন্তায় এতক্ষণ এমন অভিভূত ছিলেন যে, কমলা কতক্ষণ কুসুম আহরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছেন তাহার বিষয় তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে সহসা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক স্বীয় চরণ স্পৃষ্ট বোধ হওয়ায়, তিনি চকিতভাবে দেখিলেন, কমলার যত্নসমাহৃত কুসুম সকল তাঁহার অযত্নহেতুই যেন অভিমানভরে তদীয় অঞ্চলাশ্রয় পরিহারপূর্ব্বক বিশৃঙ্খলভাবে ধরাতলে পতিত রহিয়াছে; এবং কমলা, তাঁহার নিমিত্ত আহৃত কুসুম সকলকে স্বয়ংই অকারণে অবজ্ঞা করায় তিনি বিরক্তি-বশতঃ এইরূপ ভাবান্তরিত হইয়াছেন এই ভাবিয়াই যেন, ক্ষমা প্রার্থনার নিমিত্ত কৌতুকচ্ছলে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ কমলার আন্তরিক ভাব ঐরূপ ছিল না, সুতরাং তিনি স্বামীকে নয়নোন্মীলন করিতে দেখিয়া বিষন্নবদনে ও অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন,—"নাথ! দাসী নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ শ্রীচরণে যে অপরাধ করিয়াছে, এতক্ষণ বিষন্নবদন-প্রদর্শন দ্বারাও কি তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান হয় নাই? আমি যে আর নিমেষমাত্রও এ যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছি না! এ সময় আপনি যদি প্রসন্নবদন প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্ষমা না করেন, তবে এ দাসীর গতি কি হইবে—জীবিতেশ্বর! জ্ঞানহীনা বলিয়া, আপনিও যদি অবজ্ঞা করেন, তবে দাসী আর কাহার নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিবে—কৃপানিধে!" এইরূপ বলিতে বলিতে

রাজকুমারী কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না।

কমলার এইরূপ ব্যাকুলভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা শ্রবণ ও অশ্রুপাত দর্শন করিয়া জীবনকুমারের পূর্ব্ব অনুমান সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইল। তখন তিনি বিস্মিতভাবে ও ব্যগ্রতাসহকারে স্বীয় চরণ-সঙ্কোচনপূর্ব্বক বনিতার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া প্রীতিমধুরবচনে কহিলেন,—"প্রিয়তমে! কেন তুমি অকারণ এরূপ কাতরভাবে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছ? তুমি ত আমার নিকট কোন অপরাধই কর নাই! গুণবতি! বলিতে কি, যে দিন আমি তোমার পবিত্র সংসর্গ লাভ করিয়াছি, তদবধি এতাবৎকালপর্য্যন্ত একক্ষণের নিমিত্ত তোমার কোনপ্রকার অপরাধ দর্শন দূরে থাকুক, তোমাতে কোন বিসদৃশ ভাবের লক্ষণ পর্য্যন্তও দেখিতে পাই নাই; তুমি এই অকারণ সংশয় পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া জীবনকুমার নিজের উত্তরীয় বসন দ্বারা কমলার ধারাবাহী অশ্রুজল মার্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার পার্শ্বদেশে উপবেশন করাইলেন।

কমলা, স্বামীর বিমর্ষাবস্থা-সত্ত্বেও এইরূপ সকরুণ ব্যবহারে ও সস্নেহ বচনে অপেক্ষাকৃত সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বদন পূর্ব্ববৎ প্রফুল্ল হইল না। তিনি বাষ্পাকুলিতলোচনে ও কাতরবচনে কহিলেন,—"প্রাণবল্লভ! আমি শুনিয়াছি, পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা; সুতরাং পতির সুখ দুঃখাদি কিছুই পত্নীর অগোচর থাকিতে পারে না। যদিও কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনার নিকট নিরপরাধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি কি নিমিত্ত আমার মন এখনও পূর্ব্ববৎ শান্তিলাভ করিতেছে না? কেন এখনও আপনার হৃদয়স্থিত বিষাদের

প্রতিবিম্ব আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আমাকে কাতর করিতেছে?—আর যদি বাস্তবিক আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ না করিয়া থাকি, তবে যে কারণে আপনি এরূপ কাতর হইয়াছেন, কেন আমি তাহা শ্রবণে বঞ্চিত হইতেছি? জীবিতেশ্বর! আর যে আমি আপনার এ ভাব দেখিতে পারি না! বলুন, কোন্ শত্রু আপনার অন্তরের সেই সুনির্ম্মল শান্তি অপহরণদ্বারা আমার প্রাণনাশের উপক্রম করিয়াছে?" এইরূপ বলিতে বলিতে কমলা পুনর্ব্বার অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমা বনিতার অকৃত্রিম পতিপরায়ণতাজনিত পবিত্র অশ্রুধারা জীবনকুমারের শান্তিনিবাস-বিরহ-সন্তাপিত-হৃদয়কে ক্ষণকালের নিমিত্ত যেন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব শান্তিরসে অভিষিক্ত করিল। কিন্তু অবিলম্বেই বিষাদের প্রবলতা-বশতঃ সেই শান্তি বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্রাণপ্রতিমে! তোমার নিকট গোপন করিবার ত আমার কিছুই নাই! তুমি আপনার অসাধারণ গুণ-প্রভাবে, এবং প্রীতির সাহায্যে, আমার অন্তঃকরণকে এমন আয়ত্ত করিয়াছ যে, এখন আমি আর তোমার অগোচরে সুখ দুঃখাদি কোন বিষয়ের চিন্তা পর্য্যন্তও করিতে অসমর্থ; এবং সেই নিমিত্তই আমার মনোগত ভাব বাক্য দ্বারা তোমার নিকট প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তুমি উহা জানিতে পারিয়াছ। কিন্তু প্রিয়তমে! জগতের অদ্বিতীয় দেবতা পরমগুরু মাতাপিতার স্নেহময়ী মূর্ত্তি নিরন্তর অন্তঃকরণে উদিত হওয়ায়, এবং এই পুত্র নামের অযোগ্য নরাধমের নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ হওয়ায়, এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে,

হয় ত আমরা তাঁহাদের পরিচর্য্যারূপ পরম-কর্ত্তব্য-সাধন দ্বারা আমাদের এই অভাবনীয় দম্পতি-মিলন-জনিত সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিলাম না। আহা! যে মাতাপিতা এই নরাধমকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কতই কঠোর ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন,—যে মাতাপিতা এই হতভাগ্যের ভাবী অকালমৃত্যু-বার্ত্তাশ্রবণে সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইহার জীবনরক্ষার নিমিত্ত অতুল ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জনেও অকাতরে প্রস্তুত হইয়াছিলেন,—সেই আমি জীবিত থাকিয়া তাঁহা-দেরই দেহত্যাগের হেতু হইলাম! ধিক্ আমার মনুষ্যশরীরধারণে! আহা, শঙ্করি! তুমি ত আমার কেহই নহ, তথাপি তুমি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতে, জগতে জননী ব্যতীত আর কাহারও নিকট আমি তাদৃশ স্নেহপাশে আবদ্ধ নহি। কিন্তু হায়! এ পাপিষ্ঠ হয় ত তোমারও জীবননাশের হেতু হইয়া জগতে অসাধারণ কৃতঘ্নতার উদাহরণস্থল হইল। হায়! কেন আমি পশু না হইয়া মানব-কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম? যদি আমাকে নর-দেহ-প্রদানই বিধাতার অভিপ্রেত ছিল, তবে কেন গর্ভবাসাবস্থাতেই কৃতান্ত আমায় গ্রহণ করিলেন না? আর যদি নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ণ না হইলে দেহের উপর কালেরও কোন অধিকার না থাকে, তবে সে দিন সেই কাল জাহ্নবীগর্ভে আমাকে গ্রহণ করিয়াও, আমার একবারে দেহান্ত করিলেন না কেন?" এইরূপ বলিতে বলিতে বাষ্পভরে কণ্ঠরুদ্ধ হওয়ায় জীবনকুমার নীরব হইলেন, কেবল তাঁহার লোচনযুগল হইতে অবিরতধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তকাল পরে জীবনকুমার একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় জীবনরক্ষক সেই ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া কাতরবচনে কহিলেন,—"গুরুদেব! আপনি আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত

বিধানের নিমিত্ত সেদিন বিপ্ররূপে আমাকে কৃতান্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন? যদি দুর্লভ জীবনলাভ করিয়া নশ্বর বিষয়াসক্তি-বশতঃ পরম-কর্ত্তব্য-সাধনেই উদাসীন হইলাম, তবে হে অন্তর্যামিন্! আপনি কি নিমিত্ত কৌশলপূর্ব্বক আমার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন?" এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে করিতে সহসা যেন কোন অভিনব চিন্তা-প্রভাবে জীবনকুমারের কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অক্ষিবিগলিত অশ্রুধারা বিশুষ্ক হইয়া গেল; তিনি স্বীয় স্বাভাবিক সংযমন-শীলতাবলেই যেন, উন্মত্তভাব পরিহারপূর্ব্বক সাগরমধ্যস্থ উন্নতশীর্ষ মহীধরের ন্যায় অটল ও গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট রহিলেন।

এইবার কমলা স্বামীর বিলাপ-প্রকাশিত মনোগত ভাব শ্রবণ ও মাতাপিতার প্রতি তদীয় অবিচলিত ভক্তিপ্রসূত ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন,—"জীবিতেশ্বর! এই সামান্য কারণে আপনি এতদূর ব্যথিত হইতেছেন কেন? আমার বোধ হয় আপনি ইচ্ছামাত্রই আপনার মাতাপিতার চরণ দর্শনের সুযোগ পাইতে পারেন। কারণ, আমার মাতাপিতা আপনার স্বদেশ-যাত্রার অভিপ্রায় অবগত হইলে অবিলম্বেই এই দাসীর সহিত সানন্দে আপনাকে বিদায় দিতে পারেন, সে জন্য আপনার এতাদৃশ ব্যাকুল হইবার কারণ কি? চলুন, আমি এখনই গিয়া এই কথা মাতার নিকট জ্ঞাপন করিতেছি। মা উহা অদ্যই পিতার কর্ণগোচর করিবেন; এবং তাহা হইলে বোধ হয় আমরা কল্যই শান্তিনিবাসে যাত্রা করিতে পারিব।" এই কথা বলিয়া কমলা প্রমোদ-কানন পরিহারপূর্ব্বক অন্তঃপুর-গমনের নিমিত্ত জীবন-কুমারের হস্তধারণ করিলেন।

কমলার এই অনুকূল বচন শ্রবণে প্রাতঃসমীরণ-সংস্পৃষ্ট সরো-

জের ন্যায় জীবনকুমারের বদন পূর্ব্ববৎ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। তখন তিনি সানন্দে রাজনন্দিনীর কিশলয়-বিনিন্দিত করদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক প্রীতিমধুরবচনে কহিলেন,—"প্রিয়তমে! আমি একদা প্রসঙ্গক্রমে পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, বিশেষ সুকৃতি ব্যতীত গুণবতী ভার্য্যালাভ হয় না। যে সময় ঐ কথা আমার শ্রবণগোচর হয়, তখন আমি অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত উহাকে বিশেষ আদরণীয় বাক্য বলিয়া মনে করি নাই। কিন্তু এখন সেই কথা সহসা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায়, এবং প্রকৃত কথা বলিতে কি, প্রত্যক্ষ-দেবীস্বরূপা তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া, আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।"

কমলা স্বামি-মুখে নিজের এতাদৃশ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনতবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"হৃদয়েশ্বর! পতিই যখন পত্নীর গতি, পতিই যখন পত্নীর অদ্বিতীয় দেবতা, তখন সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, সকল সময়ে পতির অনুবর্ত্তিনী থাকাই পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য। সে জন্য দাসীকে আবার প্রশংসা করিবার প্রয়োজন কি? বরং এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সে, নিরন্তর প্রসন্নচিত্তে তাহার নিজ-কর্ত্তব্য-সাধনে সমর্থ হয়।

এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাকালীন অন্ধকার অন্তর্হিত, এবং সুধাকরের সুধাময় কিরণমালায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সুতরাং কমলা, আর উপবনে থাকিয়া কালহরণ করা অনুচিত বিবেচনায় স্বামি-সহ অন্তঃপুরাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সমারোহ-পরিপূর্ণ বিবাহসভায় বৈবাহিক-বসনাদি-বিশোভিত প্রিয়দর্শন বর আসিয়া নিজের উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে তদীয় আগমনপ্রার্থী কন্যাকর্ত্তৃপক্ষগণের যেরূপ হর্ষোদয় হয়,—অনুরাগ-সুসজ্জিত দেবার্চ্চনমণ্ডপে কৌশেয়বসনাদি-বিভূষিত প্রশান্ত-মূর্ত্তি পূজক আসিয়া নিজের উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে তদীয় আগমনপ্রার্থী দেবভক্ত ব্যক্তিগণের যেরূপ হর্ষোদয় হয়,—অথবা নক্ষত্র-পরিপূর্ণ অন্তরীক্ষপ্রদেশে নিশাভূষণ সুধাংশু আসিয়া নিজের উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলে তদীয় আগমনপ্রার্থি কুমুদিনীকুলের যেরূপ হর্ষোদয় হয়; অন্তঃপুরস্থিত সুসজ্জাপরি-শোভিত বিশ্রামমন্দিরে সানন্দবদনী রাজনন্দিনী কমলা স্বামিসহ আসিয়া উপযুক্ত পর্য্যঙ্কাসনে উপবেশন করিলে উহাঁদের আগমন-প্রতীক্ষাকারী তদীয় সহচারিণীগণেরও তদ্রূপ হর্ষোদয় হইল।

জীবনকুমার ও কমলা যে সময় বিশ্রামকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তথায় কমলার দুইজন সঙ্গিনী ও একজন পরিচারিণী উহাঁদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আগমনের অব্যবহিত পরক্ষণেই একজন সঙ্গিনী যেন কোন কার্য্যের অনুরোধে ঐ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। অপর একজন কমলার ইঙ্গিতক্রমে জীবনকুমারের পশ্চাদ্ভাগে অথচ কমলার পার্শ্বদেশে আসিয়া ঈষদবগুণ্ঠনাবৃতবদনে উপবেশন করিলেন; এবং পরি-চারিণী উহাঁদের আগমনজনিত শ্রান্তি অপনোদনের নিমিত্ত চন্দনরস-সম্পৃক্ত তালবৃন্ত দ্বারা বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল।

অল্পকালমধ্যে নিদ্রাবেশবশতঃই হউক, অথবা চিন্তাপ্রবণতাপ্রযুক্তই হউক, জীবনকুমারের কলেবর অবসন্ন হওয়ায় তিনি পল্যঙ্কোপরি শয়ন করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার লোচনদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, কমলা, পূর্ব্ব-অঙ্গীকারানুসারে পতির স্বদেশ-যাত্রার বিষয় মাতাকে নিবেদন করিবার নিমিত্ত মাতৃকক্ষ-গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং নিজের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে স্বামীর যদি কোন প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পাদনের নিমিত্ত পার্শ্বোপবিষ্টা সহচারিণীকে তথায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিয়া মাতৃসমীপে গমনার্থ গৃহ-বহির্গত হইলেন। সহচরী, কমলার বর্ত্তমানে, তাঁহারই অনুরোধে, উহাঁদের সহিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন; এক্ষণে কমলা, গৃহ-বহির্গত হইবামাত্র তিনিও জীবনকুমারের শয্যা পরিহারপূর্ব্বক উহার অনতি-দূরবর্ত্তিপ্রদেশস্থিত একখানি চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ গৃহে সঙ্গিনী ও পরিচারিণী উভয়েই কোন বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতেই যেন, কেহই কাহারও সহিত কোনপ্রকার বাক্যালাপ করিলেন না।

এই সময় কমলা বিষণ্ণবদনে নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে সহসা ঐ গৃহের দ্বারদেশে পুনরাগমনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে থাকিয়া ইঙ্গিত দ্বারা সঙ্গিনীকে আহ্বান করিলেন। সহচারিণী সহসা রাজনন্দিনীর বিষণ্ণবদনে প্রত্যাগমন দর্শন করিয়া, তদীয় নীরব আহ্বানের তাৎপর্য্যাবধারণে অসমর্থ হইয়া, অবিলম্বেই তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। তখন কমলা সঙ্গিনীর সহিত এক নির্জ্জন কক্ষে গমন করিয়া তৎসকাশে স্বামীর স্বদেশযাত্রাবিষয়ক সমস্ত ঘটনা আনু-পূর্ব্বিক সংক্ষেপে বর্ণনপূর্ব্বক কাতরভাবে কহিলেন,—"ভগিনি

সাবিত্রি! আমি বাল্যকালাবধি অনেকেরই সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি বটে, কিন্তু আমার অন্তরের অবস্থা অবগত হইয়া তুমি আমাকে যেরূপ শান্তিপ্রদান করিয়া থাক, বোধ হয় আর কাহারও নিকট আমি সেরূপ শান্তিপ্রাপ্ত হই না। আর, তুমি যে আমাকে কেবল সান্ত্বনাই করিয়া থাক, তাহা নহে; আমি তোমার নিকট কত সময় যে কতপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তোমাকে আর বলিয়া কি জানাইব? ভগিনি! আমি শুনিয়াছি, আমার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তুমি নিতান্ত শৈশবাবস্থাতেই আমার মাতাপিতার আশ্রয় পাইয়া উহাঁদিগের অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছ; এবং আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পর অবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সহোদরার ন্যায় অভিন্নভাবে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছ। এই নিমিত্ত তোমাকেই অনুরোধ করিতেছি, আজ আমার একটী বিশেষ উপকার করিতে হইবে। অগ্রে ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে না জানাইয়া নিজেই ঐ কার্য্য সাধন করিব, কিন্তু শক্তিহীনতাপ্রযুক্ত অবশেষে তোমারই শরণাপন্ন হইয়াছি; এ সময় তুমি যদি সাহায্য না কর, তবে আর আমার উপায়ান্তর নাই।"

চিরসহচারিণী সাবিত্রী কমলার এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে নিরতিশয় লজ্জিত, বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক বিনয়মধুরবচনে কহিলেন,—"রাজকুমারি! তুমি ভাল বাসিয়া আমাকে যাহাই বল না কেন, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ না করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু কোথায় আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব, তাহা না হইয়া তুমি আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছ, ইহা কি তোমার উপহাস নহে? যদিও তোমার মাতাপিতা আমার

অসহায় শৈশবাবস্থায় জনক জননীর ন্যায় ঐকান্তিক যত্নসহকারে, এমন কি তোমার সহিত সমভাবে, আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তুমি যদি আমাকে অন্তরের সহিত যত্ন না করিতে,—তুমি যদি আমার সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া অনুভব না করিতে,—তাহা হইলে বল দেখি, আমি কি, এই রাজসংসারে সাধারণের নিকট কেবল 'দাসী' ব্যতীত 'তোমার সমকক্ষ' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতাম?—কমল! তুমি জান কি না জানি না, যতদিন জীবন এই দেহনিবাসে থাকিবে, ততদিন উহার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাবিত্রী তোমার মঙ্গলসাধনার্থ যত্ন করিতে ক্রটি করিবে না। সে যাহা হউক, এখন বল, তোমার কোন্ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিয়াছ।—রাজকুমার পিতৃনিবাসে যাত্রা করিবেন, তুমি দেবসদৃশ স্বামীর অনুগামিনী হইবে, ইহা ত আনন্দেরই বিষয়! তজ্জন্য এতাদৃশ কাতরতা প্রদর্শনের প্রয়োজন কি?"

রাজনন্দিনী চিরপ্রণয়িনী সাবিত্রীর এইরূপ সুমধুর অনুরাগপূর্ণ তিরস্কার শ্রবণে সলজ্জভাবে কহিলেন,—"ভগিনি! তুমি যাহাই বল না কেন, আমি তোমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা ও বোধহীনা; অতএব আমার যদি কোন ক্রটি হয়, তাহা মার্জ্জনা করাও ত তোমার কর্ত্তব্য! সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর।—

"হারানিধি পতিকে পুনর্লাভ করিয়া এই দাসী আবার স্বদেশযাত্রাকালে তাঁহার অনুগামিনী হইবে, ইহা যে অতীব সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগিনি! সম্প্রতি তিনি তাঁহার জন্মভূমি ও জনকজননীচরণ দর্শনের

নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন যে, যদি অদ্য রাত্রিতেই তাঁহার যাত্রা-বিষয়ে মাতাপিতার অনুমতিসংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে না পারি, তাহা হইলে তাঁহার কোনপ্রকার আকস্মিক পীড়া উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যদি তুমি আজ অপরাহ্ণ সময়ে আমাদের সঙ্গে প্রমোদকাননে থাকিতে, তাহা হইলে মাতাপিতার নিমিত্ত উহাঁর অন্তঃকরণের যে কিরূপ ভাবান্তর হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে, সন্দেহ নাই। আমি তথায় উহাঁকে নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত দেখিয়া, অদ্যই মাতার নিকট উহাঁর শান্তিনিবাস-যাত্রার বিষয় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার ও পিতার অনুমতিগ্রহণ করিব, এবং যাহাতে কল্যই দ্রাবিড়-যাত্রার ব্যবস্থা হয় তাহারও উপায় করিব, এই বলিয়া উদ্যানে উহাঁর নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি মাতাকে সেই কথা জানাইবার নিমিত্তই তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকিনীই বিরামকক্ষ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গমনকালে লজ্জা আমাকে এমন অভিভূত করিল যে, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনক্রমে মাতার নিকট গিয়া ঐ কথা বলিতে পারিলাম না। অবশেষে তোমার যত্নব্যতীত এ কার্য্য সিদ্ধ হইবার আর উপায়ান্তর নাই, বুঝিয়া তোমাকে সমস্তই জানাইলাম; এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।"

কমলার বাক্য শেষ হইলে সাবিত্রী কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া ধীরগম্ভীরবচনে কহিলেন—"দেখ কমল! মানবের অন্তঃকরণের অবস্থা যে কখন কিরূপ হয়, তাহা অবধারণ করা অতীব কঠিন কার্য্য। আন্তরিক-শক্তি বিকাশের তারতম্য প্রযুক্ত, এক্ষণে যিনি দেবভাবসম্পন্ন, পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই পশুর ন্যায় আচরণ

করিতে দেখা যায়,—এক্ষণে যিনি বীরচূড়ামণি, পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই কাপুরুষের ন্যায় নিস্তেজ দেখিতে পাওয়া যায়,—এক্ষণে যিনি অতি বদান্য, পরমুহূর্ত্তে তাঁহাকেই আবার নিতান্ত ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃত আন্তরিক অবস্থা যে কিপ্রকার, তাহা প্রায় বুঝিতেই পারা যায় না। নতুবা যে তুমি, কল্য স্বামীর নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে সমস্ত বিষয়-ভোগ-বাসনা তৃণবৎ পরিহারপূর্ব্বক অকাতরে অগ্নিমধ্যে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলে, সেই তুমিই কিনা, অদ্য নিতান্ত তুচ্ছ 'লজ্জার' বশবর্ত্তিনী হইয়া, স্বামীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইয়াছ। যাহা হউক, আর তোমাকে মাতার নিকট যাইতে হইবে না। আমিই আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাপনপূর্ব্বক যাহা স্থির হয়, সংবাদ লইয়া যত শীঘ্র পারি তোমার বিরামকক্ষে উপস্থিত হইব; এক্ষণে তুমি রাজপুত্রের নিকট প্রতিগমন কর। আমি তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি নিদ্রিত কি চিন্তাভিভূত, তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অতএব তাঁহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত অবিলম্বেই তোমার তথায় গমন করা উচিত।"

সোদরপ্রতিমা প্রিয়সখী সাবিত্রীর সহিত কমলার মাতৃসমীপগমনের বাসনা বলবতী থাকিলেও, পতির অবস্থান্তর-সংঘটন-সংবাদশ্রবণে তিনি সে বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, এবং ব্যগ্রতাসহকারে সাবিত্রীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ভগিনি! তবে আমি তাঁহার নিকটেই যাই; তোমাকে আর কি বলিয়া দিব? যাহা স্থির হয়, যত শীঘ্র পার সংবাদ লইয়া আইস।" এই বলিয়া কমলা ত্বরিতপদে পতিসমীপে প্রতিগমন করিলেন; সাবিত্রীও মহিষীর উপবেশনকক্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই সহসা সাবিত্রীর অন্তঃকরণ উৎকন্ঠিত, ধীশক্তি বিচলিত, লোচন অশ্রুপূরিত, এবং গতিশক্তি প্রশমিত হইল। তিনি সেই বিষাদকে অন্তরেই সংবরণ করিবার নিমিত্ত কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া উহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প সময়েই বিষাদের শক্তি এরূপ বলবতী হইয়া উঠিল যে, উহা আর অন্তঃকরণ-মধ্যে গুপ্তভাবে থাকিতে না পারিয়া প্রথমতঃ অবিরাম-বিগলিত অশ্রুধারারূপে, অনন্তর মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘশ্বাস-রূপে, এবং অবশেষে কাতরকণ্ঠবিনিঃসৃত বাক্যরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। তখন সাবিত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া উন্মত্তার ন্যায় কহিলেন,—"মা মঙ্গলচণ্ডিকে! তুমি আমার উপায় কি করিলে তারা! জনক জননী ও আত্মীয় স্বজন বিহীন হইলেও, অভাগিনী তোমার কৃপায় যাহার প্রীতিপূর্ণ প্রফুল্ল বদন নিরন্তর দর্শন করিয়া,—এবং যাহার ঐকান্তিক যত্ন ও প্রীতির সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া,—দাসী হইয়াও কর্ত্রীর ন্যায় সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিল, তুমি উহার কোন্ কর্ম্মদোষে সেই অবলম্বন-বিশ্লিষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ—করুণাময়ি! যাহার প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, তাহার বিবাহের পূর্ব্বে আমার ন্যায় হতভাগিনী নারীর অদ্বিতীয় আশ্রয়স্বরূপ স্বামীর পাণিগ্রহণসূত্রে আবদ্ধ হওয়াকেও আমার পক্ষে অসঙ্গত মনে করিয়াছিলাম, কোন্ অপরাধে আমাকে তাহার সহবাস-বিচ্ছিন্ন করিতেছ—জননি! আহা! যাহাকে আমি জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করিতাম,—আমাকেও যে, প্রাণের ন্যায় ভালবাসে বলিয়া বিশ্বাস করিতাম,—সেই কিনা আজ পতিলাভমাত্রই অকাতরে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছে?—তবে কি সে আমাকে

অন্তরের সহিত ভালবাসিত না?—তবে কি আমি এতকাল তাহার মৌখিক-প্রণয়-কুহকে মোহিত হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল সকলই ভুলিয়াছিলাম? অথবা মানবহৃদয়-ভাণ্ডারস্থিত পবিত্র প্রীতির স্থান কি তবে শূন্য হইয়াছে? যাহা হউক, প্রণয়! ধন্য তোমার মানসমোহিনী শক্তি! জগতে এখন আর কেহই তোমার স্বরূপ দেখিতে পায় না, তথাপি তোমার নামেই মানব উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি জীবনান্ত পর্য্যন্তও হইতেছে।"

এইরূপ বলিতে বলিতে সাবিত্রীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; সুতরাং তিনি কিয়ৎক্ষণ আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। যতক্ষণ ঐ ভাবে ছিলেন, ততক্ষণ যেন কি একপ্রকার অসহনীয় চিন্তানলে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে অল্পক্ষণমধ্যেই তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন,—"প্রাণপ্রতিমা প্রিয়সখী কমলার প্রণয়ে অকারণ সন্দিহান হইয়া তাহার উদ্দেশে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করা আমার অতীব অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। আহা! সরলহৃদয়া রাজবালা যদি আমার ঐ সকল কঠোর বাক্য শ্রবণ করিত, তবে না জানি তাহার হৃদয় কিরূপ বেদনাই প্রাপ্ত হইত! কিন্তু যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর তাহার অনুশোচনা দ্বারা কালহরণ করা নিরর্থক; বরং মহিষীর নিকট উপস্থিত হইয়া উদ্দেশ্যসাধনপূর্ব্বক যত শীঘ্র কমলাকে সংবাদ দিতে পারা যায় ততই মঙ্গল।" এই বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার রাজমহিষী শিবসুন্দরীর বিরাম-মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই সাবিত্রী, রাজ্ঞীর বিরামকক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন, কমলার বিশ্রামাগার হইতে তাঁহাদের অপর

যে সহচরী কার্য্যান্তরসাধনার্থ ইতিপূর্ব্বে বহির্গত হইয়া আসিয়াছিলেন তিনি, এবং রাজ্ঞীর বিরামকক্ষ-রক্ষয়িত্রী একজন কিঙ্করী. ঐ কক্ষের দ্বারদেশে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন গৃহাভ্যন্তর-বিনির্গত কোন কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। সাবিত্রী দূর হইতে ঐ স্থানে সঙ্গিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন; এবং গৃহমধ্য হইতে রাজা ও রাজ্ঞী কর্ত্তৃক কমলার শান্তি-নিবাস-গমন-সম্বন্ধীয় কথোপকথনের কিয়দংশ কর্ণগোচর হওয়ায় স্থিরভাবে উহার সমুদয় অংশ শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইলেন। কিন্তু সঙ্গিনীর সহিত কোনপ্রকার আলাপ না করিলে পাছে তিনি দুঃখিত হন, এই আশঙ্কায় ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার তথায় দণ্ডায়মান থাকিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। সঙ্গিনীও ইঙ্গিত দ্বারা, "পরে সমস্ত বলিব, এখন ইঁহারা কি বলিতেছেন শুন" এইরূপ উত্তর করায়, সাবিত্রী সন্তুষ্টচিত্তে রাজা ও মহিষীর কথোপকথন শ্রবণে নিবিষ্ট হইলেন।

শ্রোতৃবৃন্দ বিশ্রামমন্দিরের বহির্দ্দেশে থাকিলেও স্থানের নির্জ্জনতা প্রযুক্ত রাজা ও মহিষীর কথোপকথন সুস্পষ্টরূপে তাঁহাদের শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময় রাজা মহিষীকে সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রিয়তমে! বল, এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে যদি তোমার কোন আপত্তি থাকে, অথবা কোন বিষয়ে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, তবে অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিব। নিশ্চয় জানিও, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা আমার অভিপ্রেত নহে।" রাজমহিষী শিবসুন্দরী স্বামীর এতাদৃশ অনুকম্পাপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া সানুরাগমধুরবচনে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি যে সকল উৎকৃষ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহার কিছুতেই আমার কোনপ্রকার আপত্তি নাই; এবং যথার্থই বলিতেছি, আপনার

ব্যবস্থাতেও আমি কিছুই অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি না। তবে একটী কথা আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কমলা জামাতার সহিত শান্তিনিবাসে প্রস্থান করিলে, সাবিত্রী কি তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া এখানে থাকিতে পারিবে? আর আমার বোধ হয়, কমলাও সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া কখনই শান্তিনিবাসে যাইতে স্বীকার করিবে না। কারণ, যাহারা ক্ষণকালের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল হইলে পরস্পর ক্লেশ বোধ করে, তাহারা কি একবারেই বিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকিতে পারিবে?—আর মহারাজ! সাবিত্রী যদিও আমার গর্ভজাতা দুহিতা নহে, তথাপি তাহার গুণে, এবং আশৈশব অপত্যভাবে প্রতিপালনহেতু মমতায়, আমি তাহাকে কমলা হইতে অনুমাত্রও ভিন্ন বোধ করিতে পারি না। কেবল আমি কেন, কমলাও তাহাকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় মনে করে। আর সাবিত্রী যে কমলাকে কত ভালবাসে, তাহা আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন! যদি সাবিত্রী কমলাকে বস্তুতঃ প্রাণের সহিত ভাল না বাসিত, তবে অগ্রে উপযুক্ত পাত্রের সহিত কমলার বিবাহ না হইলে, সে নিজের বিবাহে কোনমতেই সম্মত হইত না কেন? যাহা হউক মহারাজ! কমলা শান্তিনিবাস-যাত্রাকালে যদি আমাদের অনুরোধে অক্ষুব্ধচিত্তে সাবিত্রীকে এখানে রাখিয়া যাইতে স্বীকার করে, এবং সাবিত্রীও যদি সন্তুষ্টচিত্তে উহাতে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে ত আর কোন কথাই নাই; নতুবা শান্তিনিবাসে উপস্থিতির পর, অল্পকালমধ্যেই মহারাজ বিশ্ববন্ধু যাহাতে উপযুক্ত ও মনোমত পাত্রে সাবিত্রীকে সমর্পণ করেন, আপনি জীবনকুমারকে বলিয়া তাহার একটী সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপনার নিকট ইহাই আমার এখন একমাত্র প্রার্থনা।”

রাজ্ঞীর বাক্য শেষ হইলে পর রাজা সস্মিতবদনে কহিলেন,—"মহিষি! তুমি এই বিষয়ের জন্য চিন্তিত হইতে পার বটে; কিন্তু বল দেখি, সাবিত্রীর শুভসাধনবিষয়ে আমিও কি উদাসীন থাকিতে পারি?" এই বলিয়া রাজা সহধর্ম্মিণীকে সাবিত্রীর বিষয়ে অধিক কিছু জানাইবার নিমিত্ত স্বীয় অঙ্গরক্ষকাধার হইতে একখানি পত্রিকা নিষ্কাশনপূর্ব্বক উহা উন্মোচনের উপক্রম করিলেন। এমন সময় বিরামকক্ষ-বহির্ভাগবর্ত্তিনী পরিচারিণী, সাবিত্রীর অনুমতিক্রমে তদীয় উপস্থিতি-সংবাদ নিবেদনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়া ঈষদবগুণ্ঠনাবৃতবদনে ও বিনয়ধীরবচনে রাজ্ঞীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—"মা! আর্য্যা সাবিত্রীসুন্দরী রাজকুমারীর নিকট হইতে কোন সমাচার লইয়া আপনার নিকট নিবেদনার্থ দ্বারদেশে প্রতীক্ষা করিতেছেন।" কিঙ্করীর কথা শেষ হইতে না হইতে রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই এক সময়ে সাবিত্রীকে আগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বেই সাবিত্রী দাসীর মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে প্রতিপালনকর্ত্তা মাতাপিতার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

অসময়ে সাবিত্রীর আগমনের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিলেও, রাজ্ঞী, বৎসলভাবে তদীয় হস্তদ্বয় ধারণপূর্ব্বক স্বীয় আসনের একদেশে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর সস্নেহ-মধুরবচনে কহিলেন,—সাবিত্রি! এ সময় কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ মা!—কমলা কোথায়, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, সে এখনও আমার নিকট আসিল না কেন? তাহার অথবা জামাতার কোনপ্রকার অসুখ হয় নাই ত?"

সাবিত্রী রাজমহিষীর এবম্প্রকার ব্যগ্রতাপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া

শান্তিনিবাস যাত্রার নিমিত্ত প্রমোদকানন-ঘটিত জীবনকুমারের আন্তরিক অবস্থান্তর ও শারীরিক বৈকল্যের বিষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্তই সংক্ষেপে নিবেদন করিলেন। রাজা, জীবনকুমারের শীঘ্র শান্তিনিবাস যাত্রার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা ইতিপূর্ব্বে অবগত হওয়ায়, দিবসদ্বয় মধ্যে তদুপযুক্ত সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জীবনকুমার যে শান্তিনিবাস-যাত্রার জন্য এতাদৃশ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজ্ঞী যদিও রাজার নিকট উক্ত আয়োজনের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু কমলা, সাবিত্রী অথবা অন্য কাহারও নিকট জীবনকুমারের দ্রাবিড়-যাত্রাবিষয়ক কোন কথাই শুনেন নাই বলিয়া, তিনিও উঁহাদিগকে সে বিষয় বলিবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে রাজ্ঞী জামাতার উল্লিখিত অবস্থা শ্রবণে ব্যগ্রভাবে তদীয় স্বদেশ-যাত্রার বিষয় সাবিত্রীর নিকট বলিবার উপক্রম করিলে, রাজা নিজের হস্তস্থিত সেই পত্রিকাখানি সাবিত্রীর হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"মা সাবিত্রি! কল্য প্রত্যুষে বৎস জীবনকুমারের শান্তিনিবাস-যাত্রার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী, পথিমধ্যে জীবনকুমারের যান-বাহনাদি পরিবর্ত্তনের সুব্যবস্থা করণানন্তর পূর্ব্বে মহারাজ বিশ্ববন্ধুকে এই সুসংবাদ প্রদানের নিমিত্ত, স্বয়ং শরীররক্ষক ও আবশ্যক সৈন্য-সামন্তসহ অদ্য প্রভাতেই শান্তিনিবাসে গমন করিয়াছেন। সুদক্ষ পথপ্রদর্শক ও দাস দাসী প্রভৃতি, এবং অন্যান্য আবশ্যক সমস্ত বস্তুরই সুব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যাত্রা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই পত্রদর্শনে সমস্তই অবগত হইতে

পারিবে। জীবনকুমার প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে বহির্ব্বাটীর উপবেশন-মণ্ডপে উপস্থিত থাকেন বলিয়া, এক্ষণে সেইখানে গিয়াই, তাঁহাকে এই কথা বলিব মনস্থ করিয়াছিলাম; কিন্তু মা! তুমি যখন অগ্রেই এখানে আসিয়াছ, তখন তুমিই তাঁহাকে ও কমলাকে এই সকল কথা জানাইও।" এই বলিয়া রাজা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বহির্ব্বাটী-গমনার্থ ইঙ্গিত দ্বারা মহিষীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, রাজ্ঞীও রাজার নিকট হইতে ঐ পত্রিকালিখিত সাবিত্রীর বিষয়, অবগত হইবার নিমিত্ত তৎসমভিব্যাহারে বিশ্রাম-মণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন। সাবিত্রী একাকিনীই ঐ গৃহে থাকিয়া পত্রিকা-পরিদর্শনে নিবিষ্ট রহিলেন।

পত্রখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াই সাবিত্রীর বদনমণ্ডল নীরধর-বিমুক্ত শারদীয় সুধাকরের ন্যায় প্রফুল্ল হইল। কিন্তু একবার পাঠে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়াতেই হউক, অথবা পত্রের প্রত্যেক পংক্তি কণ্ঠস্থ করিবার নিমিত্তই হউক, তিনি উপর্য্যুপরি তিন চারিবার অনন্যমনে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। অবশেষে তিনি, অধিক বিলম্ব হইতেছে, বোধ করিয়া রাজার প্রদর্শিত স্থানে পত্রিকা রাখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে দ্রুতপদে কমলার বিশ্রাম-কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যাধিবিমুক্ত অভুক্তান্ন ব্যক্তি পথ্যপ্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণের আশায় যে ভাবে চিকিৎসকের আগমনপথ প্রতীক্ষা করে,—দীর্ঘকালাবরুদ্ধ

আসন্নমুক্তি ব্যক্তি কারামোচন-সংবাদ-শ্রবণের আশায় যে ভাবে কারাধ্যক্ষের আগমনপথ প্রতীক্ষা করে,—পতিবিরহ-বিধুরা অচিরমিলন প্রার্থিনী কুলবধূ, প্রবাসী প্রাণবল্লভের উপস্থিতি-সংবাদ-শ্রবণের আশায় যে ভাবে বার্ত্তাবহের আগমনপথ প্রতীক্ষা করে,—অথবা বৎসদর্শনোৎসুকা আবদ্ধবৎসা গাভী পক্ষিকুলের প্রভাত-সূচক সঙ্গীত-সংবাদ-শ্রবণের আশায় যে ভাবে পূর্ব্বগগনে অরুণদেবের আগমনপথ প্রতীক্ষা করে,—কমলা, স্বামীর শান্তি-নিবাস-গমনার্থ মাতার অভিপ্রায়-সংবাদ-শ্রবণের আশায় এতক্ষণ সেইভাবে নির্নিমেষনয়নে সাবিত্রীর আগমনপথ প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। এক্ষণে অনতিদূরে প্রফুল্লবদনা সাবিত্রীকে দ্রুতপদে তদভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি জীবনকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"নাথ! দেখুন, ভগিনী সাবিত্রী কেমন প্রফুল্ল-ভাবে ও কত সত্বর, এইদিকে আসিতেছেন! বোধ হয়, উনি মাতার নিকট আমাদের শান্তিনিবাস-গমন-সম্বন্ধীয় কোন সুসংবাদ পাইয়াই এরূপ প্রফুল্ল হইয়া থাকিবেন।"

জীবনকুমার প্রিয়তমা পত্নীর মুখে এতাদৃশ উৎসাহবচন-শ্রবণে সস্মিতবদনে কহিলেন,—"প্রিয়তমে! ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রতি আশা-সংস্থাপন করিয়া, বর্ত্তমানে প্রফুল্ল অথবা কাতর হওয়া উচিত নহে। হয় ত সাবিত্রী আমাদের শান্তিনিবাস যাত্রার অনুমতি-সংবাদ লইয়াই আসিতেছেন, কিন্তু বল দেখি, যদি উনি আসিয়া একেবারে নৈরাশ্যসূচক না হউক, বিলম্বসূচক কোন কথাও বলেন, তবে আমাদের এই অকারণ আহ্লাদের পরিবর্ত্তে কি অধিকতর দুঃখ পাইতে হইবে না?"

কমলা এতক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক স্বামীর বাক্যাবলী আকর্ণন

করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া স্বামীকে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সাবিত্রী ঐ গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন কমলা উহাঁকে সাদরে নিজপার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, সাবিত্রী তদীয় প্রশ্নের উত্তরে, রাজ্ঞী ও রাজার কথিত বৃত্তান্ত এবং রাজপ্রদত্ত পত্রের মর্ম্ম আদ্যোপান্ত বর্ণনানন্তর রাজকুমারীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—“দেখ কমল! তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতার নিকট গিয়া থাক, কিন্তু আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পরও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত না যাওয়ায়, মা তোমার সংবাদ লইয়াছিলেন; অতএব তোমার অবিলম্বেই সেখানে যাওয়া উচিত। আর রাজকুমার যদি সুস্থ থাকেন, এবং ইচ্ছা করেন, তবে একবার বহির্ব্বাটীস্থিত পিতার উপবেশন-মণ্ডপে যাইতে পারেন; যদিও সেজন্য কাহারও অনুরোধ বা অনুমতি নাই, কিন্তু পিতা আমাকে কুমারের শান্তিনিবাস-যাত্রার কথা বলিবার সময় যেন একবার উহাঁকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই এ কথার উল্লেখ করিলাম।” এই বলিয়া সাবিত্রী কোন কার্য্য-সাধনার্থ কমলার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

কমলা সাবিত্রীর মুখে মাতৃকর্ত্তৃক নিজের আহ্বানসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় বিদায়-প্রার্থনায় অনুমতি প্রদানের পূর্ব্বে, পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“নাথ! যদি অনুমতি করেন, তবে আমি একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।”—জীবনকুমার ইতিপূর্ব্বে সাবিত্রীর মুখে রাজা ও রাজ্ঞী কর্ত্তৃক আপনাদের শান্তিনিবাস-যাত্রার অনুমতিসংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি কমলার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই

কহিলেন,—"প্রিয়ে! আমারও মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে; এমন কি, আর অল্পক্ষণপরেই আমি বহির্বাটীগমনের নিমিত্ত তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে আর নিরর্থক কালহরণের প্রয়োজন নাই; তুমি ইহাঁর সহিত মাতার নিকট গমন কর, আমিও বাহিরে যাই।" এই বলিয়া জীবনকুমার প্রাসাদবহিস্থ রাজার নৈশোপবেশন-কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অনন্তর অপর পথে সাবিত্রী ও কমলা মাতৃদর্শনে গমন করিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই সাবিত্রীর মুখমণ্ডলের প্রতি সহসা কমলার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি উহাঁকে রোদনপরায়ণা দর্শন করিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগিনি! এমন আহ্লাদের সময় তোমার এরূপ বিষাদের কারণ কি? বল, এস্থান ত্যাগ করিয়া শান্তিনিবাস-গমনে তোমার কি কোনপ্রকার আপত্তি আছে? অথবা মাতাপিতা কি তোমাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন? এবং তুমি আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, ভাবিয়াই কি এরূপ কাতর হইয়াছ? যদি তাহা হয়, তবে তুমি সে দুর্ভাবনা ত্যাগ কর। নিশ্চয় জানিও, আমি তোমাকে এখানে রাখিয়া যাইতে পারিব না। এজন্য মাতাপিতার পদধারণ করিয়া, অথবা যে কোন প্রকারে পারি, তোমাকে শান্তিনিবাসে লইয়া যাইতে প্রাণপণে যত্ন করিব। তোমার জন্য যদি পতির শান্তিনিবাস-যাত্রায় বিলম্ব হয়, তাহাও আমাকে সহ্য করিতে হইবে।—তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে তোমার যাত্রার আয়োজন কর; আমি মাতার গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তোমার কক্ষে গমন করিব।"

সাবিত্রীর কি নিমিত্ত অশ্রুপাত হইতেছিল কমলা তাহা জানিতে না পারিলেও নিজের অনুমানানুসারে তাঁহাকে উল্লিখিত কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছিলেন। এক্ষণে সাবিত্রী তাঁহার কথার উত্তরপ্রদানার্থই যেন, কোন কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মহিষীর একজন সঙ্গিনী সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"মা কমলা! তোমার মাতা অনেকক্ষণ হইতে তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। পরিচারিণীগণ এবং আমিও তোমার বিরামকক্ষাভিমুখে গিয়াছিলাম, কিন্তু তখন জীবনকুমার গৃহে ছিলেন বলিয়া তোমাকে কোন কথা বলিবার সুবিধা হয় নাই। সে যাহা হউক, এখন শীঘ্র চল মা, তোমার জন্য তোমার মাতা অনেক কার্য্য বন্ধ রাখিয়াছেন।"

মাতৃসহচারিণীর বাক্য শেষ হইলে, কমলা আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া, সাবিত্রীকে তদীয় নিজ-কক্ষ-গমনের ইঙ্গিত করিয়া, দ্রুতপদে মাতৃসমীপে গমন করিলেন। সাবিত্রীর বদনসমাগত-বাক্য বদনেই নিবৃত্ত হইয়া গেল; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার দুঃখের আধিক্য না হইয়া বরং হর্ষেরই উদয় হইল। কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে কমলার প্রণয়ে অকারণ সন্দেহপ্রযুক্ত অনাক্ষাতে তাঁহাকে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অনুতাপবশতঃ অশ্রুপূর্ণলোচনে, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে কমলার অকৃত্রিম প্রণয়পূর্ণ সরলতা দর্শনে সে সংশয় সম্যক্-রূপে অপনোদিত হওয়ায়, কোন কথা বলিবার অবসর না পাই-লেও তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল; এবং তিনি সেইরূপ প্রফুল্লভাবে অবিলম্বেই নিজ-কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে রাজমহিষী শিবসুন্দরী তনয়ার শ্বশুরনিবাস-গমনোপ-

যোগী বসন, ভূষণ, শয়ন, তৈজসাদি নানাবিধ আবশ্যক ও বিলাসপ্রদ পদার্থের সুব্যবস্থা-সাধন-পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও, কমলাকে ঐ সকল পদার্থ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বিশেষতঃ যদি তিনি কন্যা অথবা জামাতার প্রয়োজনীয় অপর কোন পদার্থ প্রদানে বিস্মৃত হইয়া থাকেন তাহা অবগতির নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে কমলার জন্য তাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছিল। এক্ষণে অনতিদূরে প্রিয়তমা তনয়াকে দর্শন করিয়া তিনি নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন; এবং শান্তিনিবাস-যাত্রাকালে তাঁহার সহিত যে সকল পদার্থ প্রদত্ত হইবে বলিয়া সজ্জিত হইতেছিল, তৎসমস্ত একে একে তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে লাগিলন। ঐ সময় মহিষী ও কমলা উভয়েরই আন্তরিক অবস্থা সমভাবাপন্ন ছিল। যদিও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রদর্শন ও অপরজন পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ পরস্পরের ভাবী বিরহ-ভাবনায় মধ্যে মধ্যে নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে পর, বুদ্ধিমতী কমলা মাতাকে নিতান্ত কাতরা বিবেচনা করিয়া উচ্ছলিত দুঃখাবেগ কিয়ৎপরিমাণে সংবরণপূর্ব্বক বিনয়-ধীর-বচনে কহিলেন,—"মা! এই সকল দেখিবার জন্য আর কালহরণ করিয়া ফল কি? আমাকে আপনি রাজসংসারের সমগ্র সম্পত্তি দিলেও যখন আমি ইহজীবনে আপনার পদাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তখন ঐ অমূল্য চরণ-রত্ন-দর্শন ব্যতীত, এই বিলাসকর তুচ্ছ বিষয়, আমাকে আর অধিক কি সুখ প্রদান করিবে মা? বরং চলুন, এখন আপনার গৃহেই যাই।"

কমলা যদিও মাতাপিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন,

কিন্তু এতদিন তাঁহার সে ভাব বাক্য দ্বারা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে তাঁহার উল্লিখিত ভক্তিসূচক বাক্যাবলী শ্রবণে মহিষী শিবসুন্দরী এরূপ প্রীতি লাভ করিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রিয়তমা তনয়ার বিরহ-চিন্তায় অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইলেও, যথাশক্তি মনোগতভাব গোপনপূর্ব্বক দুহিতাকে কহিলেন,—"তবে চল মা, তোমার আহার করিবারও সময় হইয়া আসিল।" এই বলিয়া মহিষী, দ্রাবিড়-প্রেরণার্থ আয়োজিত দ্রব্যসমূহ সুশৃঙ্খলে সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধারণ জন্য স্বীয় সঙ্গিনীর প্রতি আদেশ করিয়া, কমলার হস্তধারণপূর্ব্বক ভোজনকক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জীবনকুমার বহির্ব্বাটীতে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি উহাঁকে শান্তিনিবাস-যাত্রাসম্বন্ধীয় আয়োজন ও মন্ত্রীর তথায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় জ্ঞাপনানন্তর অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হওয়ায় ভোজনাদি-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ উভয়েই অন্তঃপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে কমলা মাতার অনুরোধে আহারাদি করিয়া, পূজনীয়া অন্তঃপুরমহিলা ও সঙ্গিনীগণের নিকট শান্তিনিবাস-যাত্রার বিষয় জ্ঞাপনানন্তর বিদায় প্রার্থনা প্রভৃতি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক, পিতার চরণ-দর্শনার্থ মাতার সহিত তদীয় শয়নকক্ষে বসিয়া নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন।

মহারাজ সত্যপ্রিয় আত্মজসদৃশ জামাতা জীবনকুমারের সহিত অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং তথায় কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত জামাতাকে অপেক্ষা

করিতে অনুরোধ করিয়া, মহিষীর শয়নমন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। জাহ্নবীতীর হইতে পুনর্জ্জীবিত জীবনকুমার ও কমলাকে লাভ করিয়া পরমানন্দে প্রাসাদ প্রত্যাবর্ত্তনের পর, দিবসদ্বয় মধ্যে কন্যার সহিত রাজার প্রায় সাক্ষাৎই হয় নাই। সেই নিমিত্ত, এই সময় মহিষীর কক্ষে কমলার উপস্থিতিসম্ভাবনা মনে করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে রাজ্ঞী, প্রিয়তমা তনয়ার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে অনতিদূরে সহসা পতির আগমন দেখিতে পাইলেন। কমলারও দৃষ্টি পিতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে উভয়েই তদীয় প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় রাজা ঐ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। পিতার আগমনমাত্র সুশীলা কমলা প্রশান্তভাবে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক তদীয় চরণরেণু গ্রহণ করিলে, রাজা স্নেহ-প্রফুল্ল-বদনে আত্মজার মস্তকাঘ্রাণ করণানন্তর ধীরমধুর-বচনে তাঁহাদের উভয়কেই স্ব স্ব আসনে উপবেশনের অনুমতি-প্রদান করিয়া, নিজে অপর এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তনয়ার শ্বশুরনিবাসে অবস্থিতিকালীন কর্ত্তব্যবিষয়ক নানাবিধ সদুপদেশ প্রদানের পর, জীবনকুমার অভুক্তাবস্থায় অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন স্মরণ হওয়ায়, আত্মজাকে শয়নকক্ষগমনের আদেশ করিলেন।

সুশীলা রাজবালা এতক্ষণ প্রশান্তভাবে ও অনন্যমনে মাতা পিতার সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছিলেন ; এক্ষণে তাঁহাদের নিকট শয়নার্থ গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া মাতৃকক্ষ পরিহারপূর্ব্বক পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে সাবিত্রীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় তাঁহাকে শান্তিনিবাস-যাত্রার আয়োজনে নিযুক্তা দর্শনে, কিয়ৎকাল

কথোপকথনানন্তর বিশ্রামমণ্ডপে গমন করিয়া প্রশান্তমনে পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে জীবনকুমার আহারাদি সমাপনানন্তর কমলার বিশ্রামকক্ষে সমাগত হইলে, প্রথমতঃ উভয়েই পরস্পরের অদর্শন-কালীন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এই সময় তোরণ-সমুত্থিত রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর-জ্ঞাপক নহবৎধ্বনি শ্রবণগোচর হওয়ায়, জীবনকুমার ও কমলা শয়নমন্দিরে গমনপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যেই নিদ্রাগত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রাবৃট্-পয়োধরের অনুচ্চ গর্জ্জনধ্বনিও যেমন বিরল-তৃণ-কুটীর দরিদ্রের নিদ্রাভঙ্গের কারণ হয়,—প্রিয়তম অপত্যের পার্শ্বপরিবর্ত্তন-হেতু তদীয় অঙ্গস্থিত অলঙ্কারের সামান্য সঙ্ঘর্ষণধ্বনিও যেমন পার্শ্ব-শয়িতা মাতার নিদ্রাভঙ্গের কারণ হয়,—রাত্রিশেষে পক্ষিকুলের অস্ফুট কলকলধ্বনিও সেইরূপ শান্তিনিবাসগমনোৎকণ্ঠিত নব-দম্পতিরও নিদ্রাভঙ্গের কারণ হইল। যামিনী অবসান বুঝিয়া জীবনকুমার ও কমলা প্রশান্তমনে শয়ন পরিত্যাগ করিলেন।

নানা কারণে যামিনীতে রাজা ও রাজ্ঞীর প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হয় নাই; সুতরাং ইতিপূর্ব্বেই শয়ন পরিহারপূর্ব্বক রাজা বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়া, এবং রাজ্ঞী অন্তঃপুরে থাকিয়া, শান্তিনিবাস-গমনার্থ আদিষ্ট কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত জাগরিত করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই যানবাহন, সৈন্য সামন্ত, দাস দাসী প্রভৃতি সমস্তই যথোচিত মূল্যবান্ পরিচ্ছদে

সুসজ্জিত হইল। তখন রাজা জীবনকুমার ও কমলাকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত একজন অন্তঃপুরচারী ভৃত্য দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন এবং অবিলম্বে আপনিও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে রাজ্ঞী শিবসুন্দরী স্বয়ং কমলা ও সাবিত্রীকে যথোচিত সুসজ্জিত করিয়া, এবং জামাতাকেও সুসজ্জিত করাইয়া, যাত্রার নির্দ্দিষ্টকাল এবং স্বামীর আদেশ উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত কন্যাদ্বয় ও তাঁহাদের সহচারিণীগণের সহিত, তৎকালোচিত নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি বহির্ব্বাটী হইতে উহাঁদের প্রস্তুত হইবার অনুমতি-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হইবার ভয়ে, অবিলম্বেই উহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রণাম করাইবার নিমিত্ত অন্তঃপুরমধ্যবর্ত্তী দেবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

দেবতাকে যথাবিহিত প্রণাম ও তদীয় নির্ম্মাল্যগ্রহণানন্তর জীবনকুমার, সাবিত্রী ও কমলা, রাজ্ঞীকে প্রণাম ও তদীয় চরণরেণু গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় রাজা আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং যাত্রার নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিতির আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না থাকায়, উহাঁদিগকে অবিলম্বেই বিদায় দিতে মহিষীকে আদেশ করিলেন।

এই সময় সাবিত্রী ও কমলা, মাতাপিতা এবং আত্মীয়স্বজনের উপস্থিত বিরহ-ভাবনায় এমন ব্যাকুল হইলেন যে, তাঁহাদের লোচন কোনক্রমে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। রাজ্ঞী শিবসুন্দরী পূর্ব্বাবধিই নিতান্ত ব্যথিতা ছিলেন, এক্ষণে কন্যাদ্বয়ের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু নিজে নিতান্ত অধৈর্য্য হইলে পাছে কন্যাগণের একবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এই আশঙ্কায়, তিনি উপস্থিত ব্যাকুলতা কথঞ্চিৎ গোপনপূর্ব্বক

প্রথমে সাবিত্রীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া গদ্গদবচনে কহিলেন,—"সাবিত্রি! তোমাকে আর কি বলিয়া দিব মা! কমলাকে এখানে যেভাবে প্রতিপালন করিয়াছ, সেখানেও সেইভাবে দেখিও। আর তোমাকে এরূপ অবস্থায় পাঠাইতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন কমলা তোমায় ছাড়িয়া কোনরূপে থাকিতে পারিবে না, তখন অগত্যা তোমাকে পাঠাইতে হইতেছে। আর তোমার জন্য মহারাজ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা ত তুমি সমস্তই জান।"

অনন্তর রাজ্ঞী কথঞ্চিৎ অশ্রুসংবরণপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহগদ্গদবচনে কহিলেন,—"কমল! অতি শীঘ্রই আবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তজ্জন্য এত কাতর হইতেছ কেন মা? তুমি স্বামীর সহিত যাইতেছ, সাবিত্রী ও দাসদাসীগণ তোমার সঙ্গে যাইতেছে, সেখানে গিয়া মাতা পিতার ন্যায় শ্বশ্রূশ্বশুরের স্নেহলাভ করিবে, তাঁহারা তোমাদিগকে পাইয়া কতই যত্ন করিবেন; এবং সর্ব্বদাই আমাদের সংবাদ পাইবে। এখন এস মা, যাত্রাকালে অশ্রুপাত করিতে নাই।" এইরূপ বলিতে বলিতে মহিষীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। কেবল একহস্তে সাবিত্রীর ও অপর হস্তে কমলার হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরবহির্দ্বারে সংস্থাপিত যানাভিমুখে চলিলেন।

অনন্তর সকলেই সেইস্থানে উপস্থিত হইলে জীবনকুমার, সাবিত্রী ও কমলা, একে একে রাজাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। নরপতি সকলকেই যথোচিত আশীর্ব্বাদানন্তর প্রথমতঃ জীবনকুমারকে সস্নেহমধুরবচনে কহিলেন,—"বৎস! তুমি গুণবান্ ও বিদ্বান্, তোমাকে আর অধিক কি বলিব; কমলা এখন তোমারই,

সুতরাং উহার সুখস্বচ্ছন্দ সকলই তোমার আয়ত্ত। আর সাবিত্রীর বিষয় বোধ হয় তুমি সমস্তই অবগত হইয়াছ। সাবিত্রী আমার আত্মজা না হইলেও, আমি উহাকে চিরকালই কমলার জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করি। সাবিত্রী এ সময় এখানে থাকিলে মহিষীর কমলাবিরহ-বেদনা অনেক লঘু বোধ হইত; কিন্তু কমলার ক্লেশ হইবে বলিয়া উহাকে শান্তিনিবাসে পাঠাইতে হইতেছে।"

অনন্তর রাজা কমলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা! কন্যা কখনও চিরকাল মাতাপিতার নিকট থাকিতে পারে না। বাল্যকালে তুমি আমাদের নিকট প্রতিপালিত হইয়াছ; এক্ষণে কালসহকারে ও সৌভাগ্যক্রমে উপযুক্ত পাত্রে, তোমার বিবাহ হইয়াছে; এ সময় ভর্ত্তৃগৃহবাসিনী হইয়া অবিচলিতভাবে স্বামীর এবং তাঁহার জনক জননীর পরিচর্য্যা করাই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য ও সার ধর্ম্ম। অতএব বৎসে! এক্ষণে দুঃখ পরিহার কর।" এই বলিয়া কোনক্রমে নিজের অশ্রু সংবরণপূর্ব্বক উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা আত্মজার অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিলেন।

অবশেষে নরনাথ সাবিত্রীকে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন,—"মা সাবিত্রি! আমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি অচিরকালমধ্যে অনুরূপ পতিলাভ কর। বৎসে! আমারও ইচ্ছা ছিল না যে, এরূপ অনূঢ়াবস্থায় তোমাকে শান্তিনিবাসে প্রেরণ করি। কিন্তু তুমি কমলাকে ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিতে পারিবে না শুনিয়া, এবং তোমাকে সমভিব্যাহারিণী করিবার নিমিত্ত কমলারও আগ্রহ দেখিয়া, অগত্যা উহাতে স্বীকৃত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত তোমার বিষয়ে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা তুমি পত্রদর্শনে বোধ হয় সমস্তই অবগত হইয়াছ। বস্তুতঃ কমলা অপেক্ষা

তোমার জন্যই আমাদের চিন্তার বিষয় অধিক।" এই বলিয়া রাজা একে একে কন্যাদ্বয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক যানে আরোহণ করাইয়া দিলেন। পরে জীবনকুমার রাজাজ্ঞানুসারে যানারোহণ করিলে, যান, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে প্রাসাদের বহির্ভাগস্থ প্রধান তোরণাভিমুখে প্রধাবিত হইল।

উষাকালীন অন্ধকারমধ্যে জ্বালিত আলোক-সাহায্যে যতক্ষণ দৃষ্টি চলিল, রাজ্ঞী, সঙ্গিনী ও পরিচারিণীগণসহ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ততক্ষণ ঐ যানের প্রতি, এবং কমলা ও সাবিত্রী যানমধ্যে থাকিয়া গবাক্ষপথে মাতা প্রভৃতির প্রতি, সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ যান দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সঙ্গিনীগণ রাজ্ঞীকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন।

রাজা ইতিপূর্ব্বেই বহির্ব্বাটীতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে যান প্রধান তোরণে উপস্থিত হইলে, তিনি গুরু, পুরোহিত, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সহচর ও অমাত্যবর্গের সহিত অবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন। রক্তপরিচ্ছদ-পরিধায়ী অশ্বারোহী শরীর-রক্ষক-সৈন্যগণ জীবনকুমার প্রভৃতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত যানের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। পথপ্রদর্শক ও দাসদাসীগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট যানে আরোহণ করিলে পর, অন্যান্য সহযাত্রী অশ্বারোহী সৈন্যগণ, যানারূঢ় ব্যক্তিগণের অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া সানন্দে বঙ্গাধিপতি মহারাজ সত্যপ্রিয়ের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রত্যুষ-সময়ে রাজতোরণে সৈন্যগণের কোলাহল এবং অশ্বগণের পদধ্বনি ও হ্রেষারব, সমাগত নিস্তব্ধ দর্শকমণ্ডলীর অন্তঃকরণকে বিস্ময়-বিষাদ-সংমিলিত অপূর্ব্বভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অবিলম্বে পূর্ব্বগগনে অরুণদেব উদিত হওয়ায় যাত্রার নির্দ্দিষ্ট

শুভক্ষণ উপস্থিত বুঝিয়া, ব্রাহ্মণগণ ও রাজার আদেশানুসারে জীবনকুমার, সাবিত্রী ও কমলা প্রভৃতি সকলেই আলোকসমুদ্ভাসিত বৃহত্তোরণ পার্শ্বে সংস্থাপিত রসাল-পল্লবসংযুক্ত গঙ্গোদক-পরিপূর্ণ হেমকলসযুগলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, গুরুদেব, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে যাত্রাকালীন মন্ত্র ও ভগবৎস্তোত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই ব্যাপার সমাপ্ত হইলে রাজার ইঙ্গিতক্রমে জীবনকুমার, সত্যপ্রিয়-প্রাসাদ অন্ধকার করিয়া,—রাজমহিষী শিবসুন্দরীর প্রিয়তমা দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া,—এবং শান্তিনিবাসে পুনঃ-শান্তি-সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া,—বিবাহের পর তৃতীয় দিবসে দ্রাবিড়দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শান্তিনিবাস-নগরে, মহারাজ বিশ্ববন্ধুকর্তৃক আত্মজের দীর্ঘজীবন-লাভার্থ অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞ শেষ হইবার দিবসচতুষ্টয় পূর্ব্বে জীবনকুমার রজনীযোগে গুপ্তভাবে পিতৃভবন পরিত্যাগ করিলে পর, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না, তখন রাজা তদ্দিবসীয় যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া বেদিকোপরি উপবিষ্ট পূজক, পাঠক, হোতা, সদস্য প্রভৃতি উপবাসী ব্রাহ্মণগণকে বিষন্নবদনে বিদায় দিলেন। উপস্থিত রাজন্যমণ্ডলী, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিসমূহ এবং ক্রমশঃ শান্তি-নিবাস-নগরীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই রাজকুমারের জন্য হাহাকার করিতে লাগিলেন।

পরদিনও অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু কুমারের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। তখন মহিষী পুত্রের পুনর্দ্দর্শনবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হওয়ায়, উন্মত্তার ন্যায় হইলেন। রাজার হৃদয়ও নিতান্ত

বিকৃত হইয়া গেল ; কিন্তু তখনও আশা উহাকে ত্যাগ করিল না। তীর্থ স্থানে পুত্রকে লাভ করিতে পারিবেন ভাবিয়া, আশার কুহকে ও মন্ত্রীর পরামর্শে অবিলম্বে নানা তীর্থে চর প্রেরণ করিলেন ; এবং তাহাদের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় যজ্ঞ স্থগিত করিয়া কোনক্রমে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

দুই তিন দিবসের মধ্যে অনেক তীর্থ হইতে দূত প্রত্যাগত এবং কোন কোন স্থান হইতে পত্র উপস্থিত হইল ; কিন্তু কুমারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রাতঃকালে, যজ্ঞভঙ্গহেতু জীবনকুমারের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া রাজপ্রাসাদ, রাজধানী, এমন কি রাজ্যস্থিত প্রত্যেক গৃহ হইতেই হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল। কুমারের নিরুদ্দেশ-দিবস হইতে রাজা, রাজ্ঞী ও শঙ্করী, অন্ন পান পরিত্যাগ করিয়া মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে পতিত ছিলেন। ঐ সময় সান্ত্বনা করিবার অথবা ভোজনাদি করাইবার নিমিত্ত মহিষী ও শঙ্করীর নিকট মন্ত্রিপত্নী, এবং রাজার নিকট মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কেহই যাইতে সাহস করিত না।

সে যাহা হউক, জীবনকুমারের মৃত্যুর নির্দ্দিষ্ট দিবস প্রভাতে প্রাসাদমধ্য হইতে সহসা উচ্চরোদন-নিনাদ উহাঁদের কর্ণগোচর হইবামাত্র একবারে ত্রিবিধ অনর্থ সঙ্ঘটিত হইল। প্রথম,—জরাজীর্ণা প্রায়োপবেশনক্ষীণা, শোকসন্তপ্তা শঙ্করী একটী সুদীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে 'জীবনকুমার'! এই কথাটী উচ্চারণ করিয়াই সংজ্ঞাশূন্যা হইল। দ্বিতীয়,—রাজ্ঞী ঐ উচ্চরোদনধ্বনি ও পার্শ্বনিপতিতা শঙ্করীর কাতরকণ্ঠ-বিনিঃসৃত 'জীবনকুমার' শব্দ শ্রবণে, চারি দিবসের পর নয়নোন্মীলন করিলেন ; এবং ক্ষণকাল অশ্রুপূর্ণনয়নে স্থির দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে

চাহিয়া যেন কোন অলৌকিক বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও দৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিল,—শরীর অনলের ন্যায় উত্তপ্ত হইল,—দন্তপংক্তি দ্বারা অধর প্রবলরূপে দংশিত হইতে লাগিল, এবং করদ্বয় বজ্রমুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি অবিলম্বে ধরাসন পরিহারপূর্ব্বক প্রবলবেগে উঠিয়া বসিলেন; এবং কখন বিকট হাস্য, কখন রোদন, কখন করতালি প্রদান, কখনও বা নানাবিধ নিরর্থক বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পুত্রশোকে তিনি এক্ষণে সম্যক্‌রূপে উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়,—পুত্রবিরহব্যথিত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মহারাজ বিশ্ববন্ধু ঐ হৃদয়বিদারণ করুণ রোদননিনাদ শ্রবণমাত্র আত্মজের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি বিবেচনায় এককালে সহস্র-বিষধর-দংশন-প্রপীড়িত ব্যক্তির ন্যায় যাতনায় অস্থির হইয়া পর্য্যঙ্ক হইতে গৃহতলে নিপতিত, আহত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

জীবনকুমারের নিশ্চিত মৃত্যুবোধে শান্তিনিবাস শ্মশানবেশ ধারণ করিল। রাজভবনের ত কথাই নাই, রাজধানীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরও বদনমণ্ডলের প্রসন্নতা একবারে অন্তর্হিত হইল। ইতি-পূর্ব্বেই রাজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল; তবে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে, মন্ত্রীই কোনক্রমে তাহার মীমাংসা করিতেছিলেন। মন্ত্রিবর গুণনিধান যে সময় রাজ্য-সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য সাধনার্থ রাজাকে ত্যাগ করিয়া সভাদি কোন স্থানে গমন করেন, সে সময় তদীয় পুত্র লোকরঞ্জন রাজার নিকট থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষাদি করিয়া থাকেন। লোকরঞ্জন জীবনকুমারের সমবয়স্ক বলিয়া, রাজা ও রাজ্ঞীর অভিলাষক্রমে বাল্যকালাবধি কুমারের সহিত একত্র প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত ও

শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং জীবনকুমারের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। তজ্জন্য মন্ত্রিকুমারের হৃদয় রাজকুমারের বিরহে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হইয়াছিল; কিন্তু নিজের আন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইলে পাছে তদীয় মাতাপিতা, রাজা, রাজ্ঞী ও শঙ্করীর পরিচর্য্যায় শিথিলপ্রযত্ন হওয়াতে উহাঁদের প্রাণবিয়োগ হয়, এই ভয়ে তিনি মনোগত যাতনা যথাশক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এইভাবে আরও দিবসচতুষ্টয় অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম দিবস যামিনীর প্রথম যামে, রাজা শয়নকক্ষে তদীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রিকুমারের সহিত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট থাকিবার পর, মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া ধীরভাবে কহিলেন,—"গুণনিধান! এই রাজভবন এখন আমার পক্ষে কৃতান্তভবন বলিয়া বোধ হইতেছে। আর আমি তোমার পরামর্শানুসারে দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাক্যে নির্ভর করিয়া এক মুহূর্ত্তও এই যমালয়ে বাস করিতে পারিতেছি না। আর যে আমার জীবনকুমারকে পাইব, তাহার কোন আশাই নাই। যে একবার কাল-কবলিত হইয়াছে, সে যে আবার জীবিত হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। অতএব আমি কল্যই মহিষী-সমভিব্যাহারে কোন তীর্থস্থানে গিয়া সাধুসহবাসে জীবনের এই অত্যল্প অবশিষ্টকাল যাপন করিব স্থির করিয়াছি; তুমি শীঘ্রই আমাদের যাত্রার আয়োজন কর। বার্দ্ধক্যবশতঃ শরীর জরা-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছে, এ অবস্থায় আর কাহার আশায় এই দুর্ব্বহ বিষয়ভার বহন করিব! লোকরঞ্জন আমার জীবনকুমারের সদৃশ স্নেহের পাত্র; অতএব এই রাজ্য আমি ইহাকেই সমর্পণ করিয়া যাইব মনস্থ করিয়াছি।" এইরূপ

বলিতে বলিতেই শোকাবেগে নৃপতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং লোচনদ্বয় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

সর্ব্বসদ্‌গুণনিধান প্রতিপালক রাজার এই নির্ব্বেদপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া সদাশয় মন্ত্রীরও লোচনদ্বয় অশ্রুভারে অবনত হইল। তিনি সহসা রাজবাক্যের উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হইয়া, কিয়ৎক্ষণ তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রধান দ্বারপাল ধীরপাদবিক্ষেপে ঐ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যথাবিহিত প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ধীরবচনে কহিল,—"মন্ত্রিবর! বঙ্গদেশাধীশ্বর সত্যপ্রিয়নামা নরপতির রাজধানী হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমারোহসহকারে আমাদের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আগমনমাত্র তিনি মহারাজকে অবিলম্বে সংবাদ প্রদানের আদেশ করিলেন। আমিও তাঁহাকে সংক্ষেপে মহারাজের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তখন তিনি সহাস্যবদনে কহিলেন,— 'আমি তোমাদের যুবরাজ জীবনকুমারের মঙ্গলসংবাদ লইয়াই এখানে আসিয়াছি, তুমি শীঘ্র মহারাজকে এই শুভসংবাদ জ্ঞাপন কর।' এক্ষণে আপনার যেরূপ অনুমতি হয়।"

রাজা, মন্ত্রী ও মন্ত্রিকুমার এতক্ষণ বিস্মিতভাবে দ্বারপালের উক্ত অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব পরমানন্দজনক কথাসকল শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তাহার বাক্য শেষ হইবামাত্র মন্ত্রী, আগন্তুক ব্যক্তিকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা করিতে, এবং অনতিবিলম্বেই নিজের তথায় গমনসংবাদ জ্ঞাপন করিতে, আদেশপ্রদানপূর্ব্বক দ্বারপালকে বিদায় করিলেন। অনন্তর ঐ আগন্তুক ব্যক্তির প্রতি রাজার কোন বক্তব্য আছে কি না তাহা জানিবার জন্য ক্ষণকাল তদীয় বদনমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন; কিন্তু

রাজাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, অধিক বিলম্ব করা অবিধেয় বোধে, পুত্রকে তাঁহার নিকট রাখিয়া দ্রুতপদে সভাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রজ্বলিত পাবককুণ্ডমধ্যে সহসা প্রভূত সলিল প্রক্ষিপ্ত হইলে, উহাদের পরস্পরের শক্তির যেমন ভাবান্তর হয়,—প্রশস্ত অলক্তরস-পূর্ণ পাত্রে সহসা প্রচুর দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত হইলে, উহাদের পরস্পরের বর্ণের যেরূপ অবস্থান্তর হয়,—অথবা সাগরগামিণী স্রোতস্বিনীতে প্রখর বন্যা উপস্থিত হইলে, উহাদের পরস্পরের তরঙ্গের যেরূপ রূপান্তর হয়,—আত্মজ-নিধন-শোক-সন্তাপিত হৃদয়ে সহসা তদীয় পুনরাগমন-সংবাদ-জনিত পরমানন্দ সমুপস্থিত হইলে, দুঃখ ও আনন্দ সম্মিলিত হইয়া, মহারাজ বিশ্ববন্ধুরও শারীরিক সেইরূপ অবস্থান্তর ঘটিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে ও স্থিরদৃষ্টে উপবিষ্ট থাকিবার পর, অবশেষে আনন্দে বিহ্বল হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। লোকরঞ্জন তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার ক্ষণকাল পরে মন্ত্রী পরমানন্দসহকারে রাজ-প্রকোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিলেন। উহাঁর আগমনের পূর্ব্বে রাজা, লোকরঞ্জনের শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিয়া, হর্ষ ও সংশয়পূর্ণচিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সময় মন্ত্রী, সত্যপ্রিয়-নৃপ-সচিব-কথিত বঙ্গদেশে জীবনকুমারের উপস্থিতি হইতে বর্ত্তমানকালপর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে রাজসমীপে নিবেদন করিলেন;

এবং মহারাজ সত্যপ্রিয়-প্রেরিত একখানি পত্রিকা রাজার সম্মুখে রাখিয়া সানন্দবদনে কহিলেন,—"মহারাজ! দেবতার অনুকম্পায় এক্ষণে সেই দৈবজ্ঞ মহাপুরুষের বাক্য সর্ব্বাংশেই সফল হইয়াছে। কেন না শুনিলাম, আগামী কল্য এইরূপ সময়ে যুবরাজ জীবনকুমার সস্ত্রীক রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সত্যপ্রিয়সচিব কহিলেন, তাঁহাদের রাজধানী হইতে দ্রুতগামী যানযোগে শান্তি-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইতে প্রায় দুই দিবস লাগে। যুবরাজ কল্য প্রত্যূষে তথা হইতে আগমনের নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছেন।

মহারাজ বিশ্ববন্ধু মন্ত্রিমুখে এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব আনন্দজনক সংবাদের বিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থিতির পর, আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন,—"পরমেশ! তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছার মধ্যে যে কি রহস্য বিরাজিত রহিয়াছে, মোহান্ধ অজ্ঞ মানব তাহা কিরূপে বুঝিবে! অনন্তর নরনাথ, সত্যপ্রিয়-ভূপতি-প্রেরিত পত্রিকা পাঠের নিমিত্ত আগ্রহসহকারে মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা উন্মোচন করিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

পত্রখানি বঙ্গাধিপতির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি উহাতে দ্রাবিড়াধিপতিকে সম্মান ও সম্বন্ধোচিত সম্বোধন-পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"মহারাজ! বিধাতার অপ্রতিবিধেয় বিধা-নানুসারে, এবং অভাবনীয় অনুকম্পায়, আপনার সহিত আমার এখন নূতন সম্বন্ধ হইয়াছে। এতাবৎকাল হয় ত আপনি কেবল আমার নামমাত্রই অবগত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমি সৌভাগ্যক্রমে আপ-নার প্রীতিলাভেরও অধিকারী হইয়াছি। যে অভাবনীয় দৈবানু-কম্পায় প্রাণাধিক প্রিয় জীবনকুমারের সহিত আমার একমাত্র

কন্যা, কমলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে, এবং তদনন্তর যে সকল শোচনীয় মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া নবদম্পতী আপনাদের চরণদর্শনার্থ শান্তিনিবাস-যাত্রায় সমর্থ হইতেছে, সেই সকল ব্যাপার পত্রে ব্যক্ত করা যায় না ; সুতরাং উহা জীবনকুমারের নিকটেই অবগত হইবেন।

"মহারাজ! রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পরও বহুকাল আমার অপত্যলাভ হয় নাই। পরে ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কন্যা কমলাকে লাভ করিয়া, আমাদের অপত্যলাভ-বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে। ক্রমশঃ কমলার বয়োবৃদ্ধির সহিত জরা, দুর্ব্বহ-রাজ্যভারবাহী শরীরকে অবসন্ন করিতে আরম্ভ করায়, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, কোন উপযুক্ত রাজ-পুত্রের হস্তে প্রিয়তমা কমলাকে সম্প্রদান করিয়া,—যৌতুকস্বরূপ আমার সমগ্র রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক, সস্ত্রীক কোন তীর্থস্থানে গিয়া, নিশ্চিন্তচিত্তে জীবনের অবশিষ্টকাল পরমার্থ-চিন্তায় যাপন করিব। বিধাতার কৃপায় এতদিনে আমার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বিবাহের পর নানা বিপদ্বশতঃ এই কথা জীবনকুমারকে জানাইবার অবসর ঘটে নাই বলিয়াই, এক্ষণে আপনার নিকট নিবেদন করিলাম। বিবাহ-দিবস হইতে এ রাজ্য জামাতারই অধিকৃত হইয়াছে ; অতএব যত শীঘ্র হয়, কোন শুভদিন স্থির করিয়া জীবনকুমার ইহার কর্ত্তৃত্বগ্রহণ করিলেই আমি এই গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি পাই।

অবশেষে মহারাজের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, কমলার সহিত সাবিত্রী-নাম্নী একটী অবিবাহিতা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা শান্তি-নিবাসে যাইতেছে। সেটী আমার প্রতিপালিতা কন্যা ; এবং

কমলার সদৃশী স্নেহের পাত্রী। কিছুকাল পূর্ব্বে এক সময় বঙ্গদেশে অতিবৃষ্টিবশতঃ সমুদায় শস্য নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময় এক ব্যক্তি অসহায় অবস্থায় কোথা হইতে ষণ্মাসবয়স্কা এই কন্যাটীকে প্রাপ্ত হয়; এবং আমাকে অপুত্রক জানিয়া প্রতিপালনের নিমিত্ত আমারই নিকট লইয়া আইসে। সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না প্রশান্তমূর্ত্তি এই বালিকাকে দর্শন করিয়া, মমতাপ্রযুক্ত আমি ইহাকে গ্রহণ ও প্রতিপালন করি। সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইবার এক বৎসর পরে কমলা ভূমিষ্ঠ হয়।

ক্রমশঃ সাবিত্রীর প্রতি আমাদের এরূপ মমতা জন্মিয়াছে যে আমরা উহাকে কমলার জ্যেষ্ঠসহোদরার ন্যায় মনে করি; এবং উহারাও পরস্পর সেইরূপই আচরণ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত সাবিত্রী, আমাদের দুহিতা নহে, ইহা জানিতে পারিলেও, সে কমলাকে এত ভালবাসে যে, কমলার বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই নিজের বিবাহে সম্মত হয় নাই। কমলার বিবাহের পর, কোন সৎপাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু শান্তিনিবাস-যাত্রাকালে কমলা সাবিত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায়, এবং কমলাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে সাবিত্রীরও অনিচ্ছা বুঝিতে পারায়, অগত্যা তাহাকে কমলার সহিত শান্তিনিবাসে প্রেরণ করিতে হইতেছে। অতএব অল্পকালমধ্যে যাহাতে কোন সৎপাত্রের সহিত উহার পরিণয়-কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয়, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সাবিত্রীর সৌম্যমূর্ত্তি ও সদাচরণ দেখিয়া, আমি প্রথমেই উহাকে সদ্বংশসম্ভূতা বোধ করিয়াছিলাম। পরে একদা ঘটনাক্রমে

সভায় এক বিচক্ষণ দৈবজ্ঞ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার গণনা দ্বারা উহাকে ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ এ কথাও বলিয়া গিয়াছেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে অভাবনীয় ঘটনাক্রমে সাবিত্রীর পিতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন দ্বারা উহাকে আপনার আত্মজা প্রমাণপূর্ব্বক নিজেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। কিন্তু ইহা যে কতদূর সার্থক হইবে তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, এখন যত শীঘ্র হয়, এই পরিণয়-ব্যাপার সম্পন্ন হইলেই আমি একটী গুরুতর চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাই। আর আমার অবশিষ্ট ধনরত্নাদি অস্থাবর সম্পত্তি সাবিত্রীর বিবাহকালে উহাকে সমস্তই সমর্পণ করিব স্থির করিয়াছি। অতএব যিনি উহার পাণিগ্রহণ করিবেন, ঐ সকল বস্তু তাঁহারই অধিকৃত হইবে।"

সত্যপ্রিয় নরপতির এই অলোকসামান্য বিনয়, বদান্যতা, ও নিস্পৃহতা পূর্ণ পত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা, মন্ত্রী ও মন্ত্রিকুমার বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। অবিলম্বেই এই শুভ সংবাদ উন্মাদিনী মহিষীর ও মৃতকল্পা শঙ্করীর কর্ণগোচর হইল। জীবনকুমার জীবিত আছেন, কেবল এই সংবাদ শুনিলেই যাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ অভাবনীয় শুভ সংবাদ শ্রবণ যে কতদূর আনন্দের বিষয়, তাহা বর্ণনার অতীত। যামিনীমধ্যেই এই শুভ সংবাদ সমীরণ-সঞ্চারিত প্রসূনগন্ধের ন্যায় রাজধানীতে প্রচারিত হইয়া গেল। প্রভাতে রাজভবন যেন নবজীবন লাভ করিয়া অভিনব সজ্জায় সুসজ্জিত হইল। রাজা, রাজ্ঞী, শঙ্করী, কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণ, সকলেই বসন্তসমাগমোৎফুল্ল পাদপের ন্যায় প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। অল্পকালমধ্যেই রাজপথ সকল, বিশেষতঃ জীবনকুমারের রাজপুরী-

প্রবেশের পথ, কুসুমদাম ও আলোকমালায় সুসজ্জিত, এবং রাজধানীতে মহান্ আনন্দকোলাহল সমুত্থিত হইল। অপরাহ্ণ সময়ে প্রধান মন্ত্রী গুণনিধান, লোকরঞ্জন প্রভৃতি যুবরাজের সহচর এবং কতিপয় অনুচর ও সৈন্যসামন্ত সহ, নগরসীমায় গিয়া, জীবনকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিনমণির অস্তগমন-সময়ে, সেনা-সমারূঢ়-তুরগ-চরণ-সমুত্থিত-ধূলি-পটলে গগনমণ্ডল অন্ধকারাবৃত করিয়া,—বহু-মানব-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত-হর্ষ-কোলাহলে বিহগকুলের সায়ংকালীন কলরবকে পরাস্ত করিয়া,—এবং অষ্টযুগসদৃশ অষ্টাহ-বিরহ-কাতর প্রজাপুঞ্জের দর্শনলালসাকে চরিতার্থ করিয়া,—রাজ্যের ভূষণস্বরূপ,—শান্তি-নিবাসের শান্তিস্বরূপ,—এবং রাজা, রাজ্ঞী, ও শঙ্করীর জীবন-স্বরূপ,—জীবনকুমার, রাজপুরী পরিত্যাগের পর নবম দিবসে পুনর্ব্বার রাজধানীর সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রীর অনু-মতিক্রমে তৎক্ষণাৎ নগরপ্রাকারসুসজ্জিত-তোপধ্বনি দ্বারা এই সুসংবাদ চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল। অনন্তর জীবনকুমার, প্রত্যুদ্গমনার্থ সমাগত পিতৃতুল্য মাননীয় পিতৃসচিব ও প্রিয়বয়স্য-গণকে যথোচিত অভিবাদন ও সাদরসম্ভাষণান্তর, উহাঁদের সহিত প্রাসাদ-সমানীত সুসজ্জিত উন্মুক্ত যানারোহণপূর্ব্বক নিবিড় জনতা ভেদ করিয়া ধ্বনিত বাদ্যসমূহ-সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অন্তঃপুর হইতে উচ্চনাদে শঙ্খাদির মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল। রাজ্ঞী ও শঙ্করী, প্রিয়তম জীবনকুমারের বদনসুধাকর সন্দর্শনার্থ গবাক্ষপথে অক্ষিসন্নিবেশপূর্ব্বক এতক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, এবং তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী

আবৃতযানে নববধূর অবস্থিতি অনুমান করিয়া, কুলাচারানুসারে উহাঁদিগের গৃহপ্রবেশ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পুরন্ধ্রীবর্গকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

এদিকে জীবনকুমার, তোরণমধ্যে প্রবেশমাত্র অনতিদূরে পিতাকে তাঁহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ যান হইতে অবরোহণপূর্ব্বক অবনতমস্তকে তৎসমীপবর্ত্তী হইলেন; এবং ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতপূর্ব্বক তদীয় পদরজঃ গ্রহণ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ ব্যগ্রতাসহকারে হস্তপ্রসারণ করিয়া, প্রণত পুত্রকে উত্তোলন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। পরস্পরের চক্ষুশ্চতুষ্টয় সম্মিলিত হইলে, আনন্দে উভয়েরই অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পরে জীবনকুমার, তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ও পূজ্য ব্যক্তিগণকে যথাবিহিত প্রণাম ও সম্ভাষণানন্তর অবিলম্বেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশমাত্র সর্ব্বপ্রথমে শঙ্করীর সহিত জীবনকুমারের সাক্ষাৎ ও সাদরসম্ভাষণ হইল। পরে তদীয় অনুমতিক্রমে তিনি অগ্রে সস্ত্রীক মাতৃচরণবন্দনা ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে, পুরনারীবৃন্দ যথাবিধানে মহাসমারোহে নববধূর গৃহপ্রবেশ-ব্যাপার সম্পাদন করিলেন। অনন্তর রাজা, রাজ্ঞী, ও শঙ্করী প্রভৃতি প্রিয়জনগণ, জীবনকুমারের মুখে, তদীয় শান্তিনিবাস পরিত্যাগের পর অবধি তথায় পুনরাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক পুলকিতশরীরে ও ভক্তিভাবে কৃপাময় পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরমানন্দে যামিনী অতিবাহিত হইল।

পরদিবস প্রভাতে রাজকীয় নিদেশক্রমে রাজধানীতে পুনর্ব্বার

সপ্তাহকালব্যাপী আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। রাজা মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে স্বয়ং সানন্দে উহার সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঐ দিবস সত্যপ্রিয়-নৃপ-সচিব স্বদেশযাত্রার্থ বিদায় প্রার্থনা করিলে, মহারাজ বিশ্ববন্ধু তাঁহার ও বৈবাহিক নৃপতির নিমিত্ত বহুমূল্য সম্মানসূচক উপহারাদির সহিত রাজপ্রেরিত পত্রের যথোচিত সদুত্তর প্রদানানন্তর মন্ত্রিসহ সমাগত সৈন্য সামন্ত প্রভৃতিকে নানাবিধ পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক মহাসমারোহে তাঁহাকে বিদায় করিলেন। দেখিতে দেখিতে শান্তিনিবাসের সপ্তাহকালব্যাপী আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন দ্রাবিড়েশ্বর পুনর্ব্বার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রজাপালনকার্য্যে নিরত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বভাগ সমাপ্ত।

ভূমিকা।

'জীবনকুমার' নামে এই উপন্যাসমূলক পৌরাণিক সাহিত্য-প্রবন্ধ বিশাল বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইহার অধ্যয়ন দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইবে কি না, নিরপেক্ষ পাঠকগণই তাহার বিচারকর্ত্তা। অধুনা সাধারণ পাঠকবর্গের রুচি, নাটক উপন্যাস প্রভৃতিতেই বিশেষ আবদ্ধ দেখিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে "জীবন-পরীক্ষা বা ভীষণ স্বপ্নচতুষ্টয়" নামক একখানি স্বপ্নলব্ধ গল্পের পুস্তক তাঁহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল; কিন্তু উহা "বৃদ্ধাবস্থার পাঠ্য, সুতরাং অগ্রাহ্য" এই বলিয়া উহাঁরা তাহা স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন। কেবল উহা নহে, এইরূপে আরও কয়েকখানি পুস্তক সাধারণকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেও আকাঙ্খার উত্তেজনায় নির্লজ্জভাবে আবার এই জীবনকুমারকে সাধারণের দ্বারস্থ করিতে হইল।

'জীবনকুমার' উপন্যাসমূলক সাহিত্যপ্রবন্ধ হইলেও আমি ইহার উপলক্ষ বলিয়াই হয় ত, ইহা একাকী কাব্য, নাটক, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি নানাবিধরূপে আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। ফলতঃ লিখনকার্য্য শেষ হইলে, যখন ইহার সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, তখন যেন অপর-রচিত-গ্রন্থ-পাঠ-জনিত ফল লাভ হইল। যাহা হউক, ভিক্ষুকের ভাগ্যক্রমে আবশ্যক সমগ্র অর্থ এককালে জুটিল না বলিয়া, সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাঠককে দেখাইতে পারিলাম না। সুতরাং ইহার পরিণাম-ঘটিত রহস্য আপাততঃ অপ্রকাশ্যই রহিল। যদি এই পূর্ব্বভাগ সাধারণের গ্রাহ্য হয়, তবে উত্তরভাগে ঐ সকল রহস্য প্রকাশের আশা রহিল।

মুদ্রণকালে যাঁহারা এই গ্রন্থ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এবং অপূর্ণমুদ্রিত অবস্থায় অল্লাধিক দর্শন করিয়া অনেকেই, ইহা বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য কাদম্বরী, ভ্রান্তিবিলাস, বেতালপঞ্চবিংশতি, দশকুমার প্রভৃতি উপন্যাসমূলক গ্রন্থের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যালয়সমূহের নিরপেক্ষ কর্ত্তৃপক্ষগণই উহার যাথার্থ্যের বিচারকর্ত্তা। 'জীবনকুমার' বাঙ্গলা পুস্তক, সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণানুরোধে নীরস শব্দাদির

প্রয়োগ না করিয়া বঙ্গভাষার নিয়মানুসারে ইহাকে প্রাঞ্জল ও সুললিত করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থের মূল্য সাধারণের নিমিত্ত ১৲ এক টাকা এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের নিমিত্ত ৸৹ বার আনা ধার্য্য হইল।

অবশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী ভক্তিভাজন রাজশ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দর্শনেই, ইহার মুদ্রণার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাগজের মূল্যস্বরূপ অষ্টষষ্টি মুদ্রা দান করিয়াছেন; এবং কলিকাতার গ্রেট্ ইডেন্ প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয় আপাততঃ অর্থ না লইয়া (পুস্তক বিক্রয় দ্বারা নিজপ্রাপ্য গ্রহণ করিবেন, এই ব্যবস্থায়) তদীয় মুদ্রাযন্ত্রে ইহার মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমার অনুগ্রাহক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরত্ন, এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় দ্বয় মুদ্রণকালে ইহার সংশোধনপূর্ব্বক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, যদি উল্লিখিত মহাত্মগণ স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে এইরূপ সাহায্য না করিতেন, তবে 'জীবনকুমার' হয় ত এত শীঘ্র এবং এরূপে সাধারণ-সমীপে উপস্থিত হইতে পারিত না। ইতি

গোকর্ণী—২৪ পরগণা
অগ্রহায়ণ, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

জীবনকুমার।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

পূর্ব্বভাগ।

'জীবন-পরীক্ষা' প্রভৃতি-রচয়িতা, কবিমুকুট
শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিরচিত।

কলিকাতা—৬ নং ভীম ঘোষের লেন, হোগলকুঁড়িয়া হইতে
শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন,
গ্রেট্ ইডেন্ প্রেসে
মেঃ ইউ. সি. বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৯৫, অগ্রহায়ণ।

উৎসর্গ-পত্র।

স্নেহভাজন অনুজ

শ্রীমান্ অমৃতনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রীতি-নিলয়েষু।—

ভাই অমৃতনাথ!

অনেক দিন হইতে 'জীবনকুমার' দর্শনের ইচ্ছা যে তোমার অন্তরে বলবতী ছিল, তাহা আমি তোমার পত্র দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম। বহুবিঘ্নবশতঃ এত দিনের পর সেই 'জীবনকুমার' অসম্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। ভগবৎকৃপায় যখন 'জীবনকুমার' আমার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তখন ইহাকে আমার আত্মজ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমার অপেক্ষা, ভ্রাতৃজ বলিয়া ইহার প্রতি তোমার স্নেহ অধিক হইবে বিবেচনায়, ইহা তোমাকেই সমর্পণ করিলাম। বলা বাহুল্য যে, এখন হইতে ইহা তোমারই হইল। কিন্তু যদি কখন আমার ইহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয় তবে দেখাইও, এইমাত্র আমার অনুরোধ। যদি এই বালক জীবিত থাকে, এবং উপযুক্ত হইয়া কাহারও দাসত্ব দ্বারা কোন কালে কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহা তুমিই লইও। দাদার নিকট তুমি অনেক আশা করিতে, কিন্তু কালস্বরূপ রোগ বুঝি তোমার সে সকল আশাই নির্ম্মূল করিল!

তোমার অকর্ম্মণ্য অগ্রজ

শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

সতর্কতা

এই 'জীবনকুমার' গ্রন্থের স্বত্বাধিকার রাজকীয় নিয়মানুসারে রেজেষ্টরী করা হইল। আমার অনুজ শ্রীমান্ অমৃতনাথ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎকর্ত্তৃক আদেশপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত কেহই ইহার মুদ্রাঙ্কণ বা নাটকাকারে পরিবর্ত্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিবেন না। ইতি

২২৫ নং অপর সর্কিউলার রোড,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

ভ্রান্তি-শোধন।

পত্রাঙ্ক,	পংক্তি,	অশুদ্ধ,	শুদ্ধ।
৪৮	১	শিবাকূলের	শিবাকুলের
৫১	৫	প্রতিমুর্ত্তি	প্রতিমূর্ত্তি।
„	১৮	বিশ্ববন্ধ	বিশ্ববন্ধু।
„	„	শ্বেতকৌশয়	শ্বেতকৌশেয়।
৭৭	৬	জীবন	বীজন।